ইমদাদুল হক মিলন

নাই বা তুমি এলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাই বা তুমি এলে

ইমদাদুল হক মিলন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বমি করছিস কেন?

লিলি বিড়বিড় করে কী যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

উঠতে পারবি? ওঠ, ভেতরে আয়।

লিলি কোনও মতে উঠে দাঁড়াল।

পড়ে যাবি তো! আমার হাত ধর।

লিলি মাথা নাড়ল। দরকার নেই। সে যেতে পারবে।

তারপর সিঁড়ির ধাপে বসল লিলি।

এক বাটি মুড়ি আর একটু গুড় এনে দিলেন ভদ্রলোক। গ্লাস ভর্তি জল। সে মুড়ি চিবুচ্ছিল আর ভদ্রলোক লক্ষ্য করছিলেন, মেয়েটি ঠিক মজুর শ্রেণীর নয়, অন্যরকম। স্বাস্থ্য শ্রী আছে, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের যেমন থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ঘুরে যায় ভদ্রলোকের। বাড়ির কাজে এই রকম একটি মেয়ে পেলে মন্দ হয় না।

ভদ্রলোক বললেন, তুই বাড়ির কাজ জানিস? জানলে আমার বাড়িতে করতে পারিস। বেতন পাবি। এই ধর খাওয়া পরা থাকাসহ একশ টাকা।

লিলি ঘাড় নাড়ল। আপনি রাখলে থাকব।

নাম কী তোর?

লিলি।

বাড়িতে কে কে আছে?

কেউ নেই।

কেউ আবার না থাকে কী করে!

লিলি কথা বলল না।

লিলির দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ভদ্রলোক বললেন, কোথায় থাকিস?

এবার কথা বলল লিলি। পদ্মার ওপারে থাকতাম।

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, শোন মেয়ে তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর বাড়ি ঘর আছে। পালিয়ে এসেছিস। ঠিক কিনা বল?

লিলি চুপ করে রইল।

বুঝতে পারছি কোথাও কোনও গোলমাল আছে। দেখ তোকে রাখলে পুলিশী হাঙ্গামা হতে পারে। সব কথা খুলে বল আমাকে। [illegible] না দরকার। তারপর ভেবে দেখব তোকে রাখা যায় কিনা। না হলে বিদেয় করে দেব।

আমি চলে যাচ্ছি সাহেব।

লিলি উঠে দাঁড়াল।

এই রাতের অন্ধকারে যাবি কী করে?

তা ঠিক। সত্যি এখন রাত। তাছাড়া অচেনা জায়গা তার জন্য নিরাপদ নয়। বাইরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেরুলে বিপদ হতে পারে। তারচে এই বৃদ্ধের কাছে সবকিছু খুলে বলা ভাল। হয়ত বৃদ্ধ তাকে সাহায্য করবেন।

লিলি তারপর মুখ খুলল। বাবা এবং দুই মা। বড়মা নির্বাসিতা। সংসারের ব্যাপারে একেবারে উদাস। তিনি থাকেন আলাদা বাড়িতে। নতুন মার ব্যবহার খুবই জঘন্য। বাবার ওপর তার সীমাহীন কর্তৃত্ব। লিলির ওপর আরও জুলুম হতে পারে এই আশংকায় আজ ভোররাতে সে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং ইচ্ছে ছিল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মুক্তি পাবে কিন্তু তা হয়নি।

সে চোখ মুছছিল আর ভদ্রলোক চুপ করে শুনছিলেন। মেয়েটি খুবই সরল এবং সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছে।

এবার ভদ্রলোক নিজের সংসারের ছবিটি দেখতে পেলেন। তাঁর স্ত্রী নেই, কন্যা নেই। তিনপুত্র। এদিক থেকে ভাগ্যবান। কিন্তু তিনপুত্র তিনবস্তু। কেউ তার মনের মত হয়নি। বড়ছেলে তো ঘোর সংসারী। আয়েসী আর স্ত্রী যা বলে তার বাইরে এক পা ফেলে না। মেজছেলে ঘোরতর মদ্যপ। সংসারের দায়িত্বে নেই। উদাসীন। ছোটটি চাকরি করে ঠিকই কিন্তু একেবারেই বেহিসেবি। সৌখিন এবং নাটক পাগল। মেজ এবং ছোটছেলে কেউ বিয়ে করেনি। একা বড়বউ সবদিক সামলাতে পারে না। শরীরে তার মেদ জমেছে। অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে যায়। মেজাজ খিটখিটে। একটি কাজের মেয়ে থাকলে অনেক সুবিধে ভেবে লিলিকে রেখেই দিলেন তিনি।

রাত দশটা।

বাড়ির ছোটছেলে সেলিম ফিরল নাটকের রিহার্সেল সেরে। নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হবে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা। সেলিম হচ্ছে বজ্রসেন। নাচে অভিনয়ে সজীব করে তুলতে হবে চরিত্রটি। রিহার্সেল চলছে প্রতিরাতে। অসুবিধে হল গান। সেলিমের গলা তেমন সুবিধের নয়। টেপ রেকর্ডারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ব্যবহার করা যায় কিনা এখন সেই চিন্তা। তবে যাই ব্যবহার করা হোক তার সঙ্গে মানানসই করে নাচতে হবে। এবং নাচেও সেলিম একদমই দক্ষ নয়। হাত ঘুরিয়ে পা ফেলে কোনও মতে দায়সারা নাচ নাচে। দুদিকেই বেশ ঝামেলা। অথচ সে বজ্রসেন।

সেলিম বাড়ি ঢুকল গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে।

চব্বিশ বছরের তরতাজা যুবক। বাবার চাকরিটি দখল করেছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। বাবার সহযোগিতা অবশ্য ছিল। সেই চাকরি পেয়ে অর্ধেক টাকা বাড়িতে দেয় বাকি

www.BanglaBook.org

অর্ধেক কী যে করে কেউ জানে না। বন্ধুদের নিয়ে হৈ হুল্লোড় করে ছুটির দিনগুলোতে। পাড়ার নাটকের জন্য মোটা টাকা চাঁদা দেয়। এবং সেজন্য মেইন রোল তার বাঁধা। স্বাস্থ্যটি ভাল সেলিমের। দেখতেও মন্দ নয়। গায়ের রঙ ফর্সার দিকেই। মাথা ভর্তি চুল, বড় বড় চোখ আর টানা ভুরু। সে যে নাটকের নায়ক তা তার চলনে বলনে পরিষ্কার বোঝা যায়।

ভাবী খেতে দাও।

ঘরে ঢুকেই চিৎকার করল সেলিম। জামা খুলছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বালতি আর মগ নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল লিলি। কাঁধে তোয়ালে।

সেলিম অবাক হয়ে বলল, তুমি কে? ভাবী কোথায়?

ভাবীর শরীর খারাপ। শুয়ে পড়েছেন। আপনার বাবা আমাকে বাড়ির কাজের জন্য এনেছেন। আমার নাম লিলি। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমি খাবার আনছি।

লিলি যতক্ষণ কথা বলছিল সেলিম অপলক চোখে তাকে দেখছিল। শাড়ি পরেছে লিলি। বড় ছেলের বউয়ের বাতিল একখান শাড়ি এনে দিয়েছিলেন সাদেক সাহেব। লিলি তা পরেছে। ফলে বেশ বড়সড় দেখাচ্ছিল তাকে।

লিলি এক সময় মুখ নিচু করে বলল, ভাত আর রুটি আছে। কী খাবেন?

সেলিম নাটকীয় ঢঙে বলল, ফাসকেলাস। দুরকমই আন। অর্ধেক অর্ধেক।

আচ্ছা।

লিলি চলে যায় রান্নাঘরে। সেলিম তখনও তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল একে নায়িকা শ্যামার ভূমিকায় চমৎকার মানায়। যেমন হাইট তেমনি সুন্দর শরীর তেমনি চেহারা। বাবার পছন্দ আছে। ভেরি গুড কালেকশান!

গভীর রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। লিলিও। সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর অবশ। ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে গিয়েছিল। তার শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে। সেটা পরিষ্কার করা হয়েছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তাতেও পরিশ্রম কম হয়নি। কোনও মতে নিজের বিছানা পেতেছে। এখন সম্পূর্ণ একটা ঘর তার দখলে। সুখ চিন্তায় তার ঘুম গাঢ় হয়ে উঠছিল।

দরজায় আবার ঝনঝন শব্দ। এবার বেশ জোরে। এ কিরে বাবা, সন্ধে না হতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাদেক সাহেবের ঘুম পাতলা। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন। বিরক্ত হয়ে খুলে দিলেন দরজা। মেজছেলে আলীম ঢুকল।

থ্যাঙ্ক ইউ ফাদার।

ছেলে টলে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু বাবা তাকে ধরার চেষ্টা করলেন না। আলীম কোনও মতে টাল সামলিয়ে বলল, ডিয়ার ফাদার, আমার ঘরটা কোনদিকে যেন?

ইডিয়ট!

সাদেক সাহেব হনহন করে ওপরে চলে গেলেন।

লাইট। মোর লাইট। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কোনদিকে সিঁড়ি?

আলোর মধ্যেও হাতড়াতে হাতড়াতে সিঁড়ির কাছে এল আলীম। বক বক করতে লাগল। আশ্চর্য! ভর সন্ধেবেলা ঘুম! কেউ কি জেগে নেই? হেলপ মী। আমাকে কেউ সিঁড়িটা দেখিয়ে দেবে?

লিলি ততক্ষণে উঠে এসেছে। আলীমকে খানিক দেখে হাত বাড়িয়ে দিল। আলীম তার হাত ধরল না।

উঠতে পারবেন?

অফকোর্স। আমি কী মাতাল? ঠিক উঠে যাব।

রেলিঙ ধরে ধরে সিঁড়ি ভাঙে আলীম। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায়। লিলির দিকে ফিরেও তাকায় না। লিলি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সাদেক সাহেবের দুছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে প্রথম রাতেই।

সেলিম আর আলীম। বড়ছেলে ডালিমের সঙ্গে দেখা হল পরদিন সকালে।

ডালিম থাকেন ওপরের বড় ঘরটিতে। তার অবশ্য বড় ঘরটিরই প্রয়োজন ছিল। স্ত্রী পুত্র ও কন্যা নিয়ে বাস। পুত্রের বয়স ছয়, কন্যা চার। দুজনেই স্কুলে পড়ে।

লিলি চা নাস্তা নিয়ে এসেছে। ডালিম তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, টেবিলে রাখ।

তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমার ভাবী কোথায়?

রান্নাঘরে। ডেকে দেব?

না থাক।

ডালিম নিচে নেমে এল। তার চেহারা সুখী সুখী। চোখের কোল ভরাট। চশমা আছে। নাক বড় বলে চশমার জন্য মন্দ দেখায় না। এখন ট্রাউজার আর শাদা পাঞ্জাবি পরেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রান্নাঘরের কাছে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, বাজারে যেতে হবে নাকি?

ডালিমের মাঝেমধ্যে বাজার করার শখ হয়। স্ত্রীর রুচিমত বাজার করা। মাছ কিংবা মাংস। সেদিন শ্বশুর মাংস কিনে এনেছে। রেখার বোধহয় মনে নেই। তাই ডালিম আবার বলল, মাংস আনতে হবে না?

রেখা এবার চোখ তুলল। নিখুঁত সুন্দরী না হলেও স্বাস্থ্যবতী সে। দু সন্তানের জননী হওয়ার পরও শরীরের বাঁধন ভাল আছে। চোখ দুটো ভাসা ভাসা, স্নিগ্ধ। ছোট্ট কপাল, চুল উপচে পড়ছে। গোসল সেরেছে সকালেই। কলাপাতা রঙের শাড়ি, হালকা নীল ব্লাউজ পরনে। বিয়ে হয়েছে দশ বছর।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ডালিম বলল, আনব?

রেখা হাসল। বলল, দরকার নেই। বাবা বাজার এনেছেন।

খবরের কাগজ দিয়ে গেছে?

বোধহয়।

ডালিম চলে এল। এখানকার হাসপাতালে স্টোর অফিসার সে। অফিসে দেরি করে গেলেও বিপাকে পড়তে হয় না।

ডালিম খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হতে পারে। ছেলে টুটুলের স্কুল সাতটায়। মেয়ে চম্পার স্কুল একঘন্টা পরে। আটটায়। দুটোই কাছাকাছি। তবু পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়।

টুটুল কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি ডালিম। টুটুল যখন বলল, চল বাবা। তখন খেয়াল হল।

ডালিম তারপর লিলিকে দেখতে পেল। লিলি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। ডাকল, এই মেয়ে শোন।

লিলি কাছে আসতেই বলল, ওকে একটু স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আয় তো। সাবধানে যাবি।

তারপর ছেলের দিকে তাকাল ডালিম। টুটুল ওর সঙ্গে যাও। স্কুল চিনিয়ে দিও।

আলীম বেশি রাতে ফেরে কিন্তু ওঠে খুব ভোরে।

রং পাতলা এবং খুব কম। পেটে একটা যন্ত্রণা আছে। ভাইদের মধ্যে ওই দেখতে বেশি সুন্দর। বেশ লম্বা। গায়ের রঙ ফর্সা। সেই ফর্সায় আবার লালচে আভা। চোয়ালের হাড় বেশ শক্ত। ছন্নছাড়া ভাব আছে শরীরে। যত্ন নেই।

কারখানায় কাজ করে আলীম। কলেজে ভর্তি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু লেখাপড়া করেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাকরির জন্য নানা জায়গায় ঘুরেছে। কোথাও জোটেনি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির কাছের কারখানার টাইমকিপার। মজুরদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ। উপরি উপার্জন মন্দ নয়। মাস শেষে ভাল টাকাই আসে হাতে। কিন্তু সঙ্গদোষে বখে গেল ছেলেটি। পাড়ার চায়ের দোকানের পেছনে ছোট একটি ঘর আছে। বোতল আর গেলাসের টু টাং শব্দ হয় সেখানে। মাংসের প্লেট আসে। ছোলা বাদাম কাঁচা মরিচ। আলীম অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সব কথাই কানে আসত সাদেক সাহেবের। সাদেক সাহেব ভয়ংকর বিরক্ত হতেন। তখন হাতে ক্ষমতা ছিল। স্ত্রী কবছর আগে গত হলেও তিনি ভেঙে পড়েননি। কর্তৃত্ব তখনও তাঁর দখলে। দাপট ছিল। অবাধ্য ছেলেকে সামলাতে না পেরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করলেন এক সময়। এমনকি বাড়িতে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলে বেপরোয়া। একদিন তিনি বলেই ফেললেন, তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।

শুনে আলীম কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর নির্বিকার গলায় বলল, ওক্কে ফাদার! পিতৃবাক্য পালন করব। আলটিমেটাম চাই।

আলীমের চোখ ঢুলুঢুলু। কিন্তু কণ্ঠস্বর পরিষ্কার। বলুন কবে থেকে মার্শাল ল চালু হবে?

রাগে গরগর করছিলেন সাদেক সাহেব। তোকে আমার সম্পত্তির কানাকড়িও দেব না।

হু কেয়ারস ইয়োর সম্পত্তি? ফাদার, তোমার সম্পত্তি যাকে খুশি দিতে পার। আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

সাদেক সাহেব বলেন, তবু তুই ওসব ছাড়বি না?

সরি ফাদার।

জাহান্নামে যা।

সাদেক সাহেব নিজেই সরে গেছেন তার সামনে থেকে।

এমনিতে আলীম অবশ্য খুবই নিরীহ ধরনের। কখনও কোনও ঝামেলা করে না। খেতে দিলে খায় না হলে চুপচাপ শুয়ে পড়ে বিছানায়। ইচ্ছা হলে অনেক টাকা দেয় বাবার হাতে। স্পষ্ট বলে, এক সঙ্গেই দিলাম। ফাদার, তোমার এই হোটেল চার্জ কত? আমনের মাসে আরও কিছু দেব যদি পারি।

সাদেক সাহেব জিজ্ঞেস করেছেন, ব্যাঙ্কে কোনও টাকা নেই তোর? জমাস না? এত টাকা তুই খরচ করিস কিসে?

ফাদার তুমি তো সবই জান। আমার খরচের অন্ত নেই। এক্সপেন্স একসপেনস। সবই জলপথে যায়। তুমি শিগগিরই রিটায়ার করবে। মা নেই। তখন তোমার দেখভাল করবে কে? বরং তুমি জমাও। টাকা থাকলে সবাই তোমাকে মান্য করবে। তোমার হাত খরচার জন্য প্রতিমাসে বাড়তি কিছু টাকা দেব আমি। সেটা সংসার একাউন্টে যেন না যায়। ফাদার, তোমার গুণধর বড়ছেলে আছে, তার ইনকাম ভাল। ছোটছেলে এখন থেকেই উত্তমকুমার হবার সাধনা করছে। তার চাকরি আছে। সেও সংসারে সাহায্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারে। ফাদার, তোমার তিন ছেলের মধ্যে একটি ছেলে বখে গেছে। লেট হিম গো টু হেল। তাকে শান্তিতে নরকযাত্রা করতে দাও। তোমার কাছে এটুকুই প্রার্থনা।

সাদেক সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আলীম তার মাকে দারুণ ভালবাসত।

আয়েশার মৃত্যুর পর অনেকেই চোখের জল ফেলেছে তারপর ভুলে গেছে। আয়েশা নামে এক মহিলা ছিলেন, মাঝেমধ্যে তাঁর কথা উঠেছে আবার থেমে গেছে। ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে তাঁর মৃত্যু। বড়ছেলে ও ছোটছেলের আচরণ এই রকম। কিন্তু মদ্যপ মধ্যম ছেলেটি তাঁকে অবাক করেছে। আয়েশার মৃত্যুর দুবছর পর একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় সাদেক সাহেবের। মনে হল ঘরে কে যেন এসেছে। চেঁচাতে যাচ্ছিলেন। তখুনি নিচু স্বরে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন।

কে কাঁদছে?

দেয়ালে টাঙান আয়েশার ছবি, নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মূর্তিটি। সাদেক সাহেব শুনতে পেলেন মা, মাগো, তোমার এ অধম ছেলেকে ক্ষমা কর। তুমি নেই এ আমি সহ্য করতে পারি না। বড় যন্ত্রণা। মা, মাগো।

ছবিতে মাথা ঠুকছে আর কাঁদছে আলীম।

মেজছেলের এই রূপটি তিনি দেখেছেন। বাস্তবিক বড় অসহায় এ ছেলে। মায়ের মৃত্যুর শোক অন্য দুছেলে ভুলে গেছে কিন্তু আলীম ভোলেনি। আর ভুলতে পারছে না বলেই কি সে উদাসীন? নেশার আশ্রয় নিয়েছে?

সাদেক সাহেবের আচমকা মনে হল ছেলেটাকে যত পাষন্ড ভেবেছিলেন সে হয়ত তা নয়।

একদিন নয় তারপর প্রায়ই এ দৃশ্য দেখেছেন সাদেক সাহেব।

সব শুনে রেখা ঠোঁট উলটেছে, বুড়ো বাপের মন ভোলাবার ধান্দা। বুঝি, আমরা সবাই বুঝি। ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না! এসবই চালাকি। সম্পত্তি হাতাবার ছলাকলা।

[illegible]লিম বলেছে, বাবা খুব সরল সোজা। তাঁর একটু শক্ত হওয়া উচিত। আমরা নাক [illegible] গেলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে তাই না?

[illegible]খ বাঁকা করে রইল।

[illegible] তো আলীমকে পাত্তাই দেয় না। মাতাল বলে অবজ্ঞা করে। চাকরি পাওয়ার পর [illegible]জ্ঞা আরও বেড়েছে সেলিমের। আলীমকে নিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে [illegible]। আমার সঙ্গে তার দেখাই হয় না।

[illegible] শোনে আর হাসে।

[illegible] দেখা যাচ্ছে এক বাবা ছাড়া বাড়ির সবাই তার ওপর বিরক্ত।

[illegible]ছেলের ওপর বাবার এই স্নেহ মমতা কেউ যে ভাল চোখে দেখছে না সাদেক [illegible] তা বোঝেন। তিনি ভাবেন, ছেলেটির বিয়ে দিতে পারলে কেমন হয়?

www.BanglaBook.org

এই নিয়ে তিনি ডালিমের সঙ্গে কথা বললেন একদিন।

তুমি কী বল?

ডালিম সতর্ক হয়ে গেল। খরচের ব্যাপার আছে। বাবা সেদিকে যেতে পারেন। সে বলল, বাবা আমি ওসবের মধ্যে নেই। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

সেলিম বলল, যা ইচ্ছে কর।

সাদেক সাহেব বুঝতে পারলেন, ঝক্কি ঝামেলা সব একা তাঁর ওপর। অবসর নেয়ার আগে এ কাজটি করতে পারলে এত চিন্তার কারণ হত না। এখন দায়িত্ব একা তাঁর। সারাজীবন তো সংগ্রাম করে এসেছেন, এও এক ধরনের সংগ্রাম। ছেলেকে স্থির করা, সংসারী করা, বাবা হিসেবে এ তাঁর কর্তব্য।

কিন্তু ব্যাপারটা যে সহজ নয় তা ক্রমে টের পেলেন সাদেক সাহেব।

প্রথম ধাক্কা এল, এক সময় যারা মেয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা চুপ করে গেলেন। আশ্চর্য! ছেলের বিয়ে অথচ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা নিরব। সোজাসুজি অবশ্য কেউ কিছু বললেন না কিন্তু বুঝতে মোটেও অসুবিধে হল না যে ছেলে যেহেতু মদ্যপ আর চটকলের সামান্য বেতনের চাকুরে তাই মেয়ে দেবেন না তাঁরা।

ঘটক লাগালেন সাদেক সাহেব। দুতিনটি পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁরা পাত্র দেখতে এলেন। পাত্র সুপুরুষ কিন্তু মাতাল। কেউ এগোল না।

যত হতাশ হচ্ছিলেন জেদ তত বেড়ে যাচ্ছিল সাদেক সাহেবের।

একদিন হঠাৎ এক চিন্তায় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চোখের সামনেই তো পাত্রী আছে! এতদিন চোখে পড়েনি। এখন খেয়াল করে দেখলেন, পাত্রী হিসেবে মন্দ হবে না। লোকে দুকথা বলবে অবশ্য। তা বলুক।

এই লিলি শোন।

লিলি এমন ডাক বহুবার শুনেছে। বুড়ো লোকটির আদর আবদার সবই তার ওপর। ওষুধের শিশি কিংবা জল এনে দেয়া। সেই রকমই কিছু হবে ভেবে সামনে এসে দাঁড়াল লিলি।

সাদেক সাহেব বললেন, শোন লিলি, তুই বড় হয়েছিস। তিন বছর হল আমাদের বাড়িতে আছিস। তোর ব্যাপারে আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো। তাই তোর বিয়ে দিতে চাই আমি।

লিলি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কথা বলছিস না কেন?

লিলি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। আমি কী বলব!

শোন, বিয়ে দিয়ে ঘরের বউ করে রাখতে চাইছি তোকে। তোর সঙ্গে আমার মেজছেলে আলীমের বিয়ে দেব। তুই ওই বাউন্ডুলে ছেলেটাকে একটু সামলে রাখিস মা। পারবি না?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসব শুনে লিলির মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠল। বুকের ভেতর আশ্চর্য এক অনুভূতি হল। মুহূর্তের জন্য সেই রাজপুত্রের স্বপ্নটা একবার দেখল সে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, আপনি ভেবে দেখুন।

অনেক ভেবেছি রে। না ভেবে কি এত বড় কথা তোকে বলতে পারি? ওর সঙ্গে তোকে চমৎকার মানাবে।

লিলি কাঁপছিল। এ কী সম্ভব! কিছুতেই বিশ্বেস হচ্ছিল না। মাথার ভেতর, বুকের ভেতর কেমন করছিল!

তোর বাবার ঠিকানা বল। আমি যাব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করতে হবে। অনেক কাজ। একা আমাকেই সব করতে হবে। বল।

ঠিকানা বলল লিলি। তার মাথা ঘুরছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। ধপ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

বিয়ে! লিলির বিয়ে! তাও কিনা এবাড়ির মেজছেলের সঙ্গে!

সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সে তো শুধু কাজের মেয়ে। দাসী। ঘর মোছা থালা বাসন মাজা কাপড় কাচা জল তোলা ফাইফরমাস খাটা। বেশ কাটছিল দিনগুলো। বাড়ির কর্তা এ কী কান্ড বাধিয়ে ফেললেন! এ স্বপ্ন নাকি সত্যি!

লিলি বুঝে উঠতে পারছিল না। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে তার। কাজে ভুল হয়ে যায়। রেখা খিঁচিয়ে ওঠে, এখুনি এই। পরে যে কী হবে! বাবা এ কী সর্বনাশ করলেন! ওগো তুমি একটু বুঝিয়ে বল না।

ডালিম বলে, আমি আর কী বলব! বুড়োর মাথা খারাপ হয়েছে।

তাই বলে এই বিশ্রী ব্যাপারটা কি হতে দেয়া যায়? লোকজনকে আমরা মুখ দেখাব কী করে? মানসম্মান সবই যে যায়! তুমি না পার সেলিমকে দিয়ে বলাও। বাবার নাহয় মাথা খারাপ হয়েছে তোমাদের তো হয়নি! তিনি যা খুশি করবেন আর তোমরা চুপ করে থাকবে?

সেলিম বাবাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে। বাবা তার উত্তরে কী বলেছেন জান? তোমার যদি ভাল না লাগে অন্য কোথাও থেকে আসতে পার কিছুদিন। সেলিম তবু বলতে চেয়েছে, ব্যাপারটা যে....। বাবা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, বললাম তো তুমি কিছুদিন বাইরে থেকে আসতে পার। তোমার তো বন্ধুর অভাব নেই।

রেখা বলল, আমার বাপের বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

দোহাই ওই কাজটি করো না। সম্পত্তি এখনও ভাগ হয়নি। বাবার গুড বুকে না থাকলে কখন কী হয় বলা যায় না। একরোখা স্বভাব বাবার। তালে তাল দিয়ে চলতে হবে, নাহলে এই নবাবি বেরিয়ে যাবে।

তবু এই ব্যাপারটা সহ্য করতে হবে?

কী আর করা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলির কানে এসেছে এসব কথা। সে লজ্জা পাচ্ছিল। অন্যায় কথা ওরা অবশ্য বলেননি। আসলেই সে কি এবাড়ির বউ হবার যোগ্য? তার না আছে শিক্ষা না আছে বংশ গৌরব। রাস্তা থেকে তুলে আনা অতি সাধারণ একটি মেয়ে সে।

নিজেকে অপরাধী মনে হয় লিলির।

অথচ বিয়ের ইচ্ছে যে লিলির ছিল না তা নয়। সতের আঠার বছর বয়সের কোন মেয়ের মনে বিয়ের চিন্তা না জাগে? এটাই তো স্বপ্ন দেখার বয়স! স্বামী সন্তান আর সংসার। সব মেয়ের মনেই তো এই ইচ্ছে। লিলিও তার বাইরে নয়।

তাই বলে এই বিয়ে? এ যে স্বপ্নের অতীত!

সাহেব নাকি বহু জায়গায় মেয়ের খোঁজ করেছিলেন। সৎপাত্র চায় সবাই।

সৎপাত্র!

হাসি পায় লিলির। কোন পুরুষ কতটা সৎ লিলির তা জানতে বাকি নেই। এ বাড়িতেই তার উদাহরণ আছে। ডালিমের চোখে বহুবার লালসার দৃষ্টি দেখেছে লিলি। নানা ছুতোয় তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করছে সে, কাছে ডেকেছে। ম্যাচ দিয়ে যা তো। খবরের কাগজটা এনে দে। টুটুল চম্পাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে অসুবিধে হচ্ছে না তো? এগুলো কোনও কাজই নয়। ঘন ঘন ডাকা, কাছে রাখা, হাতে হাত ঠেকান। লিলি এসবের মানে বোঝে।

সেলিম হচ্ছে আরেকটি। সে বেশি ছটফটে, চঞ্চল। মাঝরাতে লিলির ছোট্ট ঘরটিতে টোকা দেয়। ফিসফিস করে ডাকে, লিলি লিলি।

সে কাজের মেয়ে। তাকে উত্যক্ত করা কেন?

এরা সৎ, এরা চরিত্রবান! ছি!

দিনগুলো রাতগুলো তাই কাটছিল ভয়ে, উৎকণ্ঠায়। সাহেব হঠাৎ চমকে দিলেন। কী যে দেখেছেন ওর মধ্যে কে জানে! ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে! সংসারে কত আশ্চর্য ঘটনা যে ঘটে! মাতাল ছেলেকে ঘরমুখো করতে হবে, সংসারের জালে আটকাতে হবে।

পারবে লিলি?

বাড়ির এই একটি মাত্র লোক যে কখনও তাকে দিয়ে কোনও ফাইফরমাস খাটায়নি। এটা ওটা চেয়ে কাছে আটকে রাখেনি, লোভী চোখে তাকায়নি। সে সব সময়ই নির্বিকার।

লোকটির জন্য লিলির মায়া মমতা ছিল প্রথম থেকেই। সেই মায়া মমতা এখন আরও বেড়েছে।

বিয়ে!

এই ছন্নছাড়া লোকটির সঙ্গে লিলির বিয়ে!

লিলির সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান অনেক। অন্তত তের চৌদ্দ বছর তো হবেই। এই লোককে ধরে রাখতে পারবে লিলি?

রাত কেটে যায় এইসব চিন্তায়। ঘুম আসে না লিলির।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নৌকো থেকে নেমে আনমনা হয়ে গেলেন সাদেক সাহেব।

এদিক ওদিক তাকালেন। কতকাল আসেননি এপারে! তিরিশ চল্লিশ কি তারও বেশি বছর হতে পারে। দরকার হয়নি কখনও। তবু সেই কৈশোর বয়সের স্মৃতি যেন ঝলসে উঠল আজ।

প্রকান্ড একটা অশত্থ গাছ ছিল তীরে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্ষয়ে গিয়েছিল গোড়ার দিকটা। বেরিয়ে পড়েছিল মোটামোটা শেকড় বাকড়।

সেই অশত্থ গাছ নেই। আরও অনেক গাছই নেই। আতা নোনা পেয়ারা আরও কী কী গাছ যেন ছিল। সমতল হয়ে গেছে জায়গাটা। নদীর ভাঙন। একূল ভাঙে ওকূল গড়ে।

জিজ্ঞেস করে করে হায়াত সাহেবের বাড়ি খুঁজে বের করলেন সাদেক সাহেব। দরজায় কড়া নাড়লেন।

দরজা খুলে গেল। কাকে চাই?

হায়াত সাহেবকে।

আমার নাম হায়াত। কী দরকার বলুন?

রাস্তাতেই বলব?

না না। ভেতরে আসুন।

হায়াত সাহেব লজ্জিত হলেন। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভাবতেই পারেননি এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার কোনও ব্যক্তি তার খোঁজে আসতে পারেন। যে কারণে আরও বিব্রত হলেন ভদ্রলোককে ভেতরে ডেকে। বড় অপরিষ্কার ঘর। নোংরা ময়লা বিছানা। চেয়ার নেই একটাও।

সাদেক সাহেব সেই বিছানাতেই বসলেন।

আপনার মেয়ে লিলির কোনও খোঁজ কি আপনারা রাখেন?

সখিনা বলল, বজ্জাত মেয়েটি নদীতে ডুবে মরেছে।

কী করে জানলেন?

তাকে নৌকো করে নদী পেরুতে দেখেছে অনেকে।

তার মানেই কি সে নদীতে ডুবেছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাছাড়া আর কী! এতদিন যখন তার কোনও খবর পেলাম না!

আপনারা তাকে সুখেই রেখেছিলেন তাই না?

নিশ্চয়।

তাহলে নদীতে ডুবতে যাবে কেন?

সখিনা বিরক্ত হল। আপনি এত কিছু জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো? সে কি বেঁচে আছে? সে কি আপনার ওপর ভর করেছে?

শুনুন, আমার নাম সাদেক। ওপারে গঞ্জের পাশে বাড়ি। আপনাদের মেয়ে আমার কাছে আছে। বেশ বড় হয়েছে। তার বিয়ে দেয়া দরকার। এই বিষয়ে কথা বলতেই আপনাদের কাছে আসা।

কোথায় বিয়ে? কার সঙ্গে?

বিয়ে আমার ছেলের সঙ্গে।

সখিনা বলল, খুব ভাল কথা। বজ্জাত মেয়েটির কপাল খুলল। ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠেছে। ভাল আশ্রয়ই পেয়েছে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা....।

সাদেক সাহেব তাকে থামিয়ে দিলেন, জানি। সব খরচ আমিই বহন করব। হায়াত সাহেব শুধু কন্যাদান করে আসবেন।

নিশ্চয় যাবেন। তবে মেয়েটিকে এখানে না এনে ওখানেই সব করুন। এ জায়গাটা ভাল নয়। নানান কথা উঠবে। আমরা চাই না আপনার সম্মানের ক্ষতি হোক।

বেশ তাই হবে।

একটু থেমে সাদেক সাহেব বললেন, আরও একজনের মতামত দরকার। লিলির আসল মা মমতাজ। তাঁর বাড়িটা একটু দেখিয়ে দেবেন?

তাকে আবার এরমধ্যে টানছেন কেন? সে মেয়ের কোনও খোঁজই রাখে না। স্বার্থপর মহিলা একটি।

হায়াত বললেন, আ সখিনা, তুমি এমন করে কথা বলছ কেন? সে তোমার কী ক্ষতি করেছে?

থাম। নাম শুনে দরদ একেবারে উথলে উঠেছে।

অস্বস্তি বোধ করছিলেন সাদেক সাহেব। এখুনি হয়ত ঝগড়া লেগে যাবে। তাড়াতাড়ি বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি যখন আপনাদের বাড়ি খুঁজে পেয়েছি তখন তাঁর বাড়িও খুঁজে পাব। এখন উঠি তাহলে।

সখিনা কেমন থমকে গেল। হায়াত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চলুন আপনাকে বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাদেক সাহেবকে যত্ন করে বসালেন মমতাজ। প্রশান্তিতে উজ্জ্বল একখানি মুখ। লিলির বর্ণনা অনুযায়ী সব মিলে যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন শাদা শাড়ি পরা। চওড়া সবুজ পাড়। হাতে সোনার বালা। ছোট্ট কপাল, মুখের আদল সুন্দর।

বড় খুশি হলাম লিলির বিয়ের খবর শুনে। বসুন একটু, আসছি।

পাশের ঘরে চলে গেলেন মমতাজ। সিন্দুক খুলে কিছু গয়না এনে সাদেক সাহেবের হাতে দিলেন। বললেন, লিলিকে দেবেন। সে সুখী হোক। আপনাদের ঘরের লক্ষ্মী হোক।

সাদেক সাহেব চলে এলেন।

বিয়ের কটা দিন শুধু বাড়িতে আটকে থাকা, পিতৃবাক্য পালন করা। আবেগ বা উচ্ছলতা নেই। তবে বিরক্ত হয়েছে আলীম, উসখুস করেছে। মাঝেমধ্যে গলা শুকিয়ে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়েছে। তারপর উঠে গেছে। বাড়ির পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গলা ভিজিয়ে এসেছে। একটা দুটো জর্দা পান খেয়েছে। বাড়ির কেউ কিছু টের পায়নি।

দেখেশুনে বাবার ভরসা হয়েছিল ছেলের বুঝি এবার সত্যিই পরিবর্তন ঘটল। খারাপ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আলীম যেন সুবোদ বালক হয়ে গেছে। তাকিয়েছে নতুন বউর মুখের দিকে।

লিলিকে সে অনেকবারই দেখেছে। কিন্তু নতুন বউর সাজে কেমন যেন অচেনা, নতুন লাগছিল। দেখতে মন্দ নয় লিলি।

আলীম সময় মত বাড়ি ফিরল কিছুদিন। লিলি তার খাবার বেড়ে দেয়। শার্টপ্যান্ট গুছিয়ে রাখে। এঁটো বাসন তুলে নিয়ে যায়। নিজে খেয়ে নেয় একা একাই। কখনও সঙ্গী হয় সেলিম। রেখার বেশি রাত জাগার অভ্যেস নেই। ছেলেমেয়েকে খাইয়ে নিজের খাবার, স্বামীর খাবার নিয়ে যায় ঘরে। দুজনে খেয়ে নেয়। কিন্তু এঁটো বাসন ফেলে রাখে। লিলি মাজবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত দশটা এগারটা, আলীমের জন্য কখনও কখনও তারও বেশি অপেক্ষা করতে হয় লিলিকে। শ্বশুর খোঁজ নিতে আসেন। তাঁর রাতের খাবার চারটি পাতলা রুটি একটুখানি তরকারি আর দুধ। খাওয়ার আধঘন্টা পর ওষুধ খেতে হয় তাঁকে। ইদানিং নানান ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। লিলি মাত্রা বুঝে ওষুধ দেয়। জল দেয়। এসব কাজ মিটে গেলে বসার পিঁড়িটা বালিশ করে চুপচাপ শুয়ে থাকে রান্নাঘরে। বাড়িটা নিঝুম হয়ে যায়। বাইরে কুকুরের ডাক, বেড়ালের ঝগড়া। তারপর আবার সব শান্ত।

এক সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। ধড়মড় করে ওঠে লিলি। দরজা খুলে দেয়। কিন্তু আলীম নয় সেলিম হাসিমুখে ভেতরে ঢোকে। তুমি জেগে আছ এখনও?

লিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তোমার ভাইয়া যে বাইরে!

যদি না ফেরে?

জেগে থাকব।

পতিব্রতা রমণী। এত পতিভক্তি ভাল নয়। এতে শরীর নষ্ট হয়। এস আমরা দুজন একসঙ্গে খেতে বসি।

লিলি হেসে বলে, তুমি ঘরে যাও। আমার শরীরের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। খাবার ঢাকা আছে। যদি কিছু লাগে ডেক। আমি রান্নাঘরে আছি।

রান্নাঘরে থাকার কারণ কেউ ডাকলে তাড়াতাড়ি দরজা খোলা যাবে।

ঘরটি মোটেই ভাল নয়। পশ্চিমদিকের একটি মাত্র জানালা খুললেই পচা ড্রেনের দুর্গন্ধ আসে। উত্তর দক্ষিণে চাপা। পুবে দরজা। সেই দরজা রাতে বন্ধ রাখতে হয়।

আলীম আসার পর বালিশে মাথা রাখলে মাথা ভারি হয়ে ওঠে লিলির। ওই সময় সেলিমের কথাগুলো খুব মনে হয়। এত পতিভক্তি ভাল নয়।

কেন এভাবে বলে সেলিম!

এক রাতে বাড়ি ফিরল সেলিম।

তখন রাত এগারটা। ঢুকে লিলিকে বলল, ভাইয়া ফেরেনি?

লিলি বলল, না।

ভাল।

লিলি এঁটো বাসন গুছিয়ে রাখছিল, সকালে মাজবে। বাড়ির বউ হওয়ার পরও আগের মত সব কাজই তাকে করতে হয়। এ ব্যাপারে একবার কথা উঠেছিল। রেখা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, বেশ তো চলছে, চলুক না। আজকের দিনে একটা কাজের মেয়ে মানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাওয়া থাকা শাড়ি জামা তার ওপর এক দুশো টাকা বেতন, এত টাকা কোত্থেকে আসবে? তোমার ভাইয়ার তো টাকার গাছ নেই যে নাড়া দিলেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে।

সেলিম বলতে গিয়েছিল টাকা আমি দেব। লিলি তার আগেই বলে ফেলেছে, আমি পারব। আমার অভ্যেস আছে। লোক আপনাকে রাখতে হবে না ভাবী।

শুনে সেলিম মোটেও খুশি হয়নি।

সেই রাতে লিলিকে সে একা পেয়ে বলল, তুমি একটা আস্ত গবেট। বুদ্ধি শুদ্ধি কিচ্ছু নেই। একেবারে যাতা।

লিলি মুখ নিচু করে বলল, আমি আবার কী করলাম?

তা যদি বুঝতে তাহলে ওকথা তুমি বলতে না। তোমার কপালে ঝিগিরিই লেখা আছে।

এ তো সংসারেরই কাজ! বউ বলে কী হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমি ভাই কাজ করতে ভালবাসি।

তাহলে তাই কর।

সেলিম বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

লিলি মুচকি হাসল। অবিবাহিত নাটুকে এ দেবরটিকে সে যে বোঝে না তা নয়। হুটহাট করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। বেশবাস সামলিয়ে নিতে বিব্রত হতে হয় লিলি। কখনও কখনও লজ্জা পায়। গা শিরশির করে ওঠে। রাতের যে একটা ভিন্ন ভাষা আছে সেলিমকে ওভাবে দেখে সেটা সে ক্রমে ক্রমে টের পায়।

শ্বশুরের ঘরে সারারাত ম্লান একখানা আলো জ্বলে। বুড়োমানুষ রাতে যদি উঠতে হয় অন্ধকারে অসুবিধে হতে পারে। বাথরুমের দরজা হাতড়াতে হবে। রাতে অন্তত বার দুয়েক তাঁকে বাথরুমে যেতে হয়। মূত্রদোষ আছে। সুগার বেশি। ফলে ঘুম পাতলা। লিলি তাঁর মাথার কাছে ওষুধ ও জল গুছিয়ে রেখে দেয়। রাতে মাঝে মাঝে এসে তদারকি করে।

যতই নিঃশব্দে আসুক সাদেক সাহেব টের পেয়ে যান।

বউমা নাকি?

হ্যাঁ বাবা।

হতভাগা এখনও ফেরেনি?

এবার আসবে। আপনি ওষুধ খেয়েছেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাব। তোমার খুব কষ্ট হয় বুঝতে পারি।

না বাবা। কষ্ট কি। অভ্যেস হয়ে গেছে।

হতভাগা এরকম একটা বউ ফেলে....। কপাল সবই কপাল। তোমার কথা ভেবে বড় দুঃখ পাই মা।

লিলি শ্বশুরের পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, আপনি দুঃখ করবেন না বাবা। আমি খুব সুখে আছি।

তোমার বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না? আসতে লিখব?

লিলি নতমুখে বলে, না বাবা।

তুমি একদিন যাবে নাকি?

না বাবা।

মমতাজ মা কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসেন।

আমার চেয়ে আল্লাহ রাসূলের ওপর তাঁর ভালবাসা অনেক বেশি। তাঁকে আমি আর বিরক্ত করতে চাই না।

সাদেক সাহেব চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। তিনি বলেন, ওই এল। যাও দরজা খুলে দাও। সিঁড়ি খুজে পাবে না হয়ত। ধরে ধরে ঘরে নিয়ে যাও।

ফিরেছে আলীমই। টলছিল ঠিকই তবে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হল না। সিড়ির রেলিঙ ধরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর সোজা বিছানায়। লিলি তার পায়ের জুতো খুলে ঠিক করে শুইয়ে দিল।

খাবে না?

নো থ্যাঙ্কস।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে লিলি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা আমাকে কী তোমার একটুও ভাল লাগে না?

কে বাবা তুমি? মোহিনী? আমি তো তোমার ঘর থেকে অনেকক্ষণ আগে চলে এসেছি।

আলীম হেচকি সামলিয়ে পিটপিট করে তাকাল। সরি ম্যাডাম। ঠিক চিনতে পারিনি। ইয়েস তুমি তো লিলি। আমার মত এক হতভাগার সেবাযত্ন করছ। এ ফুলিস লেডি। নির্বোধ। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। মশারিটা টাঙিয়ে দাও।

বাস্তবিকই ওর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কণ্ঠস্বর মোটা, জড়ান।

লিলি মশারি টাঙিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। দুমুঠো মুখে দিতে হবে।

কিন্তু সে রাতে লিলি কিছু মুখে দিল না। আলো নিভিয়ে সারারাত রান্নাঘরে বসে রইল। সারারাত কাঁদল। আজন্ম দেখা স্বপ্নের কথাটি বারবার মনে পড়ল। সে দেখত এক রাজপুত্রের স্বপ্ন। আলীমের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ভাবল স্বপ্নের সেই রাজপুত্র সত্যি সত্যি বুঝি এল তার জীবনে। কিন্তু দিন যত গেল, স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

রাজপুত্র স্বামী তার দিকে ফিরেও তাকাল না। লিলির শরীর মন কোনও কিছুর দিকেই সে হাত বাড়াল না। মন তো মন, কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু শরীর! অত সুন্দর শরীর লিলির! এই শরীরও কি তাকে আকর্ষণ করে না। কেমন পুরুষ আলীম!

সকাল বেলা যথারীতি সংসারের কাজ। শুক্রবার বলে সবাই বাড়িতে। চা নাশতার তেমন তাড়া ছিল না।

খানিক আগে ডালিমকে চা দিয়ে গেছে লিলি। চায়ে চুমুক দিয়ে রেখাকে ডালিম বলল, ওঠ। সংসারের কাজটাজ একটু কর। লিলি একা একা কত কাজ করবে?

রেখার তখনও আলস্য ভাঙেনি। শুয়ে শুয়েই স্বামীকে ধমকে ওঠল, থাম! লিলি কাজ করবে না তো কে করবে! সুন্দর মুখ দেখেছ আর অমনি....। তোমাকে আমি চিনি না?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডালিম বলল, দেখ রেখা, এই ধরনের কথা তুমি বার বার বলছ। শুনতে ভাল্লাগে না। ওর সঙ্গে আমার বড়ভাইর সম্পর্ক।

রেখা বিছানায় উঠে বসল। আহা বড়ভাইর সম্পর্ক! বেশি লাই দিও না, বুঝলে?

টুটুল ঘুম চোখে মা বাবার সামনে এসে দাঁড়াল।

মা আমি চা খাব।

চম্পাও ভাইর সঙ্গে গলা মেলাল, আমিও খাব মা।

তাই তো। তোদের এখনও চা দেয়নি?

রেখা গলা চড়াল, লিলি ও লিলি টুটুল চম্পাকে চা নাস্তা দিয়ে যাও।

লিলি এল। দুহাতে দুগ্লাস হরলিকস আর বিস্কুট। টুটুল চম্পার সামনের টেবিলে গ্লাস নামিয়ে রেখে বলল, দেখেছ সকালের দিকে একটু একটু শীত পড়ছে। সিজন বদলাচ্ছে। এ সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খুব সর্দি কাশি হয়। তোমরা হরলিকস খাও। হরলিকস খেলে শরীর ভাল থাকবে।

টুটুল বলল, আমি হরলিকস খাব না। বিশ্রী গন্ধ। আমি চা খাব।

লিলি বলল, চায়ের গন্ধ আরও বিশ্রী। চা বড়রা খায়। তুমি বড় হও তখন খাবে। আমি তোমার হরলিকসে ফুঁ দিচ্ছি। এই দেখ কেমন মিষ্টি গন্ধ হরলিকসে। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।

খাব না।

টুটুল জেদী ছেলের মত ঘাড় গোজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আচ্ছা এস আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলি গ্লাসটা ওর মুখের কাছে তুলে ধরল, এই তো কী সুন্দর খাচ্ছে। একটু, আরেকটু, বা এই তো খাওয়া হয়ে গেল। এবার পড়তে বসবে কেমন?

চম্পাও ততক্ষণে গ্লাস শূন্য করে বিস্কুট চিবুচ্ছিল। সে বলল, আমি পানি খাব।

দিচ্ছি বলেই বেরিয়ে গেল লিলি।

ডালিম বলল, তুমি এভাবে খাওয়াতে পারতে?

রেখা নাক কুঁচকে বলল, যত সব আদিখ্যেতা।

সাদেক সাহেব বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরুচ্ছিলেন, লিলি দেখতে পেল। পেয়ে এগিয়ে এল। বাবা, আপনি আবার বাজারে বেরুচ্ছেন? ডাক্তারের নিষেধ ছিল। বেশি হাঁটাহাঁটি চলবে না। মাথা ঘুরে কোনদিন রাস্তায় পড়ে যাবেন।

সাদেক সাহেব অসহায় ভাবে বললেন, তাহলে কে যাবে? ছেলেরা তো....।

বাজারের ব্যাগটা দিন।

লিলি সেলিমকে দেখতে পেল। এই যে দেবর সাহেব, শোন। আজকের বাজারটা তুমি করে আন। শুধু থিয়েটারের পাঠ মুখস্ত করলেই চলবে না। সংসারের কাজও একটু করতে হবে। বাজারে যাও।

সেলিম লিলির চোখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, বেশ দাও।

সংসারের চাপা আবহাওয়া খানিক হালকা হয় সেলিম বাড়ি থাকলে। যে কাউকে দুমদাম কথা শুনিয়ে দেয় সে। রেখাকে সোজাসুজি একদিন বলল, একজনের পরিশ্রমে এতবড় সংসারটা চলছে। তারও তো রেষ্টের দরকার। তার সাধ আহ্লাদ বলে কি কিছু নেই? বেশ আছ তোমরা।

রেখা বলল, বেশি দরদ দেখিও না। আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। দেব বুঝি।

কচু বোঝ। যার যেমন স্বভাব সে তো সেই রকমই ভাববে। কিন্তু ভাবী আমার কথায় তোমার গায়ে ফোসকা পড়ল কেন?

রেখা চোখ পাকিয়ে বলল, খবরদার সেলিম! মুখ সামলে কথা বল।

আমি মুখ সামলেই কথা বলি। তুমি, তুমি সংসারের জন্য কী করছ? আয়েস করে ঘরে বসে আছ আর দিন দিন ধুমসো হচ্ছ। আমাকে বেশি ঘাঁটিও না ভাবী। লিলি আসার আগে তোমার কী চেহারা ছিল আর এখন কী হয়েছ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার দেখ গে যাও।

রেখা হাত মুখ নেড়ে চিৎকার করে ওঠল, চেহারার খোটা! তুই, তুই কী হচ্ছিস দিন

www.BanglaBook.org

দিন? উত্তমকুমার?

সাদেক সাহেব ঘরে ঢোকেন, কী হচ্ছে তোদের? এত চেঁচামেচি কেন?

চুপ করে যায় সবাই।

তিনি চলে যাবার পর সেলিম লিলিকে বলল, আজই চল তুমি আমার সঙ্গে।

ভীরু চোখ তোলে লিলি। কোথায়?

সেলিম হেসে ফেলল। সিনেমায়।

লিলি প্রথমে অবাক হল তারপর বলল, তা কি করে হয়? রান্নাবান্না আছে না আমার।

এতকাল তুমি ছাড়া কি এ বাড়ির রান্নাবান্না হত না? ছাড় ওসব।

লিলির বুক ঢিব ঢিব করছে। আবার বুঝি একটা ঝড় ওঠে বাড়িতে। কিন্তু উঠল না। ডালিম শান্তস্বরে বলল, যাক না। এখানে এসে আজ পর্যন্ত কোনওদিন তো সিনেমা টিনেমা দেখেনি। দেখে আসুক।

রেখা বলল, ঢং।

অস্বস্তি তবু কাটে না লিলির। সে নড়ে না।

সেলিম বলল, কী হল?

লিলি বলল, আমার ইচ্ছে করছে না।

তাহলে থাক।

রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সেলিম।

রাগ সেলিমকে অবশ্য বেশিদিন পুষে রাখতে হয়নি। সিনেমায় যাওয়া না হলেও পাড়ার থিয়েটারে যেতে রাজি করিয়েছিল লিলিকে। রান্না ও খাওয়ার পাট চুকিয়ে লিলি নাটক দেখতে গিয়েছিল। এইসব নাটকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দেয় সেলিম। ফলে বড় পার্ট তার একটা বাধা। এবার সে নিজে পরিচালক এবং পার্ট নিয়েছে নায়কের নয় ভিলেনের। এতে নাকি অভিনয়ের সুযোগ বেশি। স্বামী স্ত্রীর সুখী পরিবারে হঠাৎ ভিলেনের আবির্ভাব। নায়িকার সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিয়ের আগে অসংখ্য চিঠির আদান প্রদান হয়েছে। এখন টাকা দরকার। টাকা কিংবা এক রাত্রির সহবাস। নইলে সমস্ত চিঠি ফাঁস করে দেবে স্বামীর কাছে। জমাট নাটক। রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল লিলি।

স্বামী তাকায় স্ত্রীর দিকে, তুমি কী করতে চাও?

স্ত্রী কথা বলে না।

তার মানে কি এক রাত্রির সহবাস?

না।

টাকা দেবে?

না।

তাহলে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়িতে চা খেতে ডেকেছি। তুমিও থাকবে সামনে তখন দেখবে আমি কী করি।
আলো নিভে যায়, তারপর আবার জ্বলে।
দৃশ্য সেই একই। সাজান ঘর। কাজের লোক চেয়ার টেবিল ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখছিল। পুরনো লোক। স্বভাব মতো নিজের মনে গজ গজ করছিল। এত সকালে কোন মহাপুরুষ আসবে যার জন্য আগেভাগেই চা তৈরি করে রাখতে বলেছে। তিনি এলেই গরম চা দিতে হবে। আপার যে কি খেয়াল!
নায়িকা ঢোকে। কমলা রঙের সিলকের শাড়ি পরা। একই রঙের ব্লাউজ। যেন অগ্নিশিখা। তারপরেই নায়কের প্রবেশ। স্লিপিং গাউন পরা। মুখে সিগারেট। হাই উঠছিল। চোখে তখনও ঘুমের রেশ। সোফায় ধপ করে বসে পড়ল। বলল, কই তোমার চা?
অতিথি আসুক। এক সঙ্গে খাবে।
সামান্য অস্থিরতা। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সময় হয়েছে। দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম দুলছে। টক টক আওয়াজ।
এভাবে কাটে কিছুক্ষণ।
টুংটাং। টুংটাং।
ডোরবেল বেজে ওঠে। কাজের লোক দরজা খুলে দেয়। পায়ের শব্দ।
আসতে পারি?
নিশ্চয়।
স্বামীর উদার অভ্যর্থনা।
স্ত্রী চা নিয়ে আসে। তিন কাপ চা। মিউজিক চলছিল। দর্শক নিশ্চুপ। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে এবার। নায়িকা দুটি কাপ বাড়িয়ে দিল দুজনের দিকে। নিজে নিল একটি। লাল নীল আলো দ্রুত ঘোরাফেরা করতে থাকে। ক্রমশ লাল আলো স্থির হয়। ভিলেন নিঃশব্দে কাপ বদল করে। নায়িকা চিৎকার করে ওঠে। না না এ কী ওর কাপ ওকে দিন।
ভিলেন হেসে ওঠে, দিপা এ অতি পুরনো খেলা। তুমি এত কাঁচা কাজ করবে ভাবতে পারিনি। তোমাকে বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে জানতাম। এনি মোর?
অর্থাৎ আর কোনও খেলা আছে?
দিপার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়।
চিঠিগুলো কই?
স্বামী রায়হানের গলা বেশ শান্ত কিন্তু কঠিন শোনায়। আছে কিন্তু আপনাকে দেব কেন?
ভিলেন মিজান উদ্ধত ও কর্কশ।
রায়হান ধীর পায়ে উঠে আসে। কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ মিজানের জামার কলার চেপে ধরে। টেবিলের কাপ পিরিচ লন্ডভন্ড হয়ে যায়। কাজের লোক ছুটে আসে। মঞ্চে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীল আলো জ্বলে ওঠে।

এ কী! ছাড়ুন বলছি।

মিজান ঘুসি তোলে। রায়হান তার হাত মুচড়ে ধরে। বীরত্ব দেখিও না। বস, চেয়ারে বস। আমি সব জানি। তোমাদের পূর্ব প্রণয়, চিঠির আদান প্রদান। দিপা আমাকে সব বলেছে। এখন চিঠিগুলো দেখিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাটল ধরাতে চাইছ। নইল একরাত্রির সহবাস। ব্ল্যাক মেইলিং। বাস্টার্ড, গেট আউট গেট আউট।

ধাক্কা মারতে মারতে মিজানকে মঞ্চের বাইরে নিয়ে যেতে থাকে রায়হান। পর্দা নেমে আসে।

বাড়ি ফেরার সময় সেলিম জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগল?

লিলি বলল, ওরা দুজন খুব ভাল স্বামী স্ত্রী।

আর আমি?

বিশ্রী।

বারে সামাজিক নাটকে যার যা ভূমিকা তাকে ঠিক তাই করতে হবে তো! নইলে নাটক জমবে না। আমার অভিনয় যে তোমার বিশ্রী লেগেছে সেটাই আমার পুরস্কার।

তুমি অন্য পার্ট নিলে পারতে। পারতে না?

আমি ইচ্ছে করেই ওই পার্ট নিয়েছি। বরাবর নায়কের পার্ট করেছি এবার অন্যরকম পার্ট নিলাম এইজন্য যে দেখি পারি কিনা। পেরেছি যে তোমার ওই বিশ্রী কথাটিতে তার প্রমাণ পেলাম।

অতশত বুঝি না ভাই। আমি মুর্খ মানুষ, যেমন লেগেছে তাই বললাম।

একটু বসবে কোথাও?

এতরাতে? না তাড়াতাড়ি বাড়ি চল। বেশ রাত হয়েছে। তোমার ভাইয়া....।

ভাইয়ার কাছে এ রাত এখন সন্ধে। বস না একটু। এ রকম জোছনায় তোমাকে কী ভাল দেখাচ্ছে। ঠিক যেন বনদেবী।

লিলি বিব্রত হল। না, বাড়ি যাব।

সেলিম হতাশ হল।

বেশ চল।

ওরা যখন বাড়ি ঢুকছে আলীম তখন ওদের পেছনে। তার পা টলছে। গলার স্বরে জড়তা। টেনে টেনে বলল, কে বাওয়া তোমরা? ও লিলি! আর উনি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর সেলিমকে চিনল আলীম। একটা হেঁচকি উঠল তার। সন্ধেবেলা ঘরে বসে না থেকে দেবরের সঙ্গে....ওক। ফাদার তো তোমাদের কড়ানাড়া শুনে দরজা খুলে সরে পড়লেন। তোমরা কেউ কি আমাকে একটু সিঁড়িটা দেখিয়ে দেবে? ওক....।

সেলিম চাপাস্বরে লিলিকে বলল, এই তোমার পতিদেবতা!

সেলিমের কথার পাত্তা দিল না লিলি। স্বামীকে সাহায্য করল।

ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল আলীম। জামা খোলেনি, জুতো খোলেনি। লিলি আজ স্বামীসেবা করল না। মনটা কেমন হয়ে আছে তার। আশ্চর্য ব্যাপার! ওই অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা!

লিলি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঘুমন্ত আলীমের দিকে। আস্তেধীরে জল জমল তার চোখে। তারপর এক সময় কেমন ক্রোধ হল। গভীর এক বিতৃষ্ণা জাগল। ঠোঁট কামড়ে ধরল লিলি। তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল আলীমের বুকে। পাগলের মতো মুখ ঘসতে লাগল বুকে।

নেশার ঘোরে আলীম বলল, কে বাওয়া?

তারপর পাশ ফিরল।

লিলির দুচোখ তখন জলে ভরে গেছে।

সেলিম বলল, কী করছ?

আলীমের রুমের উত্তর দিককার জানালার সামনে বেতের একটা চেয়ার পাতা। সেই চেয়ারে বসে উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে লিলি। এখন শেষ বিকেল। বেলা শেষের মনোরম আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে চারদিক। ঘরের ভেতর ছায়াময় পরিবেশ।

সেলিমের কথা শুনে চমকে মুখ ফেরাল লিলি। তুমি কখন এলে?

এইমাত্র।

আমি যে কিছু টের পেলাম না?

কী করে পাবে! তুমি তো ছিলে উদাস হয়ে।

উদাস হয়ে থাকলেও মানুষের পায়ের শব্দ মানুষ টের পায়।

আমারটা তাহলে পাওনি কেন?

লিলি হাসল। তুমি তো মানুষ নও।

সেলিম অবাক হল। আমি তাহলে কী?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেড়াল।

মানে?

মানে তুমি হচ্ছ বেড়াল। বেড়াল যখন হাঁটাচলা করে তখন তার পায়ে কোনও শব্দ হয় না।

সে তো বাঘেরও হয় না।

হ্যাঁ হাঁটাচলার সময়, শিকার ধরার সময় বাঘের পায়েও কোনও শব্দ হয় না।

আমাকে তাহলে বাঘই বল।

কেন?

আমিও বাঘের মতোই।

শিকার ধরতে বেরিয়েছ নাকি?

হ্যাঁ।

শিকারটা কোথায়?

আঙুল তুলে লিলিকে দেখাল সেলিম। এই যে!

লিলি কেমন চমকে উঠল, কেঁপে উঠল। কী বলছ সেলিম!

আলীম লিলির বিছানার এককোণে বসল সেলিম। ঠিকই বলছি। বাঘের মতো নিঃশব্দ পায়ে বহুদিন ধরে আমি তোমাকে অনুসরণ করছি।

কই আমি টের পাইনি তো!

কেন মিথ্যে বলছ!

মিথ্যে বলছি মানে?

টের তুমি ঠিকই পেয়েছ। এসব টের পেতে সময় লাগে না মেয়েদের। এসব ব্যাপারে অন্য একটা ইন্দ্রিয় কাজ করে মেয়েদের।

আমার করে না। আমি অত কিছু বুঝি না।

বাজে কথা বল না।

মোটেই বাজে কথা বলছি না।

বলছ।

কী করে বলছি বল।

বলব?

বল।

সত্যি বলব?

হ্যাঁ।

শুনতে তোমার ভাল লাগবে?

আজ হয়ত লাগব।

সেলিম একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ঠিকই বলছ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা বুঝল না লিলি। বলল, মানে?

মানে হচ্ছে আমারও মনে হয় ওসব কথা শুনতে আজ তোমার ভাল লাগবে। আজকের এই দিনটির জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করেছি আমি।

কতদিন?

তুমি এখানে আসার পর থেকেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। শুরু থেকেই নানা রকমভাবে তোমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছি আমি। প্রথমদিন তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল তুমি হচ্ছ রবীন্দ্রনাথের শ্যামা। তখন শ্যামা করছিলাম আমরা। তারপর থেকে রাতে ঘুম হত না আমার। কতদিন পা টিপে টিপে তোমার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। টুকটুক করে শব্দ করেছি দরজায়। ফিসফিস করে ডেকেছি তোমাকে। তুমি কখনও সাড়া দাওনি। আমি যে তোমাকে চাই, তোমাকে ডাকছি তুমি কখনও তা টেরই পাওনি।

কে বলেছে টের পাইনি?

আমি বলছি।

ঠিক বলছ না।

সেলিম অবাক হল। তার মানে টের তুমি পেতে?

হ্যাঁ।

তাহলে সাড়া দাওনি কেন?

ভয়ে।

কিসের ভয়?

তুমি জান ওই ধরনের পরিস্থিতিতে কিসের ভয় হয় মেয়েদের।

কিন্তু কোনও অসভ্য উদ্দেশ্যে তোমাকে আমি ডাকতাম না।

তাহলে কি জন্য ডাকতে?

কিছু একটা বলতে।

কী?

সেলিম উদাস গলায় বলল, আজ আর সে কথা বলে কী হবে?

লিলি আকুল গলায় বলল, বল না।

তুমি শুনতে চাও?

হ্যাঁ।

সত্যি শুনতে চাও?

সত্যি শুনতে চাই।

তোমাকে আমর খুব ভাল লাগত এই কথাটা তোমাকে আমি বলার জন্য ওভাবে ডাকতাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খানিক থেমে থেকে লিলি বলল, ভাল লাগতে বলছ! এখন লাগে না?

এখনও লাগে। নাহলে তোমাকে নিয়ে এত ফাইট করি কেন বাড়িতে। তোমাকে আমার অভিনয় দেখাবার এত আগ্রহ আমার হবে কেন? কেন এখনও রাত জেগে থাকি তোমার জন্য?

আমার জন্য রাত জেগে থাক?

হ্যাঁ।

কেন মিথ্যে কথা বলছ সেলিম?

একবর্ণও মিথ্যে বলছি না।

আমি কিন্তু তাহলে তোমার পরীক্ষা নেব।

নাও।

আমার জন্য তুমি যদি জেগেই থাকবে তাহলে বলতো কাল রাতে আমি কী করেছি?

আমি কিন্তু বলতে পারব।

বল না শুনি।

ভাইয়াকে শুইয়ে দেয়ার পর তুমি রোজ রাতে যেখানে যাও, মানে রান্নাঘরে, সেখানে যাওনি।

আমি তাহলে কোথায় গিয়েছি?

ছাদে।

কথাটা শুনে কেঁপে উঠল লিলি। চোখে পলক ফেলতে ভুলে গেল। কথা বলতে ভুলে গেল।

সেলিম বলল, আমি কি মিথ্যে বললাম?

লিলি আলতো গলায় বলল, না।

ফজরের আজান পর্যন্ত ছাদে ছিলে তুমি। তারপর নিচে নেমে এসেছ। রান্নাঘরে ঢুকে দিনের কাজ শুরু করেছ।

লিলি চুপ করে রইল।

সেলিম বলল, ঠিক বলেছি কিনা বল।

লিলি বলল, ঠিকই বলেছ।

ওভাবে কেন ছাদে গেলে তুমি?

আমার মনটা খুব খারাপ ছিল।

মন খারাপ তো তোমার বিয়ের পর থেকেই।

তা ঠিক।

স্বামী যদি স্ত্রীকে ছুঁয়ে না দেখে, দিনের পর দিন ওভাবে কেটে যায়, স্ত্রী বেচারির মন তো তাহলে খারাপ হবেই। তার ওপর স্বামীটি যদি হয় ঘোরতর মদ্যপ, নোংরা নারীতে অভ্যস্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপ কর সেলিম।

সেলিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আসলে ভুলটা আমারও হয়েছে।

কী ভুল?

তোমার বিয়ের আগে আমার ভাল লাগার কথাটা তোমাকে আমি জানালে পারতাম।

কী লাভ হত তাতে?

জীবনটা অন্যরকম হতে পারত তোমার।

কী রকম?

মেজভাইর জায়গায় হয়ত আমি থাকতাম।

না তা থাকতে না।

কেন?

বিয়েটা ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যে যার সঙ্গে বিয়ে আছে তার সঙ্গেই হবে।

ইচ্ছে করলে মানুষ তার ভাগ্য বদলাতে পারে।

লিলি কথা বলল না।

সেলিম বলল, একটা কথা তুমি কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করনি।

কী কথা?

তুমি একা একা সাররাত ছাদে বসে রইলে, সব জেনেশুনেও তোমার জন্য ছাদে যাইনি কেন আমি?

তাই তো! তোমার যা স্বভাব তাতে তো তোমার তাই করা উচিত ছিল।

একবার ভেবেছিলাম যাই। গিয়ে এই এখন তোমাকে যেসব কথা বলছি সেসব কথা বলি।

তাহলে গেলে না কেন?

নিজের কারণেই যাইনি।

মানে?

ওরকম নিঝুম রাত! ম্যাটম্যাটে জ্যোৎস্না আছে। ছাদে এই বয়সি দুজন মানুষ, আমি যদি তোমাকে খুব নিবিড় করে পেতে চাই!

চাপা গলায় হাহাকার করে উঠল লিলি। না না তা হয় না। আমি তোমার ভাইর বউ। ভাবী।

সেলিম হাসল। ভাইর বউ। ভাবী। হ্যাঁ এক অর্থে তা অবশ্য ঠিক। তবে সত্যিকার অর্থে তুমি এখনও এক কুমারি নারী। যাহোক যদি ভাবী বা ওই ব্যাপারটিকে বড় করে দেখ তাহলে যতকথা এতক্ষণ তোমার সঙ্গে আমি বললাম তার সবই অন্যায় বলা হয়েছে। পাপ হয়েছে। যেমন তোমার তেমন আমার। ভাইর স্ত্রীকে নিজের ভাল লাগার কথা বলেছি আমি, ভাইর স্ত্রীও কোনও প্রতিবাদ না করে শুনে গেছে। দোষ দুজনেরই হয়েছে।

www.BanglaBook.org

লিলি চুপ করে রইল।

সেলিম আচমকা বলল, আমি যে এক সময় বললাম আমার সব কথা শুনতেই আজ তোমার ভাল লাগবে তুমি যে কথাটার কোনও প্রতিবাদ করলে না?

লিলি তবু কথা বলল না। লিলি চুপ করে রইল।

সেলিম বলল, কথাটা কিন্তু আমি জেনে বুঝেই বলেছি।

এবার কথা বলল লিলি। কী জেনেছ তুমি? কী বুঝেছ?

আমি জেনেছি তোমার মন এখন খুবই বিক্ষিপ্ত। আমি বুঝেছি শুধু আমি নই যে কোনও পুরুষই এখন তোমাকে অন্যমনস্ক করে তুলতে পারে।

না এটা ঠিক নয়। যে কোনও পুরুষ পারে না।

আমি পারি?

পার না, পেরেছ।

মানে?

মানেটা আর নইবা জানলে।

লিলি আবার আনমনা হল। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেলিম বলল, এখন তাহলে কী করবে?

লিলি উদাস গলায় বলল, কী করব?

আমার যা জানার আমি তা জেনেছি, আমার যা বোঝার আমি তা বুঝেছি।

আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সেলিমের দিকে তাকাল লিলি। অপলক চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট গলায় বলল, যা জেনেছ বা বুঝেছ আমাকে পরিস্কার করে বল।

আমি বুঝেছি এই স্বামীর ঘর তুমি আর করতে চাইছ না। এই পরিবেশে তুমি আর থাকতে চাইছ না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু স্বামীর ঘর ছাড়া বা এই পরিবেশ ভাঙা কী করে সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

তার মানে আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারছ না।

তুমি তো আসলে পরিস্কার করে কিছু বলনি।

বলতে বাকিই বা রাখলাম কোথায়?

রেখেছ।

কোথায় রেখেছি?

ভেবে দেখ।

আমি তো বললাম তোমাকে আমার ভালা লাগত, এখনও লাগে।

রাস্তাঘাটে দেখা কত মানুষকেও তো মানুষের ভাল লাগে, শুধুমাত্র ভাল লাগার ওপর নির্ভর করা যায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে কিসের ওপর নির্ভর করা যায়?

ভালবাসার ওপর।

লিলির মত করে সেলিমও তাকাল লিলির চোখের দিকে। অপলক চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি।

লিলি মৃদু হাসল। কথাটা তোমার মনের কথা নয়।

কী বলছ তুমি?

হ্যাঁ। মনের কথা হলে আগেই তুমি আমাকে বলতে।

বলার পরিবেশ কখনও তৈরি হয়নি।

আজ হয়েছিল।

এজন্যই তো আজ বললাম।

না তুমি বলনি। আমি অনেকটা জোর করে তোমকে দিয়ে বলালাম।

যাই হোক কথাটা সত্য।

কী করে বিশ্বেস করি?

পরীক্ষা নাও।

কী পরীক্ষা নেব?

তা তুমি জান।

ভালবাসার মানুষের জন্য মানুষ সব করতে পারে।

হ্যাঁ।

তুমি আমার জন্য সব করতে পারবে?

বলে দেখ পারি কিনা।

লিলি আচমকা বলল, চল তুমি আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

সেলিম একটু থতমত খেল। তারপর বলল, কথাটা কি তুমি মন থেকে বলেছ?

লিলি গম্ভীর গলায় বলল, কী মনে হয় তোমার?

প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন নয়।

আমি মন থেকেই বলেছি।

আমার মনে হয় না।

কেন?

এত সরাসরি কোনও মেয়ে বলে?

বলবে না কেন? বলে। মানুষের জীবনে এমন সময়ও আসে যখন সব কথাই সরাসরি বলতে হয়।

আমি জানতাম মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

কথাটা সবার ক্ষেত্রে ঠিক নয়।

এবার সেলিম হাসল। তুমি যে আসলেই আমার পরীক্ষা নিচ্ছ আমি তা বুঝতে পারছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝতেই যদি পার পরীক্ষাটা তাহলে দাও।

আমি রাজি।

চল তাহলে।

কোথায় যাবে?

সে তুমি জান।

কিন্তু এদিকে কী করবে?

এদিকে মানে?

বাড়িতে।

বাড়িতে আমার কী করার আছে?

না মানে আমি বলতে চাইছি তুমি তো একজনের বিবাহিতা স্ত্রী।

তাতে কী হয়েছে?

এভাবে যে পালিয়ে যাবে, আইনি সমস্যা আছে তো।

কী রকম?

একটি অবিবাহিতা মেয়ে সেভাবে পালাতে পারে তুমি সেভাবে পার না। অবিবাহিতা মেয়ে যদি ম্যাচিউর হয়, মানে সাবালিকা, তাহলে সে তার পছন্দ মতো যে কাউকে বিয়ে করতে পারে। আইন তার পক্ষে থাকে।

আমাকে এসব বোঝাবার চেষ্টা করো না। এসব বোকা বোকা কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

শোন, কোনও বাড়ির বউ যদি স্বামী বাড়িতে থাকার পরও দেবরের সঙ্গে পালিয়ে যায়, স্বামীরা সাধারণত সেই বউটিকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে না। ডিভোর্স করে দেয়। অথবা মেয়েটিই তার স্বামীকে ডিভোর্স করে দেবরটিকে বিয়ে করে।

তারপর একটু থেমে লিলি বলল, তুমি আমার কথায় রাজি আছ কিনা বল। অন্য কিছু বোঝাবার চেষ্টা করো না।

সেলিম বলল, আমি রাজি।

তাহলে কোথায় যাবে ঠিক কর। কবে যাবে ঠিক কর।

তুমি বল।

না এটা তুমি বলবে। কারণ তোমাকে অনেক কিছু ম্যানেজ করে যেতে হবে।

মানে?

তোমার চাকরির ওখানটা ম্যানেজ করতে হবে, টাকা পয়সা ম্যানেজ করতে হবে।

টাকা পয়সা ম্যানেজ করবার কিছু নেই। টাকা পয়সা ভালই আছে ব্যাঙ্কে। তুলে নিলেই হবে। আমি ভাবছি অন্য কথা।

কী কথা?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালিয়ে যাওয়ার পর কী করব?

মানে?

মানে যেখানে পালিয়ে যাব সেখানে তো আর চিরকাল থাকা যাবে না। ফিরে আসতে হবে।

কোথায় ফিরে আসতে হবে। এই বাড়িতে?

আরে না। ভাইয়ের বউ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর, যে বাড়িতে সেই ভাই আছে সেখানে কি আর ফিরে আসা যায়, না ফিরে আসা সম্ভব!

তাহলে কোথায় ফিরে আসার কথা বলছ তুমি?

পরিচিত জায়গায়। আগের চাকরিতে। এসে অন্য বাড়ি ভাড়া করে তোমাকে নিয়ে সংসার করলাম আর আগের চাকরিটা করলাম। যদিও প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে, লোকে নানা রকম কথা বলাবলি করবে, আবার এক সময় সব ঠিকও হয়ে যাবে।

কিন্তু ফিরে না এলে কী হয়?

তাহলে জীবন চলবে কী করে? চাকরি বাকরি না করলে খাব কী?

যেখানে গেলে সেখানে কিছু একটা করলে।

কী করব?

চাকরি কিংবা ব্যবসা।

অচেনা জায়গায় চাকরি পাওয়া এত সহজ নয়।

তাহলে ব্যবসা করবে?

ব্যবসা করতে টাকা লাগবে না?

তুমি যে বললে ব্যাংকে টাকা আছে তোমার।

ওই টাকায় কি ব্যবসা হবে?

প্রথমে ছোট করে শুরু করবে।

সেলিম একটু চুপ করে থেকে বলল, ওসব পরে ভাবা যাবে।

লিলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, এখন তাহলে কী ভাববে?

কবে যাব, কোথায় যাব এসব।

ঠিক আছে, ভাব।

তুমি রাগ করলে?

না তো।

আমি তাহলে অন্য কিছু কথা বলব।

বল।

না পালিয়ে অন্য রকমভাবে কোথাও যাওয়া যায় নাকি?

কীভাবে?

বাড়িতে বলে কয়ে।

মানে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানে বাড়ির সবাইকে বলে যদি তুমি আমি কোথাও কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে যাই।
চোখে পর পর কয়েকটি পলক ফেলল লিলি। কী বলছ সেলিম?
সেলিম হাসল। হ্যাঁ।
তা কী করে সম্ভব?
তুমি আগে আমার প্ল্যানটা শোন তারপর যা বলার বল।
ঠিক আছে বল।
তুমি আমি দুজনেই বাড়িতে বলি যে আমরা চিটাগাং কিংবা কক্সবাজার বেড়াতে যেতে চাই।
লিলি একটু রাগল। কী যে বোকার মতো কথা বল তুমি? তুমি আমি বললাম আর বাড়ির লোক এই বয়সী দেবর ভাবীকে কয়েকদিনের জন্য একা একা ছেড়ে দিল!
দিতে পারে। কারণ আমাদের বাড়িটা স্বাভাবিক বাড়ি নয়। তোমার স্বামীকে তুমি যেমন চেন, আমার ভাইকে আমি তেমন চিনি। সব শুনে সে অতি আনন্দে রাজি হবে।
সে হয়ত হবে।
তাহলে আর সমস্যা কী?
সমস্যা হচ্ছে তোমা বাবা, বড়ভাই ভাবী। কথাটা একবার উঠলেই তোমার আমার সম্পর্কটা ধরে ফেলবেন ভাবী। পালান তো হবেই না উল্টো কেলেংকারি হবে।
ঠিকই বলেছ।
তাছাড়া ওভাবে বলে কয়ে গিয়েও তো আমাদের কোনও লাভ হচ্ছে না।
কেন লাভ হবে না কেন?
আমরা তো আর এখানে ফিরে আসছি না। ফিরেই যখন আসব না তখন আর অত নাটক করবার দরকার কী। আর যদি ফিরে আসা যায়ও তাতেই বা আমাদের লাভ কী? ফিরে এসে তো বাপ ভাইকে বলে স্বাভাবিক মানুষের মতো আমাকে তুমি বিয়ে করতে পারছ না।
তা ঠিক।
লিলি একটু নড়েচড়ে বসল।
বাইরে তখন দিনের আলো প্রায় মুছে গেছে। ঘরের ভেতর বেশ অন্ধকার। ওরা দুজন দুজনার মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না।
তারপর লিলি এক সময় বলল, বল তাহলে কবে যাবে?
সেলিম সঙ্গে সঙ্গে বলল, গেলে এই বৃহস্পতিবার যাব।
কেন বৃহস্পতিবার কেন?
কারণ আছে।
কারণটা বল।
তার আগে জানতে চাও কোথায় যাব।
বল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বপ্নদ্বীপ।

স্বপ্নদ্বীপটা আবার কোথায়?

বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে।

ফাজলামো করো না সেলিম।

মোটেই ফাজলামো করছি না আমি। আসলেই বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে একটি দ্বীপ আছে সে দ্বীপের নাম স্বপ্নদ্বীপ। বেশ বড় দ্বীপ। অনেক লোকজন আছে দ্বীপে। এই দ্বীপকে ঘেরাও করে রেখেছে আরও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

হঠাৎ ওখানে যেতে চাইছ কেন?

একেবারেই অচেনা জায়গা বলে।

এমন অনেক অচেনা জায়গা বাংলাদেশে আছে।

তা থাক। আমি তোমাকে নিয়ে ওই দ্বীপেই যাব।

কেন?

নামটা কী রোমান্টিক ভেবে দেখ। স্বপ্নদ্বীপ। পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমিক প্রেমিকার তো ওই দ্বীপেই প্রেম করতে যাওয়া উচিত। নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে যাবে স্বপ্নদ্বীপে।

সেলিমের কথা শুনতে শুনতে স্বপ্নের মতো কী রকম একটা ঘোর লেগে গেল লিলির। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় সে বলল, ঠিকই বলেছ তুমি। ওই দ্বীপেই যাব আমরা। কিন্তু যাওয়ার ব্যবস্থা কী? কেমন করে যাওয়া যায়?

জাহাজে করে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। চিটাগাং থেকে জাহাজ ছাড়বে। চিটাগাং থেকে ওই জাহাজে আটঘণ্টা লাগে স্বপ্নদ্বীপ যেতে। বৃহস্পতিবার যেতে চাইছি এজন্য যে চিটাগাং থেকে ওই জাহাজ স্বপ্নদ্বীপ যায় মাসে দুবার। মাসের প্রথম শনিবার আর তৃতীয় শনিবার। এই শনিবার জাহাজ আছে। বৃহস্পতিবার এখান থেকে ঢাকায় যাব আমরা। ঢাকা থেকে রাতের ট্রেনে যাব চিটাগাং। চিটাগাং গিয়ে পৌঁছাব শুক্রবার। একটা দিন ওখানে রেস্ট নিয়ে শনিবার জাহাজে চড়ব।

অন্ধকারে সেলিমের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না লিলি। তবু সেলিমের কথা শুনে এমন লাগল তার, খুব ইচ্ছে করল সেলিমের হাতটা একটু ধরে সে।

কিন্তু ধরল না লিলি। চুপচাপ বসে রইল।

সেলিম বলল, কথা বলছ না কেন?

লিলি আস্তে করে বলল, কী বলব?

আমি তাহলে ব্যবস্থা করব?

কর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকালবেলা আলীম একেবারে অন্য মানুষ।

চুপচাপ, গম্ভীর ধরনের। ঘুম ভাঙার পর প্রায় নিঃশব্দে সে তার সকালবেলার কাজগুলো সারে। সেই ফাঁকে লিলি তার নাশতা সাজিয়ে দেয়। নিজের ঘর বসে একা একা নাশতা খায় আলীম। তারপর অফিসের পোশাক পরে বেরিয়ে যায়। লিলির দিকে সে ফিরেও তাকায় না। লিলির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেলে তার হয়ই না।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটি একটু অন্যরকম হল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের বিছানায় আসনপিঁড়ি করে বসেছে আলীম। সামনে নাশতা। নাশতা মানে রুটি সবজি আর চা। যখন মুখে দিতে যাবে লিলি এসে তার সামনে দাঁড়াল।

চোখ তুলে একবার লিলির দিকে তাকাল আলীম। তারপর নাশতা খেতে শুরু করল।

পুরনো আমলের পালঙ্কের মশারির ট্যান্ড ধরে দাঁড়াল লিলি। মৃদু গলায় বলল, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় আলীম অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। সুন্দর ভাষায় নরম স্বরে কথা বলে। এখনও বলল। তবে একটু ঠাট্টার সুরে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কথা থাকলে তো বলা উচিত।

আমিও বলতে চাই।

বল।

কী অপরাধ ছিল আমার?

কথাটা বুঝতে পারল না আলীম। চোখ তুলে লিলির দিকে তাকাল। মানে কী কথাটার?

যে জীবন আমরা কাটাচ্ছি এটা কি স্বামী স্ত্রীর জীবন?

স্বামী স্ত্রীর জীবন নয় কেন? আমাদের বিয়ে হয়েছে কয়েক বছর হল। এক বাড়িতে এক ঘরে এক বিছানায় ঘুমোচ্ছি আমরা। শাড়ি গয়না খাওয়া দাওয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সবই পাচ্ছ তুমি। বাবা তোমাকে বউমা বলে ডাকেন, বড়ভাই ভাবী ডাকেন নাম ধরে। তাদের ছেলেমেয়েরা ডাকছে চাচী বলে। তোমার সাধের দেবরটি ডাকছে ভাবী বলে। সিনেমা থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি, এসবই তো আমার জন্য। আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে এরকম জীবন হত তোমার? বল?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলীমের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে রাগে গা জ্বলে গেল লিলির। তবু নিজেকে সামলাল সে। ধীর শান্ত গলায় বলল, আমি আসলে এই জীবনের কথা বলিনি।

তাহলে কোন জীবনের কথা বলেছ?

যে জীবনের কথা বলেছি তুমি তা বুঝেছ। বুঝেও কেন না বোঝার ভান করছ?

তুমিই বা বুঝে কেন না বোঝার ভান করছ!

কী?

হ্যাঁ।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

শুরু থেকেই, মানে বাসররাত থেকেই তোমার বোঝা উচিত ছিল স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক জীবন বলতে যা বোঝায় তা এই জীবনে কখনও তোমার সঙ্গে আমার হবে না।

কেন হবে না?

এতদিন পর একথার উত্তর দিতে হবে?

হ্যাঁ দিতে হবে।

কেন?

বিষয়টি নিয়ে আজই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কথা। হয়ত আজই শেষ কথা।

বাহ বেশ নাটকের ডয়লগের মতো বললে। দেবরের সঙ্গে তুমিও কি আজকাল নাটক করছ নাকি?

আমি কী করছি না করছি ওসব তোমার জানবার দরকার নেই। আমি যা জানতে চাইছি তাই বল।

নাশতা শেষ করে চায়ে চুমুক দিল আলীম। দেখ, সব জেনেশুনেও কেন তুমি আজ এসব জানতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না। তবুও বলি, মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ নই। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ততক্ষণ আমি বেশ স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু দিনের আলো নিভে যাওয়ার পর আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অন্য একজন মানুষ। যে মানুষের জীবনাচরণ অন্যরকম। ভদ্রলোকরা যাকে নোংরা কিংবা অশ্লীল জীবন বলে।

বিয়ের পর ইচ্ছে করলে এই জীবনটা তুমি বদলাতে পারতে।

না পারতাম না।

নিশ্চয় পারতে। মানুষ পারে না এমন কোনও কাজ এই পৃথিবীতে নেই।

এইসব বই পুস্তকে লেখা থাকে। নাটকে সিনেমায় দেখান হয় কিন্তু বাস্তব জীবনে হয় না।

বই পুস্তকে কখনও মিথ্যে কথা লেখা হয় না।

আমি তা বলিনি।

তাহলে কী বলেছ তুমি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বই পুস্তকে সত্য কথাই লেখা হয় কিন্তু সব মানুষ বই পুস্তকের মতো হয় না।
অমন হতে অবশ্য চেষ্টা করতে হয়।
কেমন হতে?
মানে নিজেকে বদলাতে চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করলে খুনীও সাধু হতে পারে। শয়তানও ফেরেশতা হতে পারে।
তা হয়ত পারে।
তাহলে তুমি পারনি কেন?
কী করে পারব! আমি তো কখনও চেষ্টাই করিনি।
কেন করনি?
সন্ধ্যার পরের ওই জীবনটা আমার খুব ভাল লাগে। ওই জীবনটা আমি কখনও ছাড়তে চাই না।
তাহলে যে আমাকে তোমার ছাড়তে হবে।
আলীম যেন ছোটখাট একটা ধাক্কা খেল। মানে?
এইভাবে কোনও মেয়ের জীবন চলে না।
এভাবে জীবন চালাতে তোমাকে কে বলেছে?
মানে?
এতদিন ধরে এভাবে তুমি আছ কেন? এই যে আজ ছাড়াছাড়ির কথা বলছ এটা আরও আগে বলনি কেন?
আগে ভাবিনি।
কেন ভাবনি?
মনে হয়েছিল তুমি এক সময় ঠিক হয়ে যাবে। আমার দিকে মুখ ফেরাবে। যখন দেখলাম ফেরালে না তখন আর কী করার আছে আমার।
আসলে সন্ধ্যার পরের জীবন আমার এক তীব্র নেশা। হিরোইনের নেশার চেয়েও তীব্র নেশা। ওই নেশা ছেড়ে আমি বাঁচব না। ওই নেশার মধ্যে থেকেই জীবনটা কাটিয়ে যেতে চাই আমি। ওই নেশার মধ্যে থেকেই মরে যেতে চাই।
তাহলে আমাকে তুমি ছেড়ে দিতে?
কেন তোমাকে আমি ছাড়ব? তুমি তো আমার কোনও ক্ষতি করনি। তাছাড়া তোমাকে তো সত্যিকার অর্থে আমি ধরেও রাখিনি।
রেখেছ।
কীভাবে?
আমি তোমার স্ত্রী।
তাতে কী হয়েছে?
স্বামী স্ত্রীর বন্ধন নামে অদৃশ্য একটা বন্ধন আমাদের মধ্যে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওটা নামে মাত্র। যে কোনও সময় ইচ্ছে করলে ভেঙে দেয়া যায়।

ভাঙনি কেন?

ওই যে বললাম তোমাকে নিয়ে আমি তো আসলে ভাবিই না। তোমার থাকা না থাকায় আমার কিছু এসে যায় না। থাকলে অবশ্য একটু সুবিধে আছে। খাওয়া দাওয়া টাইমলি পাওয়া যায়। চা নাশতা পাওয়া যায়। ধোয়া কাপড় চোপড়, পরিস্কার বিছানা পাওয়া যায়। না থাকলে এসব ক্ষেত্রে সামান্য অসুবিধা আমার হত। তবে ওটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। চাকর বাকর দিয়েও এসব আজ করিয়ে নেয়া যায়।

আলীম নির্বিকার ভঙ্গিতে উঠল। অফিসের পোশাক পরল। ছেড়ে দেয়ার প্রসঙ্গে যখন কথা বললে তখন এতকথা না বলে পরিস্কার করে বল তুমি আসলে কী বলতে চাও?

কথা বলতে বলতে রাগে দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল লিলির। চোখ ফেটে যাচ্ছিল ক্রোধের কান্নায়। তবু নিজেকে সামলে রেখেছে সে।

এখনও রাখল। রেখে শীতল গম্ভীর গলায় বলল, এই বাড়িতে আমি আর থাকতে চাইছি না।

আলীম নির্বিকার গলায় বলল, কোথায় যেতে চাও?

তা জেনে তোমার লাভ?

ঠিক বলেছ। আমার কোনও লাভ কিংবা লোকসান নেই। আমার কী করতে হবে বল।

কিছুই করতে হবে না।

কবে যেতে চাও তুমি?

তাও তোমার জানবার দরকার নেই।

তাহলে আর কথা কী! যাই আমি।

আর একটা কথা!

বল।

কাগজপত্রে আমি তোমার স্ত্রী....।

আমি বুঝেছি। এখান থেকে হোক বা অন্য কোথাও থেকে হোক তুমি ডিভোর্স চাইলে আমি সঙ্গে সঙ্গে করে দেব।

দরজার দিকে পা বাড়াল আলীম। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল। তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

বল।

নিজের কিছু টাকা পয়সা আমার আছে। তুমি চাইলে আমি তোমাকে দিতে পারি। তবে খুব বেশি না। হাজার বিশেক।

কেন এই টাকাটা তুমি আমাকে দিতে চাইছ?

কোনও কারণ নেই।

এমনি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনি।

নাকি ক্ষতিপূরণ?

কিসের ক্ষতিপূরণ? আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি।

লিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তুমি যে আমার কী ক্ষতি করেছ সে তুমি বুঝবে না।

বুঝতে আমি চাইও না। টাকাটা ঘরেই আছে। ওই আলমারিতে। প্রয়োজন হলে তুমি নিও।

আলীম আর দাঁড়াল না।

আলীম চলে যাওয়ার পর বিছানায় লুটিয়ে পড়ল লিলি! অনেকক্ষণ কাঁদল।

আশ্চর্য! মানুষ এমনও হয়।

বিশাল চত্বর জুড়ে জাহাজ। জাহাজের নাম বাংলার মুখ। জেটি থেকে জাহাজের ডেক পর্যন্ত খাজকাটা দীর্ঘ সিঁড়ি। এই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে কুলির দল সার বেধে ওপরে উঠছে। একজন কুলি এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। কুলি লাগাবে সাহেব।

সেলিম বলল, হ্যাঁ।

ডেক থেকে জাহাজের ভেতর নামার সিঁড়ি অত্যন্ত সরু আর খাড়া। একজন নামলে আরেকজনের উঠে আসা কঠিন। কুলিটির শরীরে অদ্ভুত ব্যালেন্স। ভিড় কাটিয়ে নিচে নামল সে।

প্যাসেজটাও সরু কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার। আবার সিঁড়ি। কধাপ পাক খেয়ে ওপরে উঠে গেছে।

দোতলায়ও লম্বা প্যাসেজ। দুপাশে কেবিন। প্রতিটি কেবিনের দরজায় নম্বর লাগান। টিকিটের সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে দরজা খুলে দিল স্টুয়ার্ট। ওরা ভেতরে ঢুকল।

কেবিন দেখে লিলি একেবারে মুগ্ধ।

ইস কী সুন্দর!

একদিকে খাট অন্যদিকে ওয়্যারড্রোব ড্রসিংটেবিল চেয়ার। মেঝে আর দেয়ালের রঙ ঝকঝকে শাদা। চৌকোণা কাঁচের ফোকর আছে একটা। সেই ফোকর দিয়ে তাকালে সমুদ্র দেখা যায় স্পষ্ট।

লিলি তাকিয়ে রইল।

সেলিম তখন বিছানায় শুয়ে ক্লান্তি দূর করছিল।

লিলি এক সময় বলল, আমি একটু ঘুরে আসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেলিম বলল, যেতে পার কিন্তু কেবিন নম্বরটা মনে রেখ। এ কিন্তু গোলক ধাঁধা। সব কেবিনই এক রকম। সব কেবিনই সমান। উলটো পালটা কেবিনে ঢুকে পড় না।

জাহাজ ছাড়তে যে এত দেরি হবে ভাবা যায়নি। ভাটা শুরু হয়ে গেছে, জোয়ার আসতে আরও ছঘন্টা। সুতরাং এ ছঘন্টা জাহাজ অচল। জোয়ার এলে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবেন ক্যাপ্টেন।

যাত্রীরা কেবিনে ফিরে আসার পর মাইক্রোফোনে ঘোষণা শোনা গেল। যাত্রীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, খাবার তৈরি আছে। তারা যেন ডাইনিং হলে চলে আসেন।

ছিমছাম ডাইনিং হল। ফোমের চেয়ার, সুন্দর টেবিল। দেখতে দেখতে ভরে গেল হল। কিছুলোক অপেক্ষা করছে পরের ব্যাচের জন্যে। চুড়োকরা ন্যাপকিন পানির গ্লাস লবণ কাঁচা মরিচের পট, সসের বোতল। স্লাইস করা পাউরুটি আর মাংসের বাটি। ডিসভর্তি নানারকম ফল, আঙুর নাসপাতি আপেল কলা। চা কফিও আছে। মাইকে সুন্দর মিউজিক বাজছিল।

জাহাজ ছাড়ল শেষ বিকেলে। জাহাজ ছাড়ার পর ডেকে এল ওরা। এখন ডিসেম্বরের শুরু। তবে ঠান্ডা তেমন লাগছে না। হু হু করা বাতাস বইছে। শাড়ি ঠিক রাখা যায় না। লিলির গায়ে শাল আছে। সেলিমের গায়ে হালকা সোয়েটার। ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন যে দিনের আলো মুছে গেল, কখন যে রাত হয়ে গেল লিলি তার টেরই পেল না। এক সময় তার কেবল মনে হল রাতের সমুদ্রে ওরা যেন চলেছে অনন্তের দিকে। চারদিকে দিকচিহ্নহীন জলরাশি। চারদিকে শুধু ফেনার শাদা মুকুট। জাহাজ চলছে জল কেটে কেটে।

লিলি এক সময় আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ভর্তি অসংখ্য তারা। ধ্রুবতারা কোনটি? জাহাজ কি নক্ষত্রের পথ চিনে চলেছে?

তারপর হঠাৎই লিলি কেমন শিউরে উঠল। সেলিমের হাত চেপে ধরল।

সেলিম বলল, কী হল?

কেবিনে চল। আমার শীত করছে।

কেবিনে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিল সেলিম।

ইঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া এখন আর কোনও শব্দ নেই। সমুদ্রের মৃদু শ্বাসানি অবশ্য ছিল। জাহাজ মৃদু মৃদু দুলছিল। লিলির মনে হল তাদের কামরাটা একটু যেন বেশি দুলছে। সমুদ্রের শ্বাসের সঙ্গে আরও একটা শ্বাসের ধ্বনি তার কানে এল।

সেলিম শুয়ে পড়েছে। কিন্তু লিলি শোয়নি। সেলিমের পাশে, কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

আলতো করে লিলির কোলে একটা হাত রাখল সেলিম। কী হল?

আনমনা গলায় লিলি বলল, কী?

শোবে না?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না।

কেন?

আজই তোমার পাশে শুতে আমি চাই না।

সেলিম খুবই অবাক হল। কী বলছ লিলি?

ঠিকই বলছি।

কিন্তু এর কোনও মানে নেই।

মানে থাকবে না কেন?

কী মানে আছে বল।

এখনও তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

তাতে কী হয়েছে?

বিয়ে না করে তোমার পাশে আমি শোব কেন?

সেলিম একটু রাগল। আমার সঙ্গে ঘর ছাড়তে পেরেছ, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যাচ্ছ অচেনা এক দ্বীপে, এক কেবিনে অন্ধকার বিছানায় আছি আমরা। লিলি, তোমার আচরণের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

লিলি মৃদু হাসল। বোঝার দরকার নেই। ঘুমোও।

তুমি ঘুমোবে না?

না।

সারারাত এভাবে জেগে বসে থাকবে?

হ্যাঁ।

তারচে শুয়ে পড়। আমরা দুজনেই ম্যাচিউর মানুষ। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করব না আমি।

তোমাকে আমি বিশ্বেস করি কী করে?

আশ্চর্য মেয়ে তো তুমি! এতকিছুর পরও বলছ আমাকে তুমি বিশ্বেস করবে কী করে? বিশ্বেসই যদি না কর তাহলে আমার সঙ্গে তুমি এলে কী করে?

সেলিমের মাথায় একটা হাত রাখল লিলি। শোন, তোমার সঙ্গে আমি পথে বেরিয়েছি তোমাকে পাওয়ার জন্য। ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্নের মধ্যে আছে একজন রাজপুত্র। প্রায়ই সেই রাজপুত্রের স্বপ্ন আমি দেখেছি। জেগে, ঘুমিয়ে। তোমার ভাইর সঙ্গে যেদিন আমার বিয়ে হল, বাসর ঘরে কনে সেজে বসে আছি, আমার মনে হল আমি সেই রাজপুত্রের জন্য অপেক্ষা করছি। এখুনি আসবে আমার স্বপ্নের রাজপুত্র। এসে আমার চোখে চোখ রেখে দাঁড়াবে। আমাকে ছোঁবে, আদর করবে। সেই রাজপুত্রের আদরে আদরে কেটে যাবে আমার রাত। আমার নারীজন্ম সার্থক হবে। কিন্তু সেই রাজপুত্র এল না। এল একজন মাতাল।

সেলিম একটু চমকাল। বিয়ের রাতেও মদ খেয়েছিল ভাইয়া?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ।

কোথায় খেল? কীভাবে খেল?

তা আমি কী করে বলব!

একটু থামল লিলি। তারপর বলল, মাতাল হয়ে ঘরে ঢুকেই বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সে। সারারাত আর কোনও খবর নেই। আমি তার পাশে বসে রইলাম। চোখের জলে বুক ভেসে গেল আমার। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসা স্বপ্নটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তোমাদের বাড়িতে যতদিন ছিলাম ওই স্বপ্ন আমি আর কখনও দেখিনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ঘর ছাড়ার পর থেকেই সেই স্বপ্নটা আমি আবার দেখছি। তুমি আমার সেই স্বপ্নের রাজপুত্র যেন। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। তুমি আসবে। কিন্তু এভাবে নয়। আমাদের বিয়ে হবে। বাসর ঘরে তোমার অপেক্ষায় কনে সেজে বসে থাকব আমি। তুমি এসে আমার স্বপ্ন পূরণ করবে। একটা কথা তুমি সেদিন ঠিকই বলেছ। বিয়ে হওয়ার পরও আমি এখনও সম্পূর্ণ কুমারি। আমার নারী জন্মের সবচে মুল্যবান বস্তু মন এবং শরীর একত্রে তোমাকে উপহার দেব আমি। তুমি তেমন করে এস।

সেলিম কোনও কথা বলল না। সেলিম চুপ করে রইল।

বাইরে তখন রাতের সমুদ্র উত্তাল হয়েছে জলস্রোতে, হাওয়ায়।

ভোর যে এত সুন্দর লিলি আগে কখনও দেখেনি।

থালার মত গোল লাল সূর্য সমুদ্রের বুক থেকে ছিটকে ওঠে যেন আটকে গেল আকাশে। সমুদ্রের পানি ঝলমল করে উঠল সূর্যের প্রথম আলোয়। নীল জলে আশ্চর্য রকম রঙের খেলা শুরু হল।

লিলি বিস্ময়ে অভিভূত। চোখ বড় বড় করে আকাশ আর সমুদ্র দেখছিল। হাওয়ায় চুল উড়ছিল লিলির। চুলে হাত দিল সে। আর তখুনি সেলিমের চোখ পড়ল তার নাকফুলের দিকে।

সেলিম বলল, আরে নাকফুল কই তোমার? খুলে ফেলেছ নাকি?

লিলি বলল, হ্যাঁ।

নাকফুল ছাড়াও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।

আস্তে বল। পাশে লোক আছে।

লিলি একটু সরে গেল। সেলিমও সরে এল। আবার তাকাল লিলির দিকে। বাস্তবিকই লিলি অসাধারণ সুন্দরী। কী ভরাট শরীর তার! তাকিয়ে থাকলে ঘোর লেগে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোরে গোসল করা লিলির অভ্যেস। বাড়িতে দেখেছে সেলিম। এই জাহাজে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা বাথরুম আছে। ঠান্ডা ও গরম দুরকম জলেরই ব্যবস্থা আছে। গোসলের সময় কি কপালের টিপও তুলে ফেলেছিল লিলি? তাই হবে। এখন ওকে চমৎকার দেখাচ্ছে। অবিবাহিতা টগবগে এক সুন্দরী যুবতী যেন।

সেলিমের চোখে ক্রমশ মুগ্ধতা নামছিল। ওকে নিয়ে বাড়ি ছাড়া ভুল হয়নি।

সেলিমের মতো মুগ্ধতা ছিল পাশের যুবক যাত্রীটির চোখেও। সে গত রাতেও লিলিকে দেখেছে। তখন নাকফুল ছিল লিলির। ওরা নিশ্চয় স্বামী স্ত্রী। কিন্তু কথাবার্তা কেমন সন্দেহজনক। ওদের সম্পর্কটা আসলে কী?

যুবক যদিও পুলিশ বিভাগে কাজ করে না এবং ওদের অভিভাবকও নয় তবু যেন কৌতূহল উঁকি দিচ্ছে তার মনে। মেয়েটি যথার্থ সুন্দরী, অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব, সজীব নারীমূর্তি একখানা। নিজে একজন শিল্পী বলেই যুবকের এসব মনে হচ্ছে।

সে আবার তাকাল। বাইশ তেইশের বেশি বয়স হবে না যুবতীর। শ্যামলা রঙের সঙ্গে লাবণ্য মিশে আশ্চর্য এক মাধুর্য জমেছে মুখে। ঘন কালো চুল সম্ভবত পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে। বাতাসে শাড়ির ভাজ আলগা হবার পর একবার মাত্র দেখা গেছে কোমর ছাপিয়ে নেমেছে চুলের গোছা। এত চুল সচরাচর দেখা যায় না।

ঠিক তখুনি কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল। ডলফিন, ডলফিন।

কই, কই!

লিলি উদগ্রীব হয়ে জলের দিকে ঝুঁকল।

ওই ঝাঁক বেঁধে চলেছে।

নিজের অজান্তেই সেই যুবকের পাশে এসে দাঁড়াল লিলি। সত্যি ডলফিন! পেটে পিঠে পাখনা আছে ডলফিনদের। লম্বাটে শরীর, ঝাঁক বেঁধে চলেছে জাহাজের আগে আগে। পাশাপাশি কয়েকটা। স্বচ্ছ সমুদ্র জলে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে তাদের চলাফেরা।

লিলির দিকে তাকিয়ে যুবক বলল, জানেন ডলফিন দেখলে জাহাজের ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি ফোটে। স্বস্তি পায় ক্যাপ্টেন। সামনে জলের তলায় যে কোনও বিপদ নেই তারই ইঙ্গিত বহন করে ডলফিনের ঝাঁক। ওরা হচ্ছে শুভ লক্ষ্মণের প্রতীক। শুভ জাতীয় জীব।

যুবক লিলির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল আর লিলি মুগ্ধ হয়ে ডলফিন দেখছিল। একবারও যুবকের দিকে তাকায়নি।

নীল জলের ওপর শাদা ফেনার ঝালর দুলছে। জাহাজ জল কেটে কেটে এগুচ্ছে। ফলে শাদা জলের চাপা চাপা ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ছে দুদিকে। ডলফিনের ঝাঁক সেই জলে ডুবছে ভাসছে। দেখতে ভারি মজা লাগছিল লিলির। সমুদ্র ভেঙে জাহাজ ভেসে যাচ্ছে প্রকান্ড এক রাজহাসের মত কিন্তু এই বিপুল জলরাশির ওপর জলযানটিকে মনে হচ্ছে যেন একটা মোচারখোলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলির চুল বাতাসে উড়ছিল। শাড়ি এলোমেলো। এক সময় যুবকের দিকে তাকাল সে। হাসিমুখে বলল, এই সমুদ্রে উড়ুক্কু মাছ নেই?

যুবক বলল, গতকাল তো অনেক দেখেছিলাম।

ওমা তাই নাকি? ইস।

গত রাতে আপনারা আর ডেকে আসেননি, তাই দেখতে পাননি। অপেক্ষা করুন আজও হয়ত দেখতে পাবেন।

মাছগুলো সত্যি সত্যি ওড়ে নাকি?

বেশ খানিকটা লাফ দিয়ে দিয়ে যায়, এই আর কি। মনে হয় যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

আমাকে দেখাবেন তো!

যুবক হাসল। সাইজে ছোট। বড় বড় পাখনা আছে। অনেকটা চিংড়ির মত লাফায়।

বা বেশ তো।

ওই দেখুন।

ঠিক তখুনি বেশ কয়েকটা উড়ুক্কু মাছ লাফিয়ে উঠে কিছুদূর গিয়ে আবার জলে ডুব দিল। ডেক থেকে দেখে বড় আকারের চিংড়িই মনে হয়। ঢেউ থেকে ঢেউয়ে কখনও জল থেকে ঢেউয়ের চূড়োয় স্বচ্ছন্দে জলবিহার করছে।

এসময় সেলিম এগিয়ে এল। লিলি, আমার লাইটারটা এনেছ?

তার মুখে সিগারেট, এ পকেট ও পকেট হাতড়াচ্ছে। সুদর্শন বলা যেত, মুখখানা যদি ধারাল না হত। যুবক আন্দাজ করল, বয়স তিরিশের নিচেই হবে। চুল দুপাট করা। ঝুলপি ঘন এবং পুরু। গোঁফ আছে। সুন্দর করে ছাটা। চোয়াল শক্ত এবং চাপা, চোখে জ্বলেজ্বলে দৃষ্টি। এরকম দৃষ্টি কাদের যেন মানায়!

ভদ্রলোককে কী কামুক বলা যেতে পারে?

সজলের মনে হল খাড়া কান আর লোমশ হাত সেই সাক্ষ্যই যেন বহন করছে।

তারপরই ভেতরে ভেতরে লজ্জা পেল সজল। ছি কী বিশ্রী চিন্তা! ওরা সহযাত্রী। ওদের সম্বন্ধে এত ভাববার কী আছে! তার এত মাথা ব্যথা কেন?

সে তাকাল লিলির দিকে। এবার সোজাসুজি। চোখে চোখ পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামাল লিলি। লাবণ্যে ঢলঢল মুখ।

ততক্ষণে লাইটার এগিয়ে দিয়েছে সজল। আপনারা কি কেবিনে আছেন?

হ্যাঁ। আপনি?

বাঙ্কে। কেবিনের ভাড়া খুব বেশি। আমি যখন প্রথম আসি তখন ভাড়া কম ছিল। এখন ভাড়া বেড়ে গেছে। পরে আরও বাড়বে কিনা কে জানে। তবু সবচেয়ে ভাল জাহাজ এই বাংলার মুখ।

তা ঠিক।

লিলি বলল, জাহাজ আরও আছে নাকি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। বাংলার মুখ নিয়ে মোট চারটি। বাংলার দূতে সময় লাগে বেশি। একটু ঘুর পথে যায়। তবে ভাড়া কম।

সেলিম বলল, টিপু সুলতান জাহাজটি চিটাগাং কলম্বো আর মাদ্রাজের মধ্যে মাসে বোধহয় দুবার যাতায়াত করে, তাই না?

সজল বলল, হ্যাঁ। ভাড়া প্রায় একই রকম। বড় জাহাজ। লোক ধরে বেশি। ঘুরে যায় বলে সময় লাগে চারদিন।

আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি।

ছোট জায়গা। খবর জুটে যায় আপনা থেকে।

একটু থেমে সজল বলল, আপনারা কি বেড়াতে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কোথায়?

স্বপ্নদ্বীপ। স্বপ্নদ্বীপ জায়গাটা কেমন বলুন তো?

আগে তো গভীর জঙ্গল ছিল। জঙ্গল সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি এখনও। কোথাও কোথাও সূর্যের আলো ঢোকে না এমন ঘন জঙ্গল। এখন বসতি যত বাড়ছে উন্নতি হচ্ছে তত। মার্টিন বাজারে দোকানের সংখ্যা বাড়ছে। পিচ রাস্তা সারা দ্বীপ জুড়ে। বাসের সংখ্যা প্রচুর। তবে সাইকেল বা রিকশা অচল। অসমতল রাস্তা, স্কুটারের সংখ্যাই বেশি। আবহাওয়া চমৎকার।

ডিসেম্বর জানুয়ারি সময়টাই ভাল, তাই না?

হ্যাঁ, এই সময়টা। সমুদ্র এখন শান্ত আর বৃষ্টি ক্বচিৎ কখনও হয়।

ওখানে থাকার জায়গা কী রকম?

সমস্যা ওইখানেই। পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা প্রায়ই আসেন, তাদের জন্যে সুব্যবস্থা আছে। হোটেলগুলো ভরে যায়। পর্যটক হিসেবে যারা আসেন তাদের জন্যে আছে সাবদার স্মৃতি সমিতি নামে এটা বোর্ডিং হাউজ। মাথা গোজার ঠাঁইটুকু পাবেন। পরে সামর্থ মত জায়গা খুঁজে নেবেন। সাধারণত সবাই তাই করে।

লিলি বলল, আচ্ছা বোর্ডিংয়ের নাম সাবদার স্মৃতি সমিতি হল কেন? কে এই ভদ্রলোক।

কথা বলতে সুবিধা হবে বলে সজল বাতাস থেকে সরে এল ওদের দুজনের মাঝখানে? উনিশ শ ছেচল্লিশের গোড়ার দিকে এগার বারজন বাঙালি যুবক, যারা প্রশাসন ও কারিগরী কাজ চালাবার জন্যে মূল ভূখন্ড থেকে স্বপ্নদ্বীপে আসেন, মার্টিন বাজারে প্রথম তারা একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে সেটা ধাপ্পাই লাইনে উঠে আসে। সেখানকার ব্যাচেলারস মেস প্রাঙ্গনে ওই পাঠাগারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে খেলা নাটক ইত্যাদির চর্চা শুরু হয়। নিজস্ব জমি ও বাড়ির প্রয়োজনে সেই সময়কার অ্যাক্টিং চিফ কমিশনার ওয়াকার হাসান কিছুটা পাহাড়ি জমিতেই বর্তমান সাবদার স্মৃতি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শ পঞ্চাশের নয়ই অক্টোবর তারিখে মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত

www.BanglaBook.org

হয় আর নামকরণ হয় সাবদার স্মৃতি সমিতি। ভদ্রলোকের পুরো নাম সাবদার আলী। তিনি ছিলেন ট্রেজারি অফিসার। কর্মদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটপরিবর্তন হচ্ছে তখন। জাপানীরা এসে পড়েছে স্বপ্নদ্বীপে, হিংস্র থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বীপবাসীদের দিকে। হত্যা চলছে নৃশংসভাবে। মৃত্যুর তান্ডবলীলা চলছে দ্বীপ জুড়ে। চতুর্দিকে আতংক আর্তনাদ প্রাণভিক্ষা। সেই সময় সাবদার সাহেব নিজের জীবন বিপন্ন করে বহু দ্বীপবাসীকে মূল ভূখন্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গোপনে। ক্রমাগতই পাঠাচ্ছিলেন। জাপানীরা এক সময় এই গোপন পথটি আবিষ্কার করে এবং প্রধান নায়কটিকেও। সেই গোপন পথের যাত্রীদের হত্যা করা হয় এবং নির্দয়ভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় সাবদার আলী সাহেবকে। তারই পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমিতির নামকরণ হয় সাবদার স্মৃতি সমিতি।

সেলিম বলল, পাঠাগার ছাড়া সমিতির অন্য কোনও কাজ আছে?

সজল বলল, আছে। জাতীয় উৎসব, নাটক, খেলা। সব উৎসবই মোটামুটি পালন করা হয়। স্বল্পকালীন আশ্রয়ের জন্য ওদের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত।

খবরটা জানতে পেরে আশ্বস্ত হলাম। ভাবনায় ছিলাম প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠব। আপনি কোথায় থাকেন?

সাবদার সমিতির কাছাকাছি। আগে আপনারা পড়বেন তারপর আমি।

তাহলে তো একসঙ্গেই যাওয়া যেতে পারে।

ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে সাবদার সমিতিতে পৌঁছে দেব।

ধন্যবাদ।

নীল জলের ওপর শাদার ছড়া কাটতে কাটতে চলেছে জাহাজ। ইঞ্জিনের একটানা শব্দ হচ্ছে। প্রপেলার জল কাটছে আর সূর্যের আলো পড়ে জলের রঙ যেন ঠিকরে পড়ছে। ইস্পাতের মত ঝকঝকে শাদা ফেনা জরির পাড় বুনছে যেন। সামান্য দুলছে জাহাজ। রেলিঙের ধারে দাঁড়ালে সেটা বোঝা যায়। জাহাজের ভেতরটা তো এক বিরাট রাজপ্রাসাদ। সাতশ উনপঞ্চাশজন যাত্রী। ফলে ভেতরে দুলুনি তেমন বোঝা যায় না। এত লোক তবু কোনও গোলমাল নেই!

লিলি বলল, আচ্ছা স্বপ্নদ্বীপ পৌঁছুতে নাকি আট ঘন্টা লাগে? আট ঘন্টার জায়গায় তো প্রায় ষোল ঘন্টা হতে চলল এখনও তো দ্বীপের দেখা নেই।

সজল বলল, কে বলেছে আট ঘন্টা লাগে। লাগে আসলে ষোলো ঘন্টা। কখনও কখনও দুচার ঘন্টা বেশি।

লিলি তাকাল সেলিমের দিকে। তুমি যে বলেছিলে আটঘন্টা!

সেলিম হাসল। ইচ্ছে করেই বলেছি।

কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অত সময় লাগে শুনলে তুমি যদি আসতে না চাও!

ওই যে একটা দ্বীপ।

উচ্ছ্বাস শোনা গেল বহুকণ্ঠে। লিলি চমকে তাকাল। আকাশের পটে ঝাপসা মতন ধ্যাবড়ান কালি যেন। ওটা দ্বীপ নাকি?

জাহাজ চলেছে ওই দ্বীপের দিকে। দ্বীপ জুড়ে ঘন সবুজ গাছের সারি। দূর থেকে ধ্যাবড়ান কালি মনে হয়েছিল যা, জাহাজ দ্বীপের কাছাকাছি এগিয়ে আসার পর তা এখন আশ্চর্য শোভাময় দেখাচ্ছে।

লিলি বলল, স্বপ্নদ্বীপ কতদূর?

সজল বলল, পঁচাশি নটিক্যাল মাইল।

সেলিম বলল, তাহলে বেশিদূর নয়, কী বলেন?

একবেলার পথ।

লিলি বলে উঠল, আরও দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। ওগুলো দ্বীপ তো?

হ্যাঁ। এখন সারি সারি দ্বীপ দেখতে পাবেন।

সত্যি তাই। জাহাজ যত এগোয় বিচ্ছিন্নভাবে তত ছোট ছোট দ্বীপ চোখে পড়ে। জলের ভেতর থেকে জেগে ওঠা টুকরো টুকরো ভূখন্ড যেন। কোনওটায় বসতি আছে কোনটায় নেই। যোগাযোগের মাধ্যম ছোট ছোট বোট। ফেরিবোট কিংবা ছোট জাহাজ। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাওয়ার ওগুলোই একমাত্র যান।

সবুজ দ্বীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে বাংলার মুখ এক সময় ধীরে ধীরে স্বপ্নদ্বীপের জেটিতে ভিড়ল। সমুদ্রের ওপরেই শান বাঁধান লম্বা প্লাটফর্ম। রেলষ্টেশানের প্লাটফর্মের মতন।

জাহাজ জেটিতে লাগার পর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এসময় কেউ কারও খবর রাখতে পারে না।

ওদের বেরিয়ে আসতে দেরি হল।

সজল অপেক্ষা করছিল নিচে নেমে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুটকেস দোলাতে দোলাতে গেটের বাইরে চলে এল সে।

ওর চাকরি পরদিনই। একটু বিশ্রাম দরকার। গোলঘরের কাছে থাকে সজল। যে স্কুলে তার চাকরি সেই স্কুল বেশ খানিক দূরে। সজল হচ্ছে স্কুলের রঙ তুলির মাষ্টার, ড্রয়িং টিচার। ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখায়।

সজল তার ভেসপা রেখে এসেছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। সেটা পড়েছিল ভেতরের খোলা উঠোনে। সেভাবেই ছিল এতদিন। চুরি বড় একটা হয় না দ্বীপে। বাড়ির দরজা খোলা রেখে গেলেও সজল দেখেছে জিনিসপত্র ঠিকঠাকই থাকে। ভেসপাটি অতএব অক্ষতই পাওয়া গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলি বলল, কী হয়েছে তোমার?

জানালার সামনে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেলিম। এই জানালা দিয়ে তাকালে নারকেল গাছের ফাঁক ফোকড় দিয়ে দূরের সমুদ্র দেখা যায়। নীল জল বুকে নিয়ে নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র বয়ে চলার শো শো শব্দ কানে আসে। আর বেলাভূমিতে দেখা যায় বিদ্যুৎ চমকের মতো শাদা ফেনার ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে। দিনমান হাওয়া বয় সমুদ্রে। রবীন্দ্রনাথের গানের মতো 'বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে'।

আজকের এই বিকেলে যে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে সেলিম সেই জানালায় এসে খেলা করছিল সমুদ্রের উতল হাওয়া। হাওয়ায় চুল উড়ছিল সেলিমের। তার উদাসীনতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। কখন যে লিলি এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, তার কাঁধে হাত দিয়েছে, টেরই পায়নি সেলিম।

এখন লিলির কথায় চমকে তার দিকে মুখ ফেরাল সেলিম।

লিলি বলল, বললে না?

সেলিম বলল, কী বলব?

কী হয়েছে তোমার?

কিছু না।

তাহলে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

কী করব?

এরকম সুন্দর বিকেলে, স্বপ্নদ্বীপের মতো জায়গায় থেকে কি কেউ ঘরে বসে থাকে?

তাহলে কী করব?

চল কোথাও বেড়াতে যাই।

কোথায়?

যে কোনও জায়গায়। সমুদ্রের কোনও নির্জন তীরে। যেখানে একেবারেই লোকজন নেই। শুধু তুমি আর আমি।

কী করব গিয়ে?

বসে থাকব। বসে বসে সমুদ্রের ঢেউ গুনব।

না থাক।

কেন?

ভাল লাগছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেন ভাল লাগছে না বল তো।

জানি না।

কিন্তু ভাল লাগা উচিত। আমরা যেভাবে যা চেয়েছি সেভাবেই সব হচ্ছে। তারপরও কেন ভাল লাগবে না তোমার?

আমাদের চাওয়ার মতো করেই সব হচ্ছে, তোমার এই কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কী হচ্ছে আমাদের চাওয়ার মতো করে?

লিলি হাসল। কোনটা না হয়েছে?

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কী হয়েছে।

একে একে বলব?

বল।

প্রথমে বাড়ি ছেড়ে পালাতে চেয়েছি আমরা, যেভাবে চেয়েছি ঠিক সেভাবেই পালিয়েছি। স্বপ্নদ্বীপে আসতে চেয়েছি, চমৎকারভাবে চলে এসেছি। এখানে এসে ভয় ছিল কোথায় উঠব, কোথায় থাকব, সেই সমস্যাও সুন্দরভাবে মিটে গেছে। জাহাজ থেকে নামার সময় সজল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়নি ঠিকই কিন্তু তার কথা মতো সাবদার স্মৃতি সমিতিতে গেছি, ওখানকার লোকজন এই টুরিস্ট হোমে রুম ম্যানেজ করে দিল আমাদের। তারপর এখানকার একজন উকিল ধরে তোমার ভাইকে ডির্ভোস লেটার পাঠালাম। এখন শুধু নব্বুই দিনের অপেক্ষা। তারপর বিয়ে করব আমরা। এই সময়টা গভীর আনন্দে কাটা উচিত আমাদের।

তা কি কাটছে না?

না। তুমি সারাক্ষণই কেমন মনমরা হয়ে থাকছ?

কেন থাকছি তা তুমি ভেবে দেখেছ?

দেখেছি।

কেন বলতো?

এই যে এভাবে একসঙ্গে থাকার পরও একসঙ্গে আসলে আমরা থাকছি না। তুমি ঘুমোচ্ছ খাটে আর আমি বিছানা পেতে মেঝেতে। বোধহয় এই ব্যাপারটা তুমি পছন্দ করছ না।

ঠিকই বুঝেছ তুমি।

কিন্তু ব্যাপারটির কোনও মানে নেই।

মানে থাকবে না কেন?

আমি কী চাই, কীভাবে চাই তা তোমাকে বুঝিয়ে বলেছি। তুমি যেমন করে আমাকে চাও, আমিও ঠিক তেমন করেই তোমাকে চাই। তবে এই একটি ব্যাপার চুকে যাওয়ার পর।

মানে বিয়ের পর।

হ্যাঁ। মাস তিনেকের অপেক্ষা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু অপেক্ষার কষ্ট আমি সইতে পারছি না।

আমি পারছি। কারণ ছোটবেলা থেকেই যার অপেক্ষায় আছি আমি তার জন্য আর তিনটে মাস অপেক্ষা করতে পারব না, এতটা অস্থির আমি নই।

জানালার কাছ থেকে সরে এল সেলিম। বিছানায় বসল। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

লিলিও বসল সেলিমের পাশে। কর।

তুমি কি আমাকে ভালবাস?

কী মনে হয় তোমার?

আমার যাই মনে হোক তা তোমার জানবার দরকার নেই। আমি যা জানতে চাইছি তা পরিস্কার করে বল তুমি।

এখুনি যদি না বলি।

কেন? বলতে অসুবিধা কী?

অসুবিধা একটা আছে।

কী?

ওই কথাটাও আমি আসলে বাসর রাতে বলতে চাই।

কেন?

এও আমার এক স্বপ্ন। কথাটি কখনও কাউকে বলিনি আমি। বলব আমার রাজপুত্রকে। যেদিন সে আসবে, যেদিন তাকে পাব। অবশ্য তুমি যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে আমার এই কথা থেকে তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

লিলির কথায় চট করে কেমন রেগে গেল সেলিম। রুক্ষ গলায় বলল, এত ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না। আমি খুব সরল সোজা মানুষ, সবকিছু সরল সোজাভাবে বুঝতে চাই।

লিলি খুবই অবাক হল। তুমি এমন রেগে যাচ্ছ কেন?

তোমার ভঙ্গিভাঙ্গি আমার আসলে ভাল লাগছে না।

কী করেছি আমি।

যা করেছ তা যেমন অস্বাভাবিক, এখন যা করছ তাও অস্বাভাবিক। দুজন মানুষ একসঙ্গে ঘর ছাড়ার পর এমন কেউ কখনও করে না।

পৃথিবীর সব মানুষ তো একরকম হয়ও না।

তা হয় না।

তাহলে?

আমার আসলে মনে হয় তুমি খুব স্বাভাবিক মানুষ নও। মনের মধ্যে বড় রকমের কোনও গন্ডগোল আছে তোমার। কেউ কাউকে ভালবাসে কী না সে কথা বাসর রাত ছাড়া বলা যাবে না এমন কথা আমি বাপের জন্মেও শুনিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলি গম্ভীর গলায় বলল, কথাটা আমি এখন বললে তুমি খুব খুশি হও।

না।

লিলি চমকাল। মানে?

কথাটা আমি আসলে আর শুনতে চাই না।

কেন?

আমার যা জানার আমি জেনে গেছি।

কী জেনেছ তুমি?

তুমি যে আমাকে ভালবাস না আমি তা জেনেছি।

কেমন করে জেনেছ?

তোমার আচরণে, ব্যবহারে।

ভাল না বাসলে তোমার সঙ্গে আমি ঘর ছেড়েছি কেন?

ভালবাসার জন্য তুমি ঘর ছাড়নি।

তাহলে কী জন্য ছেড়েছি?

যে পরিবেশে তুমি ছিলে ওই পরিবেশে তুমি আর থাকতে চাওনি বলে।

যদি তাই হত তাহলে তো আমি তোমার সঙ্গে পথে না বেরিয়ে অন্য কারও সঙ্গেই বেরুতে পারতাম।

না তা পারতে না।

কেন?

আমার মত নির্ভরযোগ্য কেউ তোমার ছিল না। আমাকে দেখে একটা কথা তুমি বুঝেছিলে আর যাই হোক তোমাকে আমি কোনও বিপদের মুখে ঠেলে দেব না।

দুহাতে সেলিমের একটা হাত জড়িয়ে ধরল লিলি। কাতর গলায় বলল, তুমি এভাবে কথা বল না। নির্ভরতা ইত্যাদির কথা আমি কখনও ভাবিনি। আমি তোমাকে ভালবাসি। সত্যি খুব ভালবাসি। তোমার হাত ধরে আমি পথে নেমেছি তোমাকে ভালবেসে।

আলতো কের হাতটা ছাড়িয়ে নিল সেলিম। থাক, অযথা কেন কষ্ট করে মিথ্যে কথা বলছ।

মিথ্যে আমি বলছি না।

তাহলে তোমাকে আর একটা কথা বলি।

বল।

যেদিন আমরা প্ল্যান করলাম বাড়ি ছাড়ব, সেদিন তুমি বলেছিলে শুধু ভাল লাগার ওপর নির্ভর করা যায় না। নির্ভর করা যায় ভালবাসার ওপর। আমি বলেছিলাম আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার পরীক্ষা নিয়েছিলে। সেই পরীক্ষার রেজাল্ট হচ্ছে আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্নদ্বীপে চলে এসেছি। আজ আমি যদি তোমার ভালবাসার পরীক্ষা নিই?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাও।

পরীক্ষা তুমি দেবে?

নিশ্চয়।

তাহলে আমি যা চাই তুমি আমাকে তা দাও।

লিলি অপলক চোখে সেলিমের মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে রইল।

সেলিম বলল, কী হল? কিছু একটা বল।

লিলি বলল, তোমার কাছে এই পরীক্ষাটি দিতে আমি রাজি নই।

তুমি যে এই বলবে আমি তা জানতাম।

কেন বললাম জান, আমি মনে করি ভালবাসার সঙ্গে এই ব্যাপারটির গভীর এক সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে কয়ে দেয়ার নয়। ব্যাপারটির জন্য একটি পরিবেশ তৈরি হওয়া দরকার।

সেই পরিবেশ আমাদের তৈরি হয়ে আছে। এই রকম এক স্বপ্নেরদ্বীপে, এই রকম এক রুমে আমরা দুজন।

পরিবেশটা তৈরি হতে হবে মনের দিক দিয়ে। আমার মনের দিক দিয়ে তেমন পরিবেশ তৈরি হয়নি।

কবে হবে?

হয়ত বিয়ের রাতে। আমার মন বলছে, বিয়ের রাতেই। যে রাতে বহুদূরের পথ অতিক্রম করে আসবে আমার স্বপ্নের রাজপুত্র। আমি তাকে ভালবাসার কথা বলব। আমার সব ঐশ্বর্য তাকে উপহার দেব।

তোমার রাজপুত্র এই জীবনে আর কখনও আসবে না।

লিলি চমকাল। মানে?

না কিছু না। এমনি বললাম।

যেভাবেই বল কথাটার মানে আমি বুঝেছি। যদি সে কোনও দিন নাও আসে তবু তার জন্য অপেক্ষা করব আমি। তার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হবে, এই বুঝি সে এল। আমি তার পথ চেয়ে থাকব। হয়ত তার পথ চেয়েই জীবন কেটে যাবে আমার।

ভেসপাটি আছে বলেই স্কুল ছুটির পর যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান যায়। কখনও সমুদ্রতীরে চুপচাপ বসে থাকা, কখনও বন্ধুদের বাড়িতে আড্ডা, কখনও সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোটর সাইকেল ছাড়া কোনও কোনও দিন শুধুই হেঁটে বেড়ান। সন্ধ্যার পরে আলো জ্বলে ওঠা জেটিতে আটকে থাকা জাহাজগুলোকে ভারি সুন্দর দেখায়। অন্ধকারে সারি সারি আলোকমালা। সমুদ্র যেন দীপাবলী উৎসবে সেজেছে। মুগ্ধ হবার মতন দৃশ্য।

এখন শীতকাল। ডিসেম্বর শেষ হতে চলেছে। সারাদিন বেশ গরম ছিল। পাখার নিচে বসে ছবি আঁকার ক্লাস নিতে হয়েছে সজলকে। বিকেলে ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল। সন্ধেটা কেটেছে স্বস্তিতে। রাত কেমন কাটবে কে জানে। এখানে তো দুটি মাত্র ঋতু। গ্রীষ্ম ও বর্ষা। গ্রীষ্ম তবু সহনীয়। কারণ সমুদ্রের বাতাস মোটামুটি ঠান্ডা রাখে এবং সবচেয়ে স্বস্তির কারণ খাদ্যদ্রব্যের সংকট দেখা দেয় না। কিন্তু বর্ষায় একেবারে নাজেহাল অবস্থা। সবদিকে সংকট। সমুদ্র উত্তাল হয়। জাহাজ আসে না। অতএব খাদ্য সামগ্রীর অভাব, কাঁচা বাজারে কিছুই পাওয়া যায় না। ছ মাসের মত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে না রাখলে অনাহার, অর্ধাহার।

সজল যতখানি পারে সংগ্রহ করে রাখে। চাল ডাল তেল অন্তত এই তিনটে জিনিস মজুত থাকলে সংকটের দিনগুলো কোনও মতে পার করে দেয়া যায়।

সে তাই করে।

দক্ষিণ স্বপ্নদ্বীপের সবচেয়ে বড় বাজার মার্টিন বাজার। জমজমাট বাজার। এ দিকটায় সব কিছুই পাওয়া যায়। মুদিখানা স্টেশনারী জুতোর দোকান থেকে চায়ের দোকান রেস্টুরেন্ট হোটেল সব আছে।

সজল একটি দোকান থেকে নেমে আসছিল, হঠাৎ থমকে গেল।

লিলিই তো!

চড়াই রাস্তা ভেঙে ওপরে উঠে আসছে। উৎসুক চোখে দোকানগুলো দেখছে। বড় বড় ঝিনুক শামুকের কাজ করা জিনিসগুলো কী সুন্দর! ঝিনুকের হার লকেট টেবিল ল্যাম্প বোতাম ইয়ারিং আরও কত কি।

এই মুহূর্তে সেই বাড়ির কথা মনে পড়ছে লিলির। বুড়ো মানুষটা ঠিকমত ওষুধ খাচ্ছেন তো? ডালিম রেখা কেমন আছেন? রেখার খাটুনি বেড়েছে নিশ্চয়। আহা সুখের শরীর, সে চলে আসায় অসুবিধা হচ্ছেই।

আর আলীম?

লাইলী আর ময়নাদের নিয়ে পরম সুখে আছে নিশ্চয়!

তাই থাকুক।

ক্রোধ এখনও কেন যে যায়নি লিলির।

ঠোঁট কামড়াল লিলি। তাকে কে একজন দেখছিল কে খেয়াল করেনি। মুখোমুখি হতেই থমকে দাঁড়াল। জাহাজের সেই যুবক। নাম মনে পড়ে না। কাজল নাকি সজল? দূর ছাই! নাম মনে রেখেই বা কী লাভ?

সজল এগিয়ে এল পরিচিতের ভঙ্গিতে। বেড়াতে বেরিয়েছেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলি কথা বলল না। তবে সেলিম হাসল।

সজল বলল, কোথায় উঠেছেন?

সেলিম বলল, ট্যুরিস্ট হোমে।

বা বেশ ভাল জায়গা। ট্যুরিস্ট হোম তো সরকারী লোকদের পাকা আস্তানা। সাধারণ টুরিস্টরা ওখানে নাক গলাতেই পারে না।

সাবদার স্মৃতি সমিতির ছেলেরাই জুটিয়ে দিল।

ভালই হয়েছে। শুনুন, বেরিয়েছেন তো অনেকক্ষণ। আসুন কোথাও একটু বসা যাক। চা খাই, গল্প করি।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সেলিম রাজি হয়ে গেল।

কাছেই রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টে ঢুকে কফির অর্ডার দিল সজল।

ডিসেম্বর মাসেও কেন যে বেশ গরম লাগছিল। লিলি মুখ মুছছিল। সুন্দর মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে তার।

সজল বলল, কেমন লাগছে জায়গাটা?

লিলি বলল, ভালই।

থাকবেন তো কিছুদিন?

সেলিম বলল, দেখি। তবে আমরা শুধু একই জায়গায় ঘুরে মরছি।

সজল হাসল। কোথায় কোথায় যাবেন তার একটা তালিকা আপনাকে আমি দিতে পারি।

তালিকা দিয়ে কী হবে? সমস্যা ওখানে নয়। আসলে সঙ্গীর অভাব।

এখানে প্রচুর বাস। নানাদিকে যাচ্ছে। ভাড়াও কম। বাসেই সঙ্গী পেয়ে যাবেন।

ঠিক সে ধরনের সঙ্গীর কথা ভাবছি না।

তাহলে?

বোঝেননি আপনি?

না।

বোঝা উচিত ছিল।

এবার ইঙ্গিতটা বুঝল সজল। বলল, শুক্রবার ছাড়া আমার পক্ষে বেরুনো সম্ভব নয়।

সেলিম তাকাল লিলির দিকে। লিলি, কালই তো শুক্রবার!

লিলি ঘাড় নাড়ল।

সজল বলল, বেশ চলুন তাহলে কাল আপনাদেরকে সাগরস্নানে নিয়ে যাব। জায়গাটা এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আপনারা সকাল সাতটায় বাস টারমিনালে এসে দাঁড়াবেন। মার্টিন বাজারের নিচের দিকে বাস টারমিনাল জানেন তো? আমি ঠিক সময়ে এসে যাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিনিট পনেরর বাস যাত্রা।

আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু সরু পথ। বাস যখন বাঁক নেয় তখন শিউরে ওঠে গা। দুর্ভেদ্য জঙ্গল দুপাশে। দীর্ঘ গাছের সারি। ড্রাইভার সামান্য অন্যমনস্ক হলেই গভীর খাদে গিয়ে পড়তে হবে।

লিলি সেলিমের হাত জোরে চেপে ধরল।

বাস এসে দাঁড়াল সীবীচের কাছে।

ছোট সীবীচ। সমুদ্র এখানে তেমন উত্তাল নয়। ছোট ছোট ঢেউ আছে। সেজন্য স্নানে আসে টুরিস্টরা।

আজও এসেছে। অল্প পোশাক পরা নারী পুরুষ হুটোপাটি করছে। স্নানের আনন্দ উপভোগ করছে।

ওরা দেখছিল।

সজল বলল, স্বপ্নদ্বীপে স্নানের উপযোগী সৈকত মাত্র দুটি। একটি এই আর অন্যটি হল বেশ দূরে। এখান থেকে মাইল তিরিশেক।

লিলি বলল, অত দূরে কে যায় বাবা!

ভ্রমণবিলাসী কেউ কেউ যান। বেড়ান হয় স্নানও হয়।

তারপর লিলিকে সজল বলল, কাপড় বদলাবার জন্য ওখানে যান। দেরি করবেন না। ফিরতে তাহলে বেলা হয়ে যাবে।

সামান্য দূরে জাপানীদের পরিত্যক্ত বাংকার দেখিয়ে দিল সজল। ওটা একটা আড়াল।

কিন্তু লিলি দাঁড়িয়ে রইল।

সেলিম তাকে তাড়া দিল। কই যাও।

সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের পানি তাকে টানছে।

লিলি শাড়ি বদলে এল।

সজল বলল, এ কী! পুকুরে গোসল করতে যাচ্ছে নাকি? গামছাটা বেলটের মতন কোমরে বাধুন। শাড়ির ফাস খুলে যেতে পারে।

লিলি হাতমুখ নেড়ে বলল, আমি পারব না। আমার গোসলে কাজ নেই।

বারে। তা কি হয়? ঘাটে এসে গোসল না করে কেউ ফিরে যায়? বাধুন, শক্ত করে বাধুন। কোনও ভয় নেই। কত মহিলা গোসল করছে দেখুন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেলিম আগে থেকেই তৈরি ছিল। সে একটা হাফপ্যান্ট পরেছে। এখন একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ভেতর দিকে। বড় ঢেউ এলে লাফিয়ে উঠছে কিংবা ডুব দিচ্ছে। গলা পানিতে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছেলে রাবারের বল লোফালুফি করছে। এ ওর গায়ে পানি ছিটোচ্ছে। কস্টুম পরা এক যুবতী মাছের মতন পিছলে গেল ওদের ছাড়িয়ে বেশি জলে! ভালই সাঁতার দিচ্ছিল সে। সেলিম তাকে অনুসরণ করে পাশাপাশি সাঁতার কাটতে লাগল।

সজল জলে নেমেছিল। দেখল লিলি তখনও তীরে দাঁড়িয়ে। নামতে সাহস পাচ্ছে না। সজল হাতছানি দিল।

লিলি ভয়ে ভয়ে জলে পা দিল। সজল উঠে এসে হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল।

স্রোতের টান লাগছিল, পা টলমল করছিল লিলির। এ সময় বড় একটা ঢেউ এল। সেই ঢেউ সামলাতে না পেরে একেবারে সজলের বুকে গিয়ে পড়ল লিলি।

তারপরই নিজেকে সামলে নিল।

অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য সজল বলল, বেশি জলে আসুন। ঢেউয়ের ধাক্কা কম লাগবে।

লিলি বিরক্ত হয়ে বলল, বিশ্রী ব্যাপার। আমি এবার উঠব। আমার ভাল লাগছে না।

সজল বলল, আরে ভাল করে একটা ডুব অন্তত দিন। শরীর থেকে বালিগুলো ঝরে যাক।

লিলি ডুব দিল। ঢেউ চলে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। চুলগুলো মুখে এসে পড়েছিল। লিলি দুহাত তুলে চুল সরিয়ে দিচ্ছিল।

এসময় সজল আচমকা প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনারা কি ভাইবোন?

লিলি চমকে উঠল। সে তীরে উঠে পড়েছিল। কথা ঘুরিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি আসুন। বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না।

লিলিদের ওখানে বিকেলে চায়ের দাওয়াত ছিল সজলের। লিলিই করেছিল।

সজল এল বিকেলের একটু পরে।

সজলকে দেখে লিলি বলল, আসুন।

সজল তার বাইক লক করে ভেতরে ঢুকল। সেলিম সাহেব কোথায়?

বেরিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একা?

হ্যাঁ দুজনে বেরুলে আপনাকে তো ফিরে যেতে হত!

তাহলে কি আমার জন্যই আপনাকে অপেক্ষা করতে হল? ছি ছি এ ভারি অন্যায়।

অন্যায় হবে কেন! আপনাকে তো আমিই চায়ের দাওয়াত করেছিলাম।

আগে এত সাহস আপনি দেখাননি।

সমুদ্রস্নানে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে।

সমুদ্র আমাকেও সাহসী করেছে।

এখনই চা খাবেন নাকি পরে?

যখন হোক।

তাহলে চলুন সমুদ্রের ধারে গিয়ে একটু বসি।

সাগরের কিনারে উঁচু জায়গা। বসার সুবিধে তেমন নেই। সরু কধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির দুদিকে দুটি কটেজ। স্থানীয় অধিবাসীদের কুঁড়ের আকারে তৈরি নারিকেল পাতার ছাউনি দেয়া ঝুপড়ি মতন। ভেতরটি অত্যন্ত মনোরম। দামী ও সৌখিন আসবাবে ভরা বিলাসী কক্ষ।

সজল বলল, এখানে আরেক ধরনের কটেজ আছে যার নাম মেগাপড নেস্ট।

নেস্ট মানে তো বাসা। মেগাপড কি পাখির নাম?

সিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছে দুজন। নিচে সাগরের বিস্তার। পান্নার মতন সবুজ জল কিনারে। দূরে জলের রঙ নীল। পরিস্কারভাবে আলাদা করা যাচ্ছে দুরঙের জল। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ঘোর লাগে চোখে। জল এত স্বচ্ছ যে অনেক নিচ পর্যন্ত দেখা যায়। বিকেলের রোদে রঙের খেলা আরও জমে উঠেছে সমুদ্রজলে।

সজল বলল, মেগাপড হল এক বিশেষ চরিত্র পাখির নাম। এখানে এ পাখি বড় একটা দেখা যায় না। বন মুরগির মতন হয় দেখতে। ফুট দুয়েকের মতন লম্বা। ভারিক্কি ধরনের চেহারা। সরু পা, ধারাল নখ। হালকা বাদামী রঙের শাদা ছিট গায়ে। ওরা বেশ কুশলী শিল্পী। জানেন, সংসার ধর্মে ওদের এতটুকু মন নেই। সন্তান সন্ততিদের ওপর মায়াও নেই।

লিলি চোখ বড়বড় করে শুনছিল। বলল, কী করে বুঝলেন?

সজল বলল, আমি ওদেরকে অয়নদ্বীপে দেখেছি। ওই দ্বীপেই বেশি দেখা যায়। সাধারণ পাখির মতন শাবকদের প্রতি ওদের বিন্দুমাত্র স্নেহ বা মমতা নেই। মা পাখি ডিম পেড়েই কর্তব্য শেষ করে। তারপর ফিরেও তাকায় না। তবে ওরা বাসা বাঁধে। কোথায় জানেন? সমুদ্রের ধারে, বালুচরে।

বাসা দেখেছেন?

দেখছি। সাত আট ফুট উঁচু আর চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট লম্বা। শ্যাওলা ছত্রাক বালি আর নানা রকম জৈব পদার্থ মিশিয়ে ওরা বাসা তৈরি করে। বাসাটি এক নিখুঁত শিল্পকর্ম। মা পাখি ওই বাসায় ডিম পেড়েই উড়ে যায়। কখনও আর ফিরে আসে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে ডিমগুলো?

ওরা বাসা বাঁধবার সময় যে জৈব পদার্থ ব্যবহার করে তারই পচনের ফলে বাসাটি গরম থাকে আর সেই উষ্ণতাই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে সাহায্য করে। আর বাচ্চাদের ডানার জোর এলেই উড়ে চলে যায়। ওরাও আর ফিরে আসে না।

আমাকে দেখাবেন?

চলুন তাহলে। আরও এগিয়ে ক্যাপ্টেন বে পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। ওটা হচ্ছে ফিশ পয়েন্ট। স্বপ্নদ্বীপের শেষ সীমানা। ওখানকার পর্বত শিখর থেকে দূরবীনে মায়ানমারের মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। দূরত্ব একশ পঁচিশ নটিক্যাল মাইল।

এ নিয়ে দুবার শুনলাম নটিক্যাল মাইল।

জল পথের দূরত্ব। এক নটিক্যাল মাইল প্রায় দু কিলোমিটারের কাছাকাছি।

লোভ হচ্ছে। এখান থেকে ক্যাপ্টেন বে যেতে আসতে কদিন লাগে?

সজল একটু ভেবে নিল। ছ সাতদিন। জাহাজ মানে ট্রানজিট বোট ছাড়ে ফিসারি জেটি থেকে। সাঙ্গোয়া কিংবা ওয়াংবু। ছোট জাহাজগুলোর নামই এরকম। আদি অধিবাসীদের নামে নাম। তবে যেতে আসতে একটা অসুবিধে আছে।

লিলি চোখ তুলে তাকাল। কী?

স্বপ্নদ্বীপ পেরুবার পরই টেন ডিগ্রি চ্যানেল। ভীষণ বিক্ষুব্ধ। এ চ্যানেল নব্বুই মাইল চওড়া আর প্রায় আড়াই হাজার ফুট গভীর। ছোট জাহাজে যেতে হয় বলে দুলুনি অত্যাদিক। বমি হয়ে যায়। লোকের বমিতে মেঝে এত পিছল হয় যে পা হড়কে যায় অনেকের।

দরকার নেই বাবা ওখানে যাওয়ার।

লিলি তারপর উসখুস করতে লাগল।

সজল অবাক হল। কী ব্যাপার বলুন তো?

সন্ধে হয়ে আসছে অথচ ওর দেখা নেই। এত দেরি হবার কথা তো নয়!

আপনাকে কিছু বলে যাননি?

না। আমার সঙ্গে ওর দেখাই হয়নি। আমি তখন বাজারে ছিলাম।

কী ভেবে সজল হঠাৎ শিউরে ওঠল। শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল তার শরীরের ভেতর দিয়ে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তখন কটা বাজে বলুন তো?

আটটা হবে হয়ত।

সজল বিড়বিড় করে বলল, আজ অন্য একটা জাহাজ ছিল।

লিলি সে কথা শুনতে পেল। পেয়েও নির্বিকার গলায় বলল, চলুন চা খাই।

ওরা উঠল। টুরিস্ট হোমে ঢুকে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসল। লিলি চা দিতে বলল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিরবতা। তারপর লিলি এক সময় ফিসফিস করে বলল, আগামীকাল পর্যন্ত এখানে থাকার মেয়াদ।

সজল চমকাল। তারপর?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলি মুখ নিচু করল। জানি না।
উঠুন তো দেখি রুমে সেলিম সাহেবের সুটকেস আছে কিনা।
আমার মনে হয় নেই।
তবু চলুন।
লিলি উঠল। বাইরে তখন রাত নামছে। হোমে আলো জ্বলে উঠেছে। তবু মনে হল যেন গভীর অন্ধকার চারদিকে।
না রুমে সেলিমের সুটকেস নেই। বাড়তি জামা প্যান্ট নেই। হ্যাংগারে শুধু লিলির কখানা শাড়ি পাট করা।
লিলির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।
সজল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার ধারণাই তাহলে সত্য হল।
সব দেখে লিলি ভাঙাচোরা গলায় বলল, আমি এখন কী করব?
সজল শান্তস্বরে বলল, দুটো পথ আছে। পরের জাহাজে যাতে সীট পাওয়া যায় তার চেষ্টা করা। অনেকে সীট ক্যানসেল করেন সে সুযোগ নেয়া। আরেকটা পথ হল বাংলার মুখ ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
লিলির চোখ জলে ভরে উঠল। এ কী হল আমার! আমি এখন কোথায় যাব? বলুন কোথায় যাব?
সজল চুপ করে রইল।
বাস্তবিকই লিলি এখন কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে। ওই সংসারে আলীমের কাছ ফিরে গেলে ঠাঁই হবে না। বাবা মার কাছে যে ফিরে যাবে সে পথও নেই।
সজল এক সময় বলল, কী ভাবছেন?
লিলি উদাস গলায় বলল, কিছু ভাবতে পারছি না।
কিন্তু এটা কেমন করে হল? কেন হল? সেলিম সাহেব এভাবে কেন আপনাকে ফেলে চলে যাবেন?
বলব, আপনাকে আমি সব বলব। তার আগে আমাকে বলুন আমি এখন কী করব?
যদি আপত্তি না থাকে আমার বাসায় গিয়ে থাকতে পারেন।
আপনার বাসার কেউ আপত্তি করবে না?
আপত্তি করার কেউ নেই। আমি একা থাকি।
তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল লিলি। সজলের বাসায় গিয়ে উঠল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

লিলির জীবনের কথা শুনে খানিক তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সজল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যি খুব দুঃখের জীবন তোমার।

কথা বলতে বলতে কখন যে কাঁদতে শুরু করেছিল লিলি, কখন যে দুগাল ভাসতে শুরু করেছিল তার লিলি তা টের পায়নি। সজলের কথায় টের পেল।

আঁচলে চোখ মুছল লিলি।

এখন বেশ অনেকটা রাত। খানিক আগে রাতের খাওয়া শেষ করেছে ওরা। সজলের বাড়িতে এসে নিজের অজান্তেই যেন সংসারটা তার হাতে নিয়ে নিয়েছে লিলি। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সংসারের প্রতিটি কাজ করতে শুরু করেছে। কাজের মধ্যে ডুবে যেন নিজেকে ভুলে যেতে চাইছে। নিজের ফেলে আসা জীবন আর আজকের অবস্থার কথা ভুলে যেতে চাইছে।

সজল বলল, কিন্তু সেলিমের চলে যাওয়াটা, মানে তোমাকে এভাবে এরকম একটা জায়গায় ফেলে চলে যাওয়াটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। ভাবতেই পারছি না মানুষ কেমন করে এমন হয়।

তারপরই সামান্য বিব্রত হল সজল। কাঁচুমাচু গলায় বলল, এই দেখ, তোমাকে তুমি করে বলে ফেললাম। কিছু মনে কর না।

লিলি শান্ত গলায় বলল, মনে করার কিছু নেই।

আমরা দুজন কাছাকাছি বয়সের হব। যেভাবে তোমাকে আমি আমার এখানে নিয়ে এসেছি, মানে তোমাকে আমার বন্ধু ভেবেই কাজটা আমি করেছি, ইচ্ছে করলে তুমিও আমাকে তুমি করে বলতে পার।

না তা ভাল দেখাবে না।

ভাল দেখাবে না মানে?

লোকে খারাপ বলবে।

কী রকম?

ভাববে আপনার সঙ্গে আমার নিশ্চয় এমন কোনও সম্পর্ক আছে ...।

সজল হাসল। তুমি আমাকে তুমি করে না বললেও তা ভাববে। আমার মতো এক ব্যাচেলার ইয়াং ড্রয়িং টিচারের বাসায় আর কোনও লোক নেই, শুধু তুমি আর আমি থাকছি, তুমি মনে কর এই নিয়ে কি কোনও কথা হবে না! নিশ্চয় হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তো তাহলে আপনাকে খুব বিপদের মধ্য ফেললাম।

কেমন বিপদ?

এইসব দুর্নামের।

দুর্নাম হলে তো আমার আর একার হবে না। তোমারও হবে।

আমার দুর্নামে কী এসে যায় বলুন! আমার যা জীবন তাতে সুনাম দুর্নামের আর ভয় কী! আমার শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার চিন্তা। আর একজনের জন্য অপেক্ষা।

কার জন্য? সেলিম?

না।

তাহলে?

ব্যাপারটা বোধহয় আপনি বুঝবেন না।

মানে?

ওটা আসলে আমার মনের একটা ব্যাপার। এই ধরণের ব্যাপার অন্য কাউকে বোঝান যায় না।

তবু বল, শুনি।

লিলি তারপর তার সেই স্বপ্নের রাজপুত্রের কথা বলল। শুনে হো হো করে হেসে উঠল সজল। জীবনে এত পোড় খাওয়ার পর এখনও ওই স্বপ্নকে ধরে বসে আছ তুমি! এখনও ভাবছ ওরকম এক রাজপুত্র আসবে তোমার জীবনে?

লিলি কোনও কথা বলল না।

সজল বলল, বিয়ের রাতে আলীমকে তোমার রাজপুত্র মনে হয়েছিল?

লিলি উদাস গলায় বলল, কনে সেজে যখন তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন মনে হয়েছিল। কিন্তু সে যখন মাতাল হয়ে বাসর ঘরে ঢুকল, স্বপ্নটা ভেঙে গেল আমার। মনে হল আসলে এই লোকটির স্বপ্ন আমি দেখিনি। আমি যার স্বপ্ন দেখেছি সে অন্য মানুষ।

সেই অন্য মানুষটা নিশ্চয় সেলিম ছিল?

যেদিন সেলিম প্রথম ভালবাসার কথা বলল, সেদিন থেকে সেলিম ছিল।

কবে পর্যন্ত?

এখানে এসে ওর সঙ্গে যখন থাকতে শুরু করলাম, ওকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম তখন পর্যন্ত। চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগে একবিকেলে ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা হল, ওর কথা শুনতে শুনতে স্বপ্নটা ভেঙে গেল আমার। আমি বুঝে গেলাম ও আমার স্বপ্নের সেই রাজপুত্র নয়। কারণ ও আমার মন চাইছে না। ও চাইছে আমার শরীর।

শরীরের সম্পর্ক সেলিমের সঙ্গে তোমার ছিল না?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে কি আপনি বিশ্বেস করবেন?

আগে শুনি তো।

ছিল না।

বল কী?

হ্যাঁ।

এমন কী আমার স্বামী সেলিমের বড়ভাই আলীমের সঙ্গেও ছিল না।

সজল বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল। কী বলছ লিলি?

আমি মিথ্যে বলছি না।

কিন্তু এ কী করে সম্ভব?

আমার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। তবে আলীম ছিল এসব ব্যাপারে একেবারেই নির্বিকার। আমাকে সে ওভাবে কখনও চায়নি। আর সেলিম?

বল কী ? যদি বিয়ের আগেই শরীর সম্পর্কে রাজি হতাম তাহলে সেলিম আমাকে এভাবে ফেলে যেত না।

হ্যাঁ। আমার শরীর না পেয়ে অভিমান করে সে চলে গেছে। ওর শেষ দিনকার কথায় আমি অবশ্য বুঝেছিলাম এরকম কিছু একটা সে করতে পারে। এজন্য খুব একটা অবাক হইনি।

চোখে পর পর কয়েকটি পলক ফেলল সজল।

তার মানে তুমি এখনও কুমারি?

হ্যাঁ।

এই অবস্থায় আমার বাসায় এসে যে তুমি উঠলে, আমাকে নিয়ে তোমার কোনও টেনশান হচ্ছে না?

কী রকম?

সেলিম যা চেয়েছে আমিও তো তা চাইতে পারি?

কথাটি বলে আপনি আসলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আপনিও তা চাইছেন?

ঠিকই বলেছ। বাংলার মুখ জাহাজে তোমাকে দেখেই তোমার শরীরের ব্যাপারে আমার মধ্যে অন্য রকমের একটা চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। যে কারণে তোমাদের ব্যাপারে এত আগ্রহ আমি দেখিয়েছি।

আগ্রহ দেখিয়ে অবশ্য ভালই করেছিলেন।

কথাটা বুঝতে পারলাম না।

ওই আগ্রহের কারণেই তো আপনার সঙ্গে পরিচয় হল। যদি পরিচয় না হত তাহলে আমার এই বিপদের দিনে কে আমাকে আশ্রয় দিত! কোথায় যেতাম আমি? কার কাছে যেতাম!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক জায়গায়ই যেতে পারতে। আমার তো লোক এই দ্বীপে অনেক আছে। তারা যে কেউ তোমাকে আশ্রয় দিত। গভীর আগ্রহ নিয়ে, নিজের স্বার্থেই দিত।

কেন?

ভাবত বিয়ে না করেই এরকম আকর্ষণীয়া এক নারীকে তারা পাচ্ছে। তাছাড়া এই দ্বীপে বিয়ে না করেও দুজন নারীপুরুষ একসঙ্গে থাকতে পারে। বিষয়টি নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না।

তার মানে মেয়েরা থাকে রক্ষিতা হয়ে ?

বলতে পার।

লিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এই দীর্ঘশ্বাস শুনে সজল কী বুঝল কে জানে, বলল, তবে তুমি রক্ষিতা নও। তুমি হচ্ছ আশ্রিতা।

লিলি এবারও কোনও কথা বলল না।

সজল বলল, কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

সজলের চোখের দিকে তাকাল লিলি। কী বলুন তো?

টুরিস্টহোমে তুমি আর সেলিম একরুমে থাকতে না?

হ্যাঁ। সে খাটে আর আমি মেঝেতে।

ওরকম এক রুমে থেকে কীভাবে নিজেকে তুমি রক্ষা করেছ?

সেলিম কখনও আমার সঙ্গে জোর করেনি।

লিলির চোখের দিকে তাকিয়ে সজল বলল, আমি যদি করি?

লিলি নির্বিকার গলায় বলল, তার কোনও দরকার আছে?

মানে?

আমি বলছি জোর করবার দরকার কী?

তুমি রাজি থাকলে কোনও দরকার নেই।

আমি রাজি। তবে একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত?

আগে আমাদের বিয়ে হতে হবে।

সেলিম একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কী বলছ লিলি?

হ্যাঁ। আপনি আমাকে বিয়ে করুন। আমার স্বপ্নের রাজপুত্র হয়ে আমার কাছে আসুন। আমার শরীর মন জীবন সব আপনাকে দিয়ে দেব আমি।

কিন্তু বিয়ে যে আমি করতে পারব না।

কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনলে তোমার মন খারাপ হবে।

হয়ত হবে না।

আমি জানি হবে।

না। কারণ এত কিছু এই জীবনে আমি দেখেছি, দেখতে দেখতে এমন হয়ে গেছি আমি, খুব সহজে মন আমার খারাপ হয় না।

তাহলে বলতে পারি।

বলুন।

তুমি দেখতে যত সুন্দর হও আর যাই হও, তোমার বংশ পরিচয় পরিবারের সামাজিক মর্যদা এসব সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। তাছাড়া তুমি যেভাবে এই দ্বীপে এসেছ, শেষ পর্যন্ত আমার আশ্রয়ে, তোমার মত মেয়েকে কি বিয়ে করা যায়? যায় না। বিয়ে আসলে এক অন্য ব্যাপার। তার ওপর তোমার একবার বিয়েও হয়েছিল। স্বামীর ঘর তুমি ছেড়েছ দেবরের সঙ্গে। সামাজিক ভাবে এগুলো খুব খারাপ ব্যাপার।

অপলক চোখে সজলের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল লিলি। তারপর বলল, যাকে বিয়ে করা যাবে না তার সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক তৈরি করতে আপনি চাইছেন কেন?

তুমি আসলে বুঝতে পারছ না। দুটো দুব্যাপার।

হ্যাঁ, পুরুষ মানুষদের কাছে। মেয়েদের কাছে নয়। যাহোক এই বিষয়টি নিয়ে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আমার ব্যাপারে আপনার মতামতটা আমি জানতে চাই।

কী মতামত?

আমি কীভাবে আপনার বাসায় থাকব?

যেখাবে আছ সেভাবেই।

আমাকে দিয়ে যদি আপনার কাজ না হয়, স্বার্থ উদ্ধার না হয় আমাকে তাহলে আপনি রাখবেন কেন? কিছু না করে শুধু শুধু আমিই বা কেন আপনার ঘাড়ের ওপর বসে বসে খাব!

তা তো তুমি আসলে খাচ্ছ না! তুমি তো আমার সংসারের সব কিছুই করছ।

যদি এভাবে হয়, মানে কাজের মানুষ হয়ে থাকতে আমি পারি।

কাজের মানুষ হয়ে নয়, আশ্রিতা হয়ে থাকবে। মানুষ মানুষের কাছে থাকে না?

লিলি একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, মানুষ হিসেবে আপনি একটু অন্যরকম। আপনাকে নিয়ে আমার ওই পুরনো স্বপ্নটা দেখতে আপনি আমাকে উৎসাহিত করেননি। এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সজল বলল, তবে তোমার কাছে অন্য একটি জিনিস আমার চাওয়ার আছে।

কী?

www.BanglaBook.org

তোমার সঙ্গ। যখন যেখানে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে চাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে।
সজলের চোখের দিকে তাকিয়ে লিলি বলল, আচ্ছা।

একা থাকলে ভাগ্যকেই দোষ দেয় লিলি।
ভাগ্য ছাড়া এরকম ওলট পালট কার জীবনে ঘটে? এ তো আসলে জীবন নিয়ে এক ছিনিমিনি খেলা। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু হয়েছে এই ছিনিমিনি খেলা।
গোড়ার কথা ভাবলে ঘৃণা হয়, রাগ হয় লিলির। কিশোরী মেয়েকে কত যেত্নে আগলিয়ে রাখে বাবা মা। আর তার ক্ষেত্রে কী হল?
আগলিয়ে রাখা তো দূরের কথা, অধপাতে যেতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। খুবই খারাপ লগেছিল সে সময়। সারারাত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছে লিলি। বুঝেছিল জাহান্নামের পথ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাই নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পদ্মায় ডুবে মরবে।
কিন্তু পারল কই?
কিন্তু সজলের বাড়িতে মন্দ কাটছিল না দিনগুলো।
কাঠের বাড়ি। দুখানা ঘরের একটা বেশ বড় অন্যটা ছোট। ছোট ঘরটা মোটামুটি সাজান। চেয়ার টেবিল আর টুকিটাকি জিনিসপত্র আছে। দেয়ালে সজলের আঁকা মস্ত ছবি, ক্যালেন্ডার।
বড়টি বেডরুম। খাট বিছানার চাদর জামা কাপড় এলোমেলো ছিল। লিলি এসে গুছিয়েছে। ট্রানজিস্টার আছে একটা, দূরের স্টেশন ধরা পড়ে না। সজল বাড়ি থাকলে খবর আর নাটক শোক। যখন একা ছিল ট্রানজিস্টারই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। এখন লিলি এসেছে, সঙ্গী একজন পাওয়া গেছে। সাবদার সমিতির লাইব্রেরি থেকে লিলির জন্য বই আনে সজল। নিজে পড়ে আর লিলিকে পড়ে শোনায়।
নিজে নিজে পড়তে উৎসাহিত করে। রঙ তুলি ধরাতে চেয়েছিল। হয়নি। সজল বিরক্ত হয়ে বলেছে, তুমি একটা যাতা।
লিলি হেসে উত্তর দিয়েছে, আমার হাতে খুন্তিই ভাল।
দাঁড়াও তোমাকে রঙ চেনাচ্ছি। তৈরি হও। চল আমার সঙ্গে।
লিলি চোখ বড় বড় করে বলেছে, কোথায়?
চল তো।
তার আগে কিছু খেয়ে নাও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে তাড়াতাড়ি কর।

ঘরে ডিম ছিল। ওমলেট করে দিল লিলি। সঙ্গে এককাপ চা।

জায়গাটির নাম সেভেন পয়েন্টস। মালবাহী ফেরিবোটে করে সাতটা জেটি ঘুরে আসা যায়। ভাড়া পনের টাকা। যাত্রা শুরু হয় ফিসারি জেটি থেকে।

মালবাহী ফেরিবোটগুলো বিভিন্ন দ্বীপে যাত্রী নিয়ে যাওয়া আসা করে। দ্বীপবাসীরা শাকসবজি নিয়ে আসে মার্টিন বাজারে। বিক্রি করে ফিরে যায়। অজস্র নারকেল পেঁপে মাছ নিয়ে আসে। সবদিন বোট আসে না, যদিও আসার কথা। নষ্ট হয় কাঁচা শাকসবজি। হতাশ চাষীরা মন খারাপ করে ফিরে যায়।

প্রথম জেটি ফিশ পেয়েন্ট। মোটা শালের খুঁটি দুদিকে, মাঝে ফালি তক্তা পাতা বেশ লম্বা জেটি। জেটির খুটির গায়ে এবং বোটের পাশে জলে অজস্র ছোট মাছ আর কাঁকড়ার চলাফেরা। স্বচ্ছ জলে উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা যচ্ছে তাদের গায়ের বিচিত্র রঙ।

সজল তাকাল লিলির মুখের দিকে।

লিলি ঝুঁকল। মুগ্ধ হয়ে জলের তলার দৃশ্য দেখতে লাগল। অপূর্ব!

সজল বলল, দেখছ রঙ কাকে বলে?

লিলি বলল, এ রঙ কী আঁকা যায়? তুমি পারবে?

সজল হাসল। হয়ত চেষ্টা করেও পারব না। সবাই কি সব কিছু পারে? ভেতরের তাগিদ চাই আর ভেতরের চোখ।

তুমি ঠিকই বলেছ, সবাই সবকিছু পারে না।

দ্বিতীয় জেটি দেখার পর লিলি বলল, সেভেন পয়েন্টস মানে তো সাতটা জেটি। দুটো দেখা হল; আরও পাঁচটা বাকি তাই না?

হ্যাঁ। তবে সব জেটি প্রায় একই রকম।

সবগুলো জেটির নাম জান তুমি?

বা জানব না! কতবার আসা যাওয়া করেছি। সময় কাটাতে হবে তো? শোন একটা দ্বীপের কথা বলি। যাওয়া আসার পথে বোট ওই দ্বীপে থামবে না। কারণ লোক বসতি নেই। দ্বীপটির নাম ফাঁসি দ্বীপ। ওই দ্বীপে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত। ওয়াচম্যান থাকত মাত্র তিনজন। ফাঁসি মঞ্চটি দেখতে পাবে যাবার সময়, দেখিয়ে দেব।

দ্বীপটি আবিষ্কারের পর থেকেই কি এই ব্যবস্থা ছিল?

ব্রিটিশরা কেন কয়েদী উপনিবেশ হিসেবে স্বপ্নদ্বীপকে বেছে নিল সে এক বিশাল ইতিহাস। তখন থেকে এই ছোট্ট দ্বীপেই মানে ফাঁসি দ্বীপেই ডি ক্লাস মানে ডেনজারাস বন্দীদের কয়েদ করে রাখা হত। আর প্রতিদিনই অজস্র কয়েদীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয়া হত। ডাঁই হয়ে ফাঁসির লাশ জমে যেত। বেঁচে আছে কি মরে গেছে দেখার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরকার নেই। ঠ্যাং ধরে ছুঁড়ে দিত সাগরের জলে। হাঙরের খাদ্য হয়ে যেত। কত কয়েদীর এ দশা হয়েছে, কেউ তাদের হিসেব রাখেনি।

ইস! ওরা কি মানুষ ছিল? দয়ামায়া নেই?

সজল ম্লান হাসল। সেই আমলের এই সব অত্যাচারের কাহিনী যদি শোন শিউরে উঠবে। ঘুমতে পারবে না সারারাত। কী পাশবিক অত্যাচারই না করা হয়েছে মানুষের ওপর!

দেখ আমার গা কাঁপছে।

লিলি হাত বাড়িয়ে দিল।

সজল ওর হাত ধরল। তুমি খুব নার্ভাস টাইপের মেয়ে। এত ঘাবড়ালে কী চলে? শোন আরেকটু। ১৮৫৭ সালের পর, ওই সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়েছিল জান তো? সেই বিদ্রোহী সিপাহীরা ছাড়াও খুন রাহাজানি ডাকাতি হত্যা ইত্যাদি অপরাধে সাজা পাওয়া আসামীরা দলে দলে আসতে লাগল স্বপ্নদ্বীপে। স্বপ্নদ্বীপ ভরে উঠল। এসব কয়েদীর প্রত্যেকের সঙ্গে থাকত তাদের অপরাধ ও চরিত্রের বিবরণসহ একটি তালিকা। তালিকা দেখে তাদের লাগান হত নানা ধরনের কাজে। ভারি কাজই বেশি। প্রত্যেক কয়েদীর গলায় ঝুলত কাঠের নম্বর লাগান চাকতি। বিপদজনক কয়েদীর গলায় থাকত লাল চাকতি, মানে ডেনজারাস। এদের ফাঁসি দেওয়া হত জেল চত্বরের ফাঁসি মঞ্চে। অন্য কয়েদীরাও ছিল। এসব কয়েদীর আহারের রকমফের ছিল। কারও গলায় ঝুলত এ, মানে আটা ইটিং। কারও বা আর, মানে রাইস ইটিং। এখানে পৌঁছবার একমাস পরে কয়েদীদের পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হত। তারপর প্রত্যেককে রাখা হত জেলের ভেতরে কমপক্ষে ছমাস।

সজলের মুখে এসব শুনে গালে হাত দিয়েছে লিলি। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার। বাব্বা এত কান্ড!

ওর বিস্ময় দেখে বেশ মজা পেল সজল। বলল, আরও আছে। শোন, সেকালে সাত বছরের বেশি কারাদন্ড হলে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হত দ্বীপান্তরে, মানে এই জেলে। দুরকম কয়েদীর দ্বীপান্তর হত। টার্ম কনভিক্ট আর লাইফ কনভিক্ট। টার্ম কনভিক্ট কয়েদীদের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকত সাধারণত চৌদ্দ বছর। কিন্তু লাইফ কনভিক্টদের মেয়াদ পঁচিশ বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পঁচিশ পেরিয়ে যেত নির্দিষ্টকালে। এই দীর্ঘ মেয়াদে অনেকে মারা গেছে কেউবা বিকলাঙ্গ কেউ পাগল হয়েছে, তবু যারা সুস্থ অবস্থায় ছাড়া পেত তারা অনেকেই থেকে যেত স্বপ্নদ্বীপে। বাড়ি ফিরবে কোন মুখে? সে তো দাগী আসামী!

তারা থাকত কোথায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বীপের সেই আদি যুগ থেকেই পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদেরকেও রাখা হত। যারা সামান্য কারণে ইংরেজ প্রভুদের বিষ নজরে পড়েছে কিংবা বিনা কারণেই প্রাণদন্ডের চেয়ে বহুগুণ কঠিন শাস্তি পেয়েছে তাদেরকে এই দ্বীপে নির্বাসনে পাঠান হত। নির্বাসনদন্ড শেষ হলে তারাও দ্বীপে থেকে যেত। ইংরেজ প্রভুদের নির্দেশ ছিল যারা দেশে ফিরে যাবে না তারা এখানেই থাক। ঘর বানাও আর সুখে দিন কাটাও। বলা সহজ কিন্তু কাজটা কঠিন। তার চেয়ে কাঠ কাটা, সাহেবদের খিদমতগিরি করা বরং সহজ। এভাবেও বেশিদিন চলে না। ঘর এক সময় বানাতেই হল। তারপর? একা একা ঘরে থাকলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। রাত যেন কাটতে চায় না। সেটা মেটান যায় কী করে?

লিলি উসখুস করে উঠল। তাহলে?

সমস্যা, বিরাট সমস্যা। সমস্যাটা ঠিক তখনই মেটেনি। স্বাধীনতার পর মানে ১৯৪৭ এর পর মুক্তি পেল নারী পুরুষ সব কয়েদী। সমস্যা হল চতুর্গুণ। তখন ঝাঁক বেঁধে মেয়ে পুরুষকে পাঠান হল অন্য একটা দ্বীপে। মিছিল করে গেল সবাই। ছোট জাহাজ, ফেরিবোট বোঝাই করে। বেছে নিল যে যার সঙ্গী ও সঙ্গিনী। যাকে বলে গণবিবাহ। জাতপাত ধর্মাধর্মের বালাই ছিল না। ফলে তৈরি হল এক নতুন মানব সমাজ। পরেও বহু বিয়ে হয়েছে ওই দ্বীপে। রীতিমত বসতি গড়ে উঠেছে ওখানে। দ্বীপের নাম মায়াদ্বীপ। এত বিয়ে হয়েছে বলেই বোধহয় ওই দ্বীপের এমন নামকরণ। যাবে নাকি একদিন?

লিলি কি বলল বোঝা গেল না। সে বেশ অন্যমনস্ক ছিল।

সজল বলল, মানুষ কত ভাবেই না বিপন্ন হয়! আবার বিপন্নতা কাটে, আনন্দ জাগে। ক্ষত বেশিদিন থাকে না, শুকিয়ে যায়। কিংবা কে জানে শুকনো ক্ষত হয়ত থেকেই যায় মনের ভিতরে।

সজলের এসব কথাই ভাবছিল লিলি। ভাবছিল জীবন বড় বিচিত্র। উত্থানপতন ভাঙাগড়া কত রঙ জীবনের! সারাজীবন ধরে শুধু রঙের খেলা। জলের ওই মাছগুলোর মতন। কত রঙ ছড়াচ্ছে, কত রকম খেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু ওরা জানে না কখন ধরা পড়বে, কখন শেষ হবে খেলা।

লিলির মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে সে এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারী। ঘর বাঁধার স্বপেন বিভোর হয়ে থেকেছে কিন্তু ঘর কী বাঁধতে পারল?

না মায়াদ্বীপে যাবে না লিলি। তৃপ্ত নারী পুরুষ সে দেখবে না। তার ভবিষ্যৎ অন্য এক কাঠগড়ায় বাঁধা। পৃথিবীর কঠিনতম জেলের চেয়েও কঠিন এক জেলে সে বন্দী।

সজল বলল, চুপ করে আছ কেন?

লিলি চোখ তুলে সজলের দিকে তাকাল। কী বলব?

মায়াদ্বীপ যাবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না।

গেলে দেখতে পেতে দ্বীপে কীভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতা হত।

দরকার নেই আমার অত অভিজ্ঞতার।

ফিসারিজ জেটি এসে গেছে। ওরা নামল। হাঁটতে হাঁটতে আনমনা হয়ে গেল দুজনে। মাছ রঙ জল ফাঁসি জেটি সব যেন নাড়াচড়া করছে লিলির মনে। শুধু বেড়ানই হল না, মানুষের জীবনের এক জটিল রূপের সঙ্গ পরিচয়ও যেন হল।

এর মধ্যে একদিন বাড়ি থেকে ঠেলিগ্রাম এল সজলের। মায়ের ঠেলিগ্রাম। মা নাকি অসুস্থ। লিখেছেন, তাড়াতাড়ি চলে এস।

সজল তো অবাক। এই তো কিছুদিন আগে বাড়ি থেকে ঘুরে এল। সেলিম আর লিলি যখন এল তখন। কই মাকে তো অসুস্থ দেখেনি! অবশ্য মায়ের বয়স হয়েছে। যখন অসুস্থ হতেও পারেন। টেলিগ্রাম যখন এসেছে তখন অবস্থা নিশ্চয় গুরুতর।

বাড়ি যাওয়া রজন্য তৈরি হল সজল।

যাওয়ার আগের রাতে লিলিকে সজল বলল, তুমি একা থাকতে পারবে তো?

লিলি হাসল। কী মনে হয় তোমার?

আমার যাই মনে হোক, তোমার কথা তুমি বল।

পারব।

কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার বেশ চিন্তা হচ্ছে।

কী রকম?

একা বাড়িতে তোমার যদি কোনও বিপদ হয়।

বিপদ হলে তো আগেও হতে পারত।

মানে?

আগেও তো একা বাড়িতেই থেকেছি আমি।

একা কোথায়? আমি ছিলাম না?

তুমি তো প্রায় সারাদিনই স্কুলে থাকতে?

কিন্তু রাতের বেলা তো বাড়িতে থাকতাম!

তাতে কী? মেয়েদের বিপদ দিনে রাতে যে কোনও সময় হতে পারে। আমাকে নিয়ে তুমি ভেব না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে কাকে নিয়ে ভাবব?

নিজেকে নিয়ে ভাব।

নিজেকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমাকে নিয়েও ভাবি। তুমি তো আমারই মানুষ!

সজল যখন এভাবে কথা বলে লিলির মনের ভেতর কেমন একটা দোলা লাগে। মুহূর্তের জন্য স্বপ্নের সেই রাজপুত্রের পদধ্বনি যেন শুনতে পায় সে। ভেতরে ভেতরে কেমন এলোমেলো হয়ে যায় লিলি।

এখও হল।

সজল বলল, কী হল?

লিলি চমকাল। কী হবে?

আনমনা হয়ে আছ কেন?

ভাবছি।

কী?

তোমার কথা।

আমার কথা?

হ্যাঁ।

কী ভাবছ বলতো?

তুমি মাঝে মাঝে এমন করে কথা বল, শুনে মনের ভেতরটা কেমন করে আমার।

কেমন করে?

ওই স্বপ্নটা দেখতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎই লিলির দুকাঁধে দুহাত রাখল সজল। লিলির চোখে চোখ রেখে বলল, আমি তো কিছুদিন থাকব না, এই ফাকে স্বপ্নটা তুমি সারাক্ষণ দেখ, স্বপ্ন দেখতে দেখতে হয়ত সত্যি সত্যি তোমার সেই রাজপুত্র একদিন চলে আসবে।

একটু থেমে সজল বলল, আর একটা কথা।

কী?

ফিরে এসে আমি তোমাকে একটা কথা বলব।

এখুনি বল না।

এখন বলা যাবে না।

কেন?

আছে, ব্যাপার আছে। ফিরে এসে বলব।

বলো।

আমার ওই কথা শোনার জন্য তুমি অপেক্ষা করবে?

করব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিটাগাংয়ের এক গ্রামে সজলদের বাড়ি।

পূর্বপুরুষ বাড়ি করে গিয়েছিলেন। খেত খামার যথেষ্ট ছিল। বড় বড় পুকুর, পুকুরে প্রচুর মাছ। খাদ্যের সমস্যা ছিল না। স্বচ্ছন্দে দিন কাটত। হাতছাড়া হল জমি। গভমেন্ট একোয়ার করল। তখন থেকেই ক্রমশ গুটিয়ে আনতে হচ্ছিল সংসার। বাবা কবেই গত হয়েছেন। এখন মা আর দুভাই সংসারে।

বড় ভাই হামিদ স্কুল শিক্ষক। বিয়ে হয়েছে ছবছর। সন্তানাদি নেই। এই ক্ষোভ বৃদ্ধ মায়ের মনে প্রবল। পুত্র পুত্রবধু আর তিনি এই নিয়ে থাকা! নাতী নাতনীর সুখ না দেখলে কী করে হয়!

মায়ের এই দুঃখ দূর করার কথাই চিন্তা করছিল হামিদ। চেষ্টা যে ছিল না তা নয়। মনের মত পাত্রী পাওয়া যাচ্ছিল না।

এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে একটি মেয়ে দেখল হামিদ। দেখে ভাল লাগল। মোটামুটি সুন্দরী। ফর্সার দিকেই গায়ের রঙ। চলনে বলনে আড়ষ্টতা নেই। বেশ ভাল। স্কুলের পড়া শেষ করেছে বছর দুয়ের আগে। চোখ দুটো খুবই মায়াবি।

কথাবার্তা তারপরই পাকা হয়ে যায়।

ব্যাপারটা যে এরকম হতে পারে সজল অনুমান করেনি। সে খুবই অবাক হল, বিব্রত হল। এভাবে ডেকে এনে এ কী কান্ড। চাকরি তো কারও খেয়াল খুশির জমিদারি নয়। তারপরই আর একটি কথা মনে হল সজলের। আশ্চর্য! সে বিয়ে করবে কিনা এ মতামত নেয়ারও কি কেউ দরকার মনে করেনি! এখন যদি সে বেঁকে বসে! এক ফাঁকে লিলির কথাও মনে পড়ল সজলের। লিলিকে সে অপেক্ষায় থাকতে বলেছে। ফিরে গিয়ে একটি কথা বলবে। সেই কথা আর বলা হবে না।

যাহোক ভাবীর কথাটা ভেবে খুবই হাসি পেল সজলের। বিয়েতে সে যে রাজি হবেই এটা ধরে নিয়ে ভাইভাবী বিয়ের সাধারণ কেনাকাটা পর্যন্ত শেষ করেছেন। দাওয়াত পর্যন্ত দেয়া হয়ে গেছে আত্মীয় স্বজনদের। আজকালকার দিনে এমন হয়!

তবু বিয়ে শেষপর্যন্ত হয়ে গেল সজলের।

ফুলশয্যা ইত্যাদি মিটে যাবার পর চাকরিতে ফিরতে হল সজলকে।

নিতুকে কিছুদিন বাড়িতে রেখে যাবার ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু ঘন ঘন ছুট পাওয়া যাবে না বলে সঙ্গে নিতে হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটো ঘর পরিষ্কার করাই ছিল। নিতুকে নিয়ে সজল এসে উঠল। বাড়ি ঢুকেই চিৎকার করে লিলিকে ডাকল। লিলি, লিলি দেখ কাকে নিয়ে এসেছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে সজলের সঙ্গে নুতন বউ দেখে থতমত খেল লিলি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বউর দিকে।

লিলিকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল নিতুর। সামান্য গম্ভীর গলায় নিতু বলল, এ কে?

লাগেজ ঘুরে তুলছিল সজল। হাঁপাচ্ছিল সে। নিতুর কথার উত্তর দিল না। হাতের কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

লিলির দিকে তাকিয়ে নিতু আবার বলল, তুমি এবাড়িতে থাক?

লিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারপর ঘাড় নাড়ল।

কতদিন হল আছ?

বেশ কিছুদিন উনি দয়া করে আমাকে থাকতে দিয়েছেন। আমি এই বাড়িতে কাজ করি।

ঠিক তখুনি সজলের এক কলিগ কানন এল। নিতুকে দেখে বলল, সজল এরকম এক সাংঘাতিক সুন্দরী বউ নিয়ে এল, স্বপ্নদ্বীপ যে কেঁপে যাবে! ভূমিকম্প হয়ে যাবে। এখানে মাঝে মাঝেই ভূমিকম্প হয়। ঘাবড়াবেন না। আমি ভাবছি এবার থেকে রোজই না ভূমিকম্প হয়!

নিতু হাসল।

কানন বলেই যাচ্ছিল। এক ছুটির পর আর এক ছুটি। এত ঘন ঘন ছুটি পাওয়া যায় না। এখানকার নিয়মকানুন আলাদা। কন্ডিশন আছে। খুশিমত ছুটি নেয়ার ঝুঁকি আছে। আর না বলে চলে গেলে তো ভীষণ ব্যাপার। উজবুক সজল তাই করছে। আমাদের একটু জানিয়ে গেলে কিংবা জরুরি ছুটির দরখাস্ত দিলে এত কিছু সামলাতে হত না। মায়ের অসুখের জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে দিশেহারা হয়ে হঠাৎ চলে গেছে। কিন্তু ফিরল বিয়ে করে। এই হচ্ছে মায়ের অসুখ!

নিতু মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল। আপনি ভারি মজার লোক তো।

মজা বেরিয়ে যেত যদি ম্যানেজ না করতাম। অফিস তো রেগে টং। অবশ্য এরকম একখানা বউয়ের জন্য শুধু চাকরি কেন বোখারা সমরখন্দও বিলিয়ে দেয়া যায়। জানেন আজকাল বউদের গালের তিলের জন্য কোনও স্বামী ব্যাটাই তিলমাত্র সেক্রিফাইস করে না। অথচ আপনার চিবুকের ওই ছোট্ট কালো তিলটুকুর জন্য, সরি ম্যাডাম, লেটার প্যাড আছে? কলম? দিন না একটা কবিতা লিখে ফেলি।

নিতু তখনও হাসছিল।

লিলি তিন কাপ চা নিয়ে এল। কানন তখনও উচ্ছ্বাস দমন করতে পারেনি। নিতুকে ছেড়ে লিলিকে নিয়ে পড়ল। এই এক চমৎকার মহিলা বুঝলেন ভাবী। সজলকে তো এতদিন ওই দেখাশোনা করেছে। সজলের গায়ে মাংস লেগেছে ওরই সেবা শুশ্রূষায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে ঘরে ঘরে এক শ্রেণীর মহিলা আছে, যাদের বলা হয় লোকাল। ব্যাপারটা কি জানেন, যারা দেশবিভাগের পর থেকে স্বপ্নদ্বীপে আছে আর যে সব মহিলা অপরাধী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে যায়নি তাদের টপাটপ বিয়ে করেছে কিংবা বিয়ে না করেই...। এরকম অসংখ্য পরিবারে স্বপ্নদ্বীপ ভরে আছে। তাদের কাছ থেকে কি রকম সেবাযত্ন পেতে পারেন? ওই সঙ্গসুখটুকু ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না।

একটু থামল কানন। আমি কেবল বকবকই করছি। আপনি চা খান। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নিতু বলল, আমি এখনও মুখ হাত ধুইনি।

সেকি! লিলি এই লিলি মুখ হাত ধোবার পানি দাও শিগগির।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওই যে তিনি বেরুলেন। আমি আসছি।

তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল নিতু।

সজল মাথার জল মুছতে মুছতে বলল, সরি। পাঁচদিন পরে ভাল করে গোসল করলাম। তুই কতক্ষণ?

কানন বলল, ওসব আর্টকালচার ছাড়, কবে ভোজ লাগাচ্ছিস তাই বল?

কিসের ভোজ?

আকাশ থেকে পড়লি মনে হয়!

ওহো। বুঝেছি। এনি ডে।

বহুত খুব। তাহলে সামনের রোববারই লাগা।

ঠিক আছে লাগালাম। কাজের ভার কিন্তু তুই নিবি। রাজি?

সানন্দে। তুই যা বলবি তাই করে দেব। নো প্রবলেম।

স্কুল থেকে ফিরে সজল চিৎকার করে ডাকল, নিতু, নিতু কোথায় তুমি।

কিন্তু নিতুর কোনও সাড়া নেই। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লিলি।

লিলিকে দেখে সজল বলল, নিতু কোথায়?

লিলি বলল, বাইরে গেছে।

বাইরে মানে কোথায়?

কানন সাহেবের বাড়ি।

হঠাৎ ওই বাড়িতে?

বাসন্তী ভাবী এসে নিয়ে গেছেন।

কখন ফিরবে কিছু বলেছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনাকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলছে।

তাহলে ঠিক আছে।

বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার পরেছিল, সেই চেয়ারটায় বসল সজল। চা দাও।

লিলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, বিকেলের চা নাস্তা কানন সাহেবের বাড়ি গিয়ে খেতে বলেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে তাহলে আর দিতে হবে না।

আপনি তাহলে আর বসে থাকবেন না, যান।

অনেকদিন পর যেন লিলির মুখের দিকে তাকাল সজল। খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি যে আমাকে আপনি করে বলছ?

তাহলে কী বলব?

আমি তো এখন একা! মানে বাড়িতে তো শুধু তুমি আর আমি।

তাতে কী হয়েছে?

আগে তো আমরা দুজন একা থাকলে তুমি আমাকে তুমি করে বলতে।

আগের দিন আর এখনকার দিন তো এক নয়।

হ্যাঁ আগে আমি বিবাহিত ছিলাম না। এখন বিবাহিত।

লিলি সজলকে তাড়া দিল। অযথা কেন সময় নষ্ট করছেন! যান, ভাবী অপেক্ষা করছেন।

সজল অবাক হল। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ কেন?

লিলি কথা বলল না।

সজল বলল, হঠাৎ করে আমি এমন একটা কাজ করে ফিরলাম ওই নিয়ে তুমি যে কিছু বললে না।

কথাটা আমি বুঝতে পারছি না।

মানে আমি আমার বিয়ের কথা বলছি। বিয়ে করে বউ নিয়ে এলাম, তুমি কিছু বলবে না?

আমি কেন বলব! এই নিয়ে কথা বলার আমি কে?

লিলির কথায় আশ্চর্য এক অভিমানের ছোঁয়া ছিল। সজল তা বুঝল। বলল, ব্যাপারটা হঠাৎ করেই ঘটে গেছে।

কিন্তু এই নিয়ে আপনি কেন কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি তো আমাকে বলেই ছিলেন আমাকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন না। ওই নিয়ে আমি আর ভাবিওনি। এই যখন অবস্থা তখন আর কথা কী।

কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে গেছ।

কী বলুন তো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি যাওয়ার আগের রাতে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল তোমার মনে আছে?

থাকবে না কেন?

থাকলে ওই বিষয়টি নিয়ে তুমি আমাকে কোনও প্রশ্ন করনি কেন?

আপনার সঙ্গে কথা বলার তেমন সুযোগও তো আমার হয়নি।

আজ তো হয়েছে। আজ বল।

আমার কিছু বলার নেই। আপনি বলুন, আমি শুনি।

আমি তোমাকে বলেছিলাম ফিরে এসে তোমাকে আমি একটা কথা বলব।

হ্যাঁ।

তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।

লিলি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। আমি এখনও অপেক্ষা করে আছি।

সজল চমকাল। তাই নাকি?

হ্যাঁ। হয়ত সারাজীবনই অপেক্ষা করে থাকব।

সজল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু বাড়ি গিয়ে জীবনটা উলটো পালটা হয়ে গেল আমার।

একে উলটো পালটা বলছেন কেন? এই তো স্বাভাবিক।

তা ঠিক। তবে মাঝখানে কাঁটার মতো বিঁধে রইলে তুমি।

মানে?

ফিরে এসে সত্যি সত্যি তোমাকে একটা কিছু বলতে চেয়েছিলাম আমি। সেই কথাটা তোমাকে আর বলা হল না।

না হোক।

কী বলছ লিলি?

ঠিকই বলছি। এক জীবনে কত কিছু ভাবি আমরা, কত কী স্বপ্ন দেখি। তার কোনওটা বাস্তবে মিলে যায় কোনটা মেলে না। আমাকে নিয়ে যদি আপনি কিছু ভেবে থাকেন সেই ভাবনাটা হয়ত মেলেনি। এই নিয়ে দুঃখ করে কী লাভ! আমার যে জীবন কেটে যাচ্ছে একটি স্বপ্ন দেখতে দেখতে, স্বপ্নটি যদি বাস্তব না হয় কী করব আমি! কী করার থাকবে আমার! আমার কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না। যান, ভাবী অপেক্ষা করছেন।

সজল কী রকম মন খারাপ করে উঠল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকজন কম হল না।

স্কুলের সহকর্মীরা তো ছিলেনই, দ্বীপের পরিচিত ব্যক্তিরাও ছিলেন। বাসার সামনে বাড়ির ছোট মাঠটিতে আয়োজন। ঘরেও চেয়ার টেবিল ছিল। বাবুর্চি আনা হয়েছিল। রান্নায় সহযোগিতা করেছে লিলি। তদারকি করেছে কানন। তার দৌড় ঝাঁপ দেখে মনে হচ্ছে সেই বুঝি বাড়ির কর্তা কিংবা ছেলের বড়ভাই, কিংবা বাবা।

নিতু হাসিমুখে উপহার গ্রহণ করেছ। তার সাজসজ্জা নতুন বউয়ের মতনই। চমৎকার দেখাচ্ছিল নিতুকে।

এক মহিলা বলল, কী সুন্দর দেখাচ্ছে বউটিকে।

অন্য মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওই বয়সে আমরাও কম ছিলাম না রে। যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা।

ছি অমন করে বলতে নেই।

তৃতীয় মহিলা নিতুকে রেখে লিলিকে নিয়ে কথা শুরু করল। বলল, লিলি মেয়েটি যাই বলিস দারুণ কাজের। কী খাটুনি খাটছে!

দ্বিতীয় মহিলা বলল, থাম। ওদের বেশি লাই দিতে নেই। মাথায় উঠে বসবে।

লিলি সেরকম মেয়ে নয়। ওর সম্বন্ধে যা শুনি....।

কানেনর স্ত্রী বাসন্তী বলল, শুনেছ তো আমার কর্তার মুখ থেকে। আমার কর্তাটি মেয়ে মানুষ দেখলেই...।

তুই খুব বাড়াবাড়ি করছিস। কানন তেমন লোক না।

বাসন্তী বলল, একটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। পুরুষ জাতটাকে চিনতে আমার বাকি নেই। সব শিয়ালের এক রা।

সে খুবই মুখরা টাইপের মহিলা। একবার কথা শুরু করলে আর থামে না। বাসন্তী হয়ত আরও কিছু বলত। কম বয়সী একটি বউ আসরের মহিলাদের মন অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য রত্না নামের এক মহিলাকে বলল, আপা আপনার শাড়িটি তো চমৎকার। কত পড়েছে?

রত্না বলল, দাম বলতে পারব না। সাহেব এনে দিয়েছেন।

রিক্তা বলল, তোমার সাহেবটির রুচি আছে। আমার সাহেব রঙকানা। এমন সব শাড়ি কিনে আনে, দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসন্তী এতক্ষণ চুপ করেছিল। সে আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, আসলে ব্যাপার কী জানিস, বউ পুরনো হয়ে গেলে সাহেবদের মন অন্যদিকে চলে যায়। দেখিস না ছুটির দিনেও বাড়ি ফিরতে দেরি হয়? যায় কোথায়? আমরা সবই বুঝি। কিন্তু কতদিক সামলাব বল? বাইরে কে কি করছে সেদিকে নজর রাখা কি ঘরের বউয়ের পক্ষে সম্ভব? তাদের ছেলেমেয়ে আছে না! সংসারের কাজ আছে না!

লিলি এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। তার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। নরম গলায় বলল, দুধ চিনি কি আপনারা মিলিয়ে নেবেন?

বাসন্তী হাত মুখ নেড়ে বলল, না তুমিই তৈরি করে দাও। দুধ চিনি মেশাতে গেলে চা চলকে পড়লে শাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। রান্না কতদূর?

একটু দেরি আছে।

কানন সেই সময় লিলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ; আচমকা বলল, লিলি আমাকেও এক কাপ চা দাও। আমি নিজেই তৈরি করে নিতে পারব তুমি বরং কিচেনে যাও।

বাসন্তী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ইস দরদ!

কানন বলল, বাসন্তী কুমারী, সব সময় রণচন্ডী হয়ে থাকা ঠিক নয়। মানুষের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। লিলি ভোর থেকে কিচেনে। সারাক্ষণ কী পরিশ্রম করছে আমি নিজের চোখে দেখেছি। তোমাদের জন্য চা করে এনেছে না চাইতেই। আর আমি? অফিস থেকে ফিরে হা করে বসে থাকি, কতক্ষণ পরে চা জোটে এই আশায়। পটের বিবি বাসন্তী শুধু শাড়ি আর গয়নার গপ্পো নিয়ে ব্যস্ত।

কাননের কথা শুনে ফুঁসে উঠল বাসন্তী, দেখলি? দেখলি তো। খোঁটা, কেবল খোঁটা। উঠতে বসতে খোঁটা। বল এরকম লোককে নিয়ে ঘর করা যায়?

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল বাসন্তী। একটু দম নিল। তারপর শুরু করল, ছেলেমেয়ে সামলাতে হয় না তো ওকে! সংসারের দিকে কতটুকু নজর? ছেলেমেয়ে আর সংসার নিয়ে আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আর উনি শুধু আড্ডা দিচ্ছেন, স্রেফ আড্ডা। বাড়িতে পান থেকে চুনটি খসলেই মুখ ভার। ছেলেমেয়ে দুটো, মানে আমার কোরাল আর ঝিনুক কী দুষ্টু! ওদের সামলে রাখতেই জান বেরিয়ে যাচ্ছে। এদিকে রান্নাবান্না আর ওদিকে ছেলেমেয়ের ঝামেলা, তোমরাই বল একা আমার পক্ষে সামলানো কি সম্ভব? একটা কাজের মেয়ে জোগার করে দিতে বলেছিলাম। সারা দ্বীপে নাকি একটিও কাজের মেয়ে নেই! বিশ্বাস করা যায়? তোমরাই বল?

বাসন্তী থামল। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে। ঘেমেও উঠেছে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

কানন শান্তস্বরে বলল, বাসন্তী, ক চামচ চিনি দেব তোমাকে?

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটাল বাসন্তী। খবরদার বলছি ফাজলামো করবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেগে চেয়ার ঠেলে উঠতে গিয়ে চায়ের কাপ উলটে ফেলে দিল বাসন্তী। দামি শাড়িটা গেল নষ্ট হয়ে।

কানন চেঁচিয়ে ওঠল। লিলি লিলি শিগগির একটু পানি আন।

বাসন্তী বলল, থাক হয়েছে। আমি বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। তুমি বরং কিচেনে গিয়ে দেখ লিলিকে সাহায্য করতে পার কিনা। আমার জন্য কাউকে ডাকতে হবে না।

এক মহিলা বলল, কানন সাহেব আপনি ওকে রাগান কেন বলুন তো?

কানন বলল, আপনারা বুঝবেন না রাগলে ওকে ভারি সুন্দর দেখায়।

কোরাল আর ঝিনুক দুভাই বোন এসে দাঁড়াল বাবার পাশে। স্বপ্নদ্বীপে জন্ম বলে এরকম নাম ওদের।

কোরাল বলল, বাবা তুমি মাকে রাগিয়ে দিলে কেন? জান তো মার প্রেসার আছে? মাথা ঘুরে যদি পড়ে যায়?

কানন ছেলেকে আদর করে বলল, যাবে না। তোর মায়ের মাথা বেশ শক্ত, অত সহজে ঘোরে না। বরং আমারই মাথা ঘুরিয়ে দেয় মাঝেমধ্যে। ভাবিস না, তোর মার কিচ্ছু হবে না।

ঝিনুক বলল, বাবা তুমি পায়েস খেয়েছ?

পায়েস।

হ্যাঁ বাবা লিলিখালা কী সুন্দর পায়েস করেছে! লিলিখালা আমাদেরকে পায়েস আর সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছে। খিদে পেয়েছিল কিনা।

কোরাল বলল, লিলিখালা কী ভাল!

চুপ চুপ। ওই তোদের মা আসছে। খবরদার লিলিখালার গল্প করবি না।

সজল ছিল দ্বীপের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে। তাদেরকে সময় দিতে হচ্ছিল।

লিলিকে দেখে সজল এক সময় বলল, লিলি, কতদূর?

তারপর কাননের দিকে তাকাল সে। কানন, দেখ না ভাই কত দেরি! এরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কানন ছুটে গেল কিচেনে। ফিরে এসে বলল, টেবিল সাজান হোক। রান্না রেডি।

পরিবেশনের জন্য বন্ধুবান্ধবরা আছে। চটপট খাবার সাজান হল।

ভির কমে যাওয়ার পর, বাসন্তী তার ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার পর সজল কাননকে বলল, তোর খাওয়া হয়েছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কানন বলল, হল কই? তোর?

নারে।

তাহলে লিলিকে ডাক। আমাদের খাবার দিতে বল।

লিলি কেন? বেচারি সারাদিন এত খেটেছে। ওরও তো খাওয়া দরকার। বরং তার খাওয়ার ব্যবস্থা হল কিনা দেখে আয়।

কানন উঠতে যাচ্ছিল, লিলি ওদের খাবার নিয়ে এল।

সজল বলল, লিলি, তোমার খাওয়া হয়েছে?

লিলি মৃদুস্বরে বলল, পরে খাচ্ছি।

ঠিক তখুনি গমগমে গলায় কে একজন বলল, ওকে ম্যাডাম। যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে তাহলে অ্যানাদার প্লেট প্লিজ।

সজল এবং কানন চমকে উঠল। তারপর অবাক হল। টিটু এল কখন!

টিটুর দিকে চোখ তুলেই নামিয়ে নিল লিলি। কী বড় বড় চোখ টিটুর! কী সুন্দর স্বাস্থ্য! কালো কিন্তু বেশ সুপুরুষ!

লিলি কিচেনের দিকে পা বাড়াল।

কানন বলল, টিটু, কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। কোত্থেকে এলে?

বাসন্তী ভাবীর কাছে খবর পেলাম এখানে এক জবর ভোজের আয়োজন হয়েছে। চলে এলাম।

তারপরই চিৎকার জুড়ে দিল টিটু। নতুন ভাবী কোথায়? ভাবী, ভাবী।

নিতু বেরিয়ে এল।

নিতুকে দেখেই তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল টিটু।

নিতু লাফ দিয়ে সরে গেল। ছি ছি এ কী!

এ কী মানে? শ্রদ্ধেয়া ভাবীকে সালাম করব না? ভাবী, অধমের নাম টিটু। অধম বলেই শূন্যহাতে এসেছি। তবে উপহারটা আপনার পওনা রইল। পরে দিয়ে দেব। এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে ভাবী, খাবার টাবার কিছু পাব?

সজল বলল, টিটু চুপচাপ বস। তোমার খাবার আসছে।

লিলি খাবার আনছিল। টিটু দেখল। দেখে স্থির হল। তারপর খেতে খেতে বলল, কী চাকরি! চরকির মতন ঘুরছি এদ্বীপ ওদ্বীপ। সারা স্বপ্নদ্বীপপুঞ্জ ঘোরা হয়ে গেল। তবে মজা পাচ্ছি সব জায়গাতেই।

কতদিন পরে এলে বল তো?

মাস পাঁচ ছয় হবে। বাসন্তী ভাবী বলতে পারে। বাসন্তী ভাবীর সঙ্গে সমিতির নাটকে পার্ট করেছিলাম মনে আছে। কোন মার্সে তা অবশ্য মনে নেই। সেই শেষ আসা।

বাসন্তী ভাবীকে তো বাড়িতেই দেখলাম। আর সব মহিলারা কোথায়? সবাই চম্পট দিয়েছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কানন বলল, নাটক, এখানেও নাটক হে। এখানকার নাটকের রচয়িতা ও পরিচালিকা তোমার বাসন্তী ভাবী স্বয়ং। সমস্ত কুশীলবদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে গেছেন তিনি।
অগ্নিকুন্ডের উদগীরণ বাড়িতে কেমন দেখলে?
শান্ত। কোরাল আর ঝিনুক দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।
এখানে কোথায় উঠেছ?
আপাতত এক বন্ধুর বাসায়।
থাকবে তো কিছুদিন?
সরকারের মর্জি। আশংকা করছি এখানেই হয়ত পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবে একটা। ওদিকের কাজ এখনও কিছু বাকি। সেটা শেষ হলেই সাইথ আইল্যান্ডের দিকে টানবে। তখন বাসা পাওয়া যেতে পারে।
তুমি যে কদিন আছ তোমার ভাবীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখ।
কেন বলুন তো?
তোমার ভাবীর রাগ যেমন আমার ওপর, অনুরাগ তেমন নাটকের ওপর।
ভাবী আবার নাটক ধরেছেন নাকি?
জব্বর নাটক।
লিলি এসে দাঁড়িয়েছে পান নিয়ে।
টিটু লিলির দিকে তাকাল। সরি ম্যাডাম, পান খাই না।
মশলা?
দিন।
টিটু হাত বাড়ার। লিলি মসলার কৌটো বাড়িয়ে দিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই নিতু বুঝে গেল সজলের সঙ্গে লিলির কোনও একটা সম্পর্ক আছে। দুজন দুজনের জন্যে কমেন যেন কাতর। ব্যাপরটা টের পেয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে লাগল সে। অকারণে লিলির সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করল। আগে আড়ালে ঝকাঝকা চলছিল। এখন সজলের সামনেই চালায়। সজল প্রতিবাদ করে না। চুপ করে থাকে। মানে থাকতে বাধ্য হয়।
নিতু একদিন একা একা বেড়াতে গেছে সেই সুযোগে সজলকে ধরল লিলি। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আপনি আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন। একটা কাজ জুটিয়ে দিন।
সজল কাতর গলায় বলল, দেখি কী করতে পারি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু তাড়াতাড়ি করুন। আমি আর পারছি না।

লিলি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

সজল ধরল কাননকে। আমি একটা সমস্যায় পড়েছি কানন।

কানন বলল, তোর আবার সমস্যা! অমন সুন্দরী বউ আর কাজের মেয়েটি যা পেয়েছিস!

সমস্যা ওকে নিয়েই।

মানে?

নিতু ওকে একেবারে সহ্য করতে পারছে না।

কানন বেশ চিন্তিত হল। তাহলে তো সমস্যাই।

একটা কথা বলব?

বল।

তোর ছেলে মেয়ে দুটিকে তো বাসন্তী ভাবী সামলাতে পারেন না। লিলিকে তোর বাড়িতে রেখে দে। তুই তো জানিসই দারুণ কাজের মেয়ে সে।

কানন কী ভেবে বলল, পাঠিয়ে দিস।

কাননের সংসারে এসে লিলির জানতে বাকি রইল না যে এখানেও একজন নিতু আছে। জীবনে অনেক পোড় খেয়েছে লিলি। সুতরাং সতর্কতা আর সাবধানতার সঙ্গে কাননের সংসারে কাজ করছিল সে নিরবে নিঃশব্দে। তবে সংসার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল কোরাল আর ঝিনুককে। লিলি ওদের সামলায় কখনও গল্প বলে কখনও গান শুনিয়ে। গল্প বা গান কোনওটাই সে ভাল পারে না তবু ওদের ভুলিয়ে রাখতে পারে। লিলি ওদের স্কুলে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে আনে।

কাননের সংসারে লিলি ক্রমশ মানিয়ে গেল।

বিকেল হলেই ছেলেমেয়েরা বায়না ধরে। লিলিখালা বেড়াতে নিয়ে চল। লিলি ওদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়।

বেড়াতে বেরিয়ে একদিন সজলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লিলির।

সজল বলল, কেমন আছ লিলি?

লিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার আর থাকা। জীবন কেটে যাচ্ছে আর কি!

সত্যি অদ্ভুত এক জীবন তোমার।

এমন জীবন মানুষের হয় না।

হয় তো বটেই। না হলে তোমার হল কী করে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সজল আর দাঁড়াল না।

সজল চলে যাওয়ার পর বেশ খানিকক্ষণ আনমনা হয়ে রইল লিলি। সজলের কথা খুব ভাবল। এই মানুষটাও তাকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিল। স্বপ্ন দেখিয়ে বাড়ি গেল, ফিরে এল লিলির স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে। হায়রে লিলির জীবন! একটা জীবন শুধু স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন ভাঙার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে।

লিলি উদাস হয়ে আছে দেখে কোরাল কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ করে বলল, সজল কাকুর বাসায় যাবে লিলিখালা?

লিলি চমকাল। তারপর হাসিমুখে বলল, না।

তাহলে সাবদার স্মৃতি সমিতিতে চল।

ওখানে কেন?

এমনি ঘুরে বেড়ালাম।

দারপরই দু ভাইবোন খুনসুটি শুরু করল।

লিলি বলল, কতবার তোমাদের মানা করেছি, তোমরা শোন না। শুধু শুধু ঝগড়া কর। চল, বাড়ি চল। আজ তোমাদের আর বেড়ান হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল দুজন। কোরাল আর ঝিনুক দুজন দুদিক দিয়ে লিলির দুহাত ধরল। কাতর গলায় বলল, লিলিখালা আর কখনও এমন করব না।

তোমরা প্রতিবারই একথা বল আর প্রতিবারই কথার খেলাপ কর। তোমরা ভারি দুষ্টু।

আর কখনও দুষ্টুমি করব না।

ঠিক তো?

ঠিক লিলিখালা।

লিলি সুন্দর করে হাসল। তাহলে চল সাবদার স্মৃতি সমিতিতে এক চক্কর ঘুরে আসি।

দুজনে লিলির দুহাত ধরে হাঁটতে লাগল।

কানন বাসন্তীর পরিবারটি ছোট কিন্তু প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। সর্বক্ষণ টগবগ করছে। বাসন্তী তো একাই একশ। ওর ব্লাডপ্রেসার আছে, অল্পেই উত্তেজিত হয়। রাগলে চোখ মুখের রঙ বদলে লাল হয়ে ওঠে আর তা দেখার জন্যই মাঝে মধ্যে তাকে রাগিয়ে দেয় কানন। তখন মুখে যা আসে বাসন্তী তাই উগরে দেয় স্বামীর উদ্দেশ্যে। অন্যের শুনতে খারাপ লাগে কিন্তু কানন বেশ উপভোগ করে ব্যাপারটা। এও এক সুখবিলাস কিনা কে জানে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসন্তী ইদানিং কিছুটা শান্ত। লিলি আসার পর তার পরিশ্রম কমেছে। সে বেশ বিশ্রাম পায়। মেজাজ ভালই থাকে। তবু স্বামী দেবতাটির ওপর নজর আছে ঠিক। কাজের জন্য রাখা হলেও লিলির সুঠাম স্বাস্থ্যের দিকে তাকাবে না এমন বোকা পুরুষ আছে নাকি? তাও যদি ঘরের মধ্যেই থাকে মেয়েটি। এ কমাসে যেন আরও ভর ভরাট হয়ে উঠেছে লিলি। স্বামী দেবতাটির দিকে নজর কি বাসন্তী রেখেছে সাধে! অবশ্য লিলির সঙ্গে কাননের কোনও অশোভন আচরণ সে কখনও দেখেনি।

তবু মোম আর আগুন তো। এক সময় গলবেই। আশংকা সেখানেই।

দ্বীপে প্রবাসী মহিলা সমিতি ছিল একটা। বাসন্তী তার উদ্যোক্তা। এখন সর্বময়ী কর্ত্রী। দ্বীপের প্রবাসী মহিলাদের একত্রে মিলিত হওয়া, গল্প করা, আড্ডা দেয়া, প্রথম দিকে এই ছিল চেহারা। তারপর গানের ক্লাস খোলা হল তার পর নাটক। গান ও নাটকের অনুষ্ঠান মাঝে মধ্যেই হয়েছে সাবদার স্মৃতি সমিতিতে। এখন প্রবাসী মহিলা সমিতি সুনামী প্রতিষ্ঠিত সংস্থা।

নতুন ধরনের একটা নাটক করার ইচ্ছা বাসন্তীর বরাবরই ছিল। সাহস করে ধরেও ছিল। কিন্তু নাটকের দ্বীপবাসীর চরিত্রটি তালিম দিয়েও তৈরি করা যাচ্ছিল না। সে নিজে বিশেষ পটু নয় ওই ভাষায়। তৈরি করবে কী করে? টিটুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। টিটুর ঘুরে ফিরে আবার স্বপ্নদ্বীপে এল। বাসন্তী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

টিটু ভাই তোমাকে ওই চরিত্রটা করতে হবে।

টিটু হাসিমুখে বলল, গ্লাডলি।

তাহলে রিহার্সেল শুরু করি?

অবশ্যই।

সাবদার স্মৃতি সমিতিতে এক রজনী অভিনয় হয়ে গেল। নাটক উৎরে গেল ঠিকই কিন্তু খটকা লেগে রইল এক জায়গায়। টিটুর স্ত্রীর ভূমিকায় বাসন্তীর চেহারা ও স্বাস্থ্য ঠিক যেন মানাল না। মেকাপেও সামলান গেল না। বাজে মন্তব্য দু একটা কানে এল। বাসন্তী চিন্তায় পড়ে গেল।

কি করা যায় বল তো?

কানন বলল, ভাবছি।

তোমার জানাশোনা কেউ নেই যাকে চরিত্রটায় ভাল মানাবে?

না। আমি পরনারীর দিকে খুব কম তাকাই।

ফের!

কানন সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করল। সরি ম্যাডাম।

বল না কী করা যায়? কাকে ধরি?

লিলি এসময় চা নাস্তা নিয়ে এল। ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কানন বাসন্তীর দিকে তাকাল। বলব?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসন্তী বলল, জানতেই তো চাইছি।

শুনে রাগ করবে না তো?

বাজে বকো না। আমি মরছি আমার জ্বালায় আর উনি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন।

তোমার ওই লিলিটিকে কেমন মনে হয়?

লিলি! যাহ ও কি অভিনয় পারবে?

তালিম দিয়ে দেখ না।

তবে লিলিকে সত্যি ওই চরিত্রে বেশ মানাবে। গায়ের রঙ চরিত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বয়সও কম। দর্শকরা ওকে নেবে ওর চেহারার জন্য।

রাইট।

সঙ্গে সঙ্গে লিলিকে ডাকল বাসন্তী, লিলি, এই লিলি শোন, কাল থেকে তুই আমার সঙ্গে রিহার্সালে যাবি।

সব শুনে লিলি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। অভিনয় করতে হবে তাকে! অসম্ভব! সে কী করে পারবে! অভিনয় তো জীবনে কখনও করেনি সে!

লিলি কাঁচুমাচু গলায় বলল, আমি পারব না ভাবী।

বাসন্তী সাহস দিল, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ঠিক পারবি। অভিনয় এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আমার সঙ্গে রিহার্সেলে চল দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

পরদিন রিহার্সেলে যেতে বাধ্য হল লিলি। রিহার্সেল করাল টিটু। রিহার্সেল শুরু করার আগে লিলিকে সে বলল, একদম ভয় পাবেন না। অভিনয় খুবই সহজ জিনিস। অভিনয় শেখার কিছু নেই। কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তো অভিনয় করছি আমরা।

এই কথাটি মনে রেখে রিহার্সেল শুরু করল লিলি। সত্যিই তো জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই অভিনয় করছে সে।

দিন কয়েক জোর রিহার্সাল চলল তারপর। ঈদ এসে গেছে। ঈদের তিনদিন পর রোববার সন্ধেবেলা নাটক মঞ্চস্থ হবে। খবর ছড়িয়ে গেছে সারা স্বপ্নদ্বীপে। প্রচারের কাজটি বেশ ভালই করেছে কানন।

আশ্চর্য ব্যাপার লিলির অভিনয় উৎরে গেল চমৎকারভাবে। যাকে নিয়ে ভয় ছিল সে লিলিই প্রশংসা পেল সবচে বেশি। অনাড়ষ্ট সহজ সাবলীল অভিনয় ছিল লিলির। ওদের দুজনকে ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। একবারও মনে হয়নি যে ওরা অভিনয় করছে।

নাটকের সাফল্য দেখে কানন তাঁর স্ত্রী বাসন্তীকে বলল, একটা গেট টুগেদার কর।

বাসন্তী ভুরু কোঁচকাল। কেন?

আহা ওদের দুজনকে মানে টিটু আর লিলিকে অন্তত একদিন একটু খাইয়ে দাও।

থাক। খুব হয়েছে। ওদের জন্য তোমার যখন এত দরদ তুমি বন্দোবস্ত কর। আমি পারব না।

কানন বুঝতে পারছিল এটা হচ্ছে বাসন্তীর ঈর্ষা। তাকে টপকে গেছে লিলি বাসন্তীর তা সহ্য হচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু গেট টুগেদার হল। অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলী সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। হাসি আনন্দে বেশ কেটেছে একটা দিন।

এ আনন্দ মিটতে না মিটতে আর এক আনন্দ সংবাদ এল।

সোনাপুর থেকে চিঠি লিখেছে শোভা। আমার বিয়ে, আপনাদের আসা চাইই।

কাননের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শোভা। আগে এই দ্বীপে ছিল। সে সময় আলাপে আলাপে আত্মীয় পরিচয় বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর ঘনিষ্ঠতা হয়। পরে এই দ্বীপ থেকে বদলী হয়ে যায় শোভারা। দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় বেশ মন খারাপ করেছিল শোভা। বলেছিল, দূরে চলে যাচ্ছি ঠিকই তবে সোনাপুর স্বপ্নদ্বীপপুঞ্জেরই একটা দ্বীপ। আসব মাঝে মধ্যে। আপনারাও যাবেন। দেখা সাক্ষাৎ না থাকলে মনে হবে সত্যি দূরে চলে গেছি।

শোভা এসেছে দু তিনবার। বাসন্তীদের যাওয়া হয়নি একবারও। এই চিঠি পাওয়ার পর কেউ না গেলে বড় অশোভন হয়।

কিন্তু কে যাবে?

কোরাল আর ঝিনুক লাফালাফি করেছিল কিন্তু বাসন্তীর দাবড়ানিতে একেবারে চুপ। ওদের পরীক্ষা সামনে, এখন বেড়াতে গেলে চলে? তাহলে ওদের দেখাশোনা ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে দুই মহিলার একজনকে থাকতে হয়। এই প্রস্তাব করেছিল কানন। তাকেও দাবড়ানি খেতে হল। কী ছোটলোক রে বাবা! ওটি হচ্ছে না। লিলি আমাদের সঙ্গে যাবে।

কানন বিরক্ত হল। আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। ছুটি পাব না।

'তবে কি আমি আর লিলি দুই মেয়েমানুষ যাব এতখানি পথ? বিপদ আপদ আছে। সোনাপুর তো আমার বাপের বাড়ি নয় যে লোক গিয়ে পৌঁছে দেবে?

তোমার বাপের বাড়ির কথা জানা আছে। এত বছর স্বপ্নদ্বীপে আছ না একটি লোক এসেছে কখনও খোঁজ নিতে কেমন আছ না আছি? গলায় ঝুলে পড়েছ, ব্যস বাপ মায়ের কর্তব্য খতম। একেই বলে ভালবাসার গলায় দড়ি।

বাসন্তী ক্ষেপে উঠেছিল। টিটুকে দেখে থেমে গেল।

টিটু বলল, হোয়াটস দ্য ম্যাটার রাণী বাসন্তী বউদিদিমণি?

বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল বাসন্তী। টিটু ভাই তুমি কি দিন পাঁচেকের মতন ছুটি নিতে পার?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারি। কিন্তু কেন?

সোনাপুর যেতে হবে।

আরেকটু পরিস্কার হোক বিষয়টি।

সোনাপুরে আমার এক আত্মীয়ের বিয়ে। যাওয়া দরকার।

তা এ অধম কেন? ভাইয়া তো ছিলেনই।

ওর ছুটি নেই। তাছাড়া আমরা দুজন চলে গেলে ছেলেমেয়ে সামলাবে কে?

সপরিবারে যেতে পারেন।

কোরাল আর ঝিনুকের পরীক্ষা।

তাহলে সমস্যা বটে।

সেজন্য তোমাকে বলা। তিনজনের টিকিট কাট। তুমি আমি আর লিলি।

কবে যেতে হবে?

দেরি আছে। দিন তিনেক পরে।

দেখি।

পরদিন বাজার করে ফিরছিল বাসন্তী, সঙ্গে লিলি। বাজারের থলে তার হাতে। বাজার সম্পর্কে কথাবার্তা হচ্ছিল।

বাসন্তী বলল, দেখলি তো কান্ড! মেনল্যান্ড থেকে জিনিসপত্র না এলে বাজার একেবারে গরম, তাও সব জিনিস পাওয়া যায় না। সরষের তেল জিরে হলুদ মরিচ উধাও। নারিকেল তেল দিয়ে কি রান্না করা যায়? অভ্যেস করতে হচ্ছে।

লিলি বলল, মরিচ আর সুপুরি কিন্তু পাওয়া যায়।

সুপুরির কথা ছেড়ে দে। বস্তা বস্তা চালান যাচ্ছে চিটাগাং চালনা।

লিলি আনমনা গলায় বলল, মাছ তো আছেই।

তা আছে। আড়াইশ রকমের মাছ। চাট্টিখানি কথা। চিংড়ি অজস্র।

মাছের মধ্যে সেরা নাকি সুরমাই?

ঠিকই বলেছিস। বোধহয় সজল এনেছে আর তুই রান্না করেছিস। হ্যাঁরে সজলের সঙ্গে তোর দেখা হয়?

রাস্তায় একবার হয়েছিল।

বাজারের ঢালু রাস্তা ধরে ওপরের দিকে আসছিল বাসন্তী আর লিলি। টিটু একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছিল। ওদের দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল। আসুন চা খেয়ে যান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিল টিটু। বেয়ারা তিন কাপ চা দিয়ে গেল।
টিটু বলল, বছর দশেক আগে হলে আমিই আপনাদের সার্ভ করতাম। তখন আমি এখানে বেয়ারা হিসেবে কাজ করি।
বাসন্তী বলল, তুমি তো অনেক কিছুই করেছ।
হ্যাঁ একেবারে নিচু থেকে উঠে আসতে হয়েছে। জন্মেছি চিটাগাংয়ে। বাপ মাকে হারিয়েছি ছোটবেলায়। মা বাবার একমাত্র সন্তান। চাচা কাছে টেনে নিয়েছিলেন। চাচা মানুষটি নিরীহ। চাচী ঠিক বিপরীত। তাঁর কাছে আমি ছিলাম উটকো ঝামেলা। এই জ্ঞানটি হল একটু বড় হবার পর। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালই ছিলাম। আমি টপটপ করে ক্লাসে উঠে যেতাম আর চাচার ছেলে মৃদুল ডিগবাজি খেয়ে একই ক্লাসে দুতিনবার। আমি ওপরের ক্লাসে উঠলে চাচা মিষ্টি কিনে এনে আমাকে খেতে দিতেন। তাই দেখে চাচী রেগে টঙ। একদিন হঠাৎ দেখি চাচী আমার সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করছে। এক গাদা কোর্টের কাগজ সামনে মেলে ধরল চাচী। চিহ্ন দেয়া জায়গাগুলো দেখিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, দাও বাবা সই করে দাও।
একথা শুনে বাসন্তী চোখ বড় বড় করল। সঙ্গে সঙ্গে তুমি সই করে দিলে?
টিটু হেসে বলল, দিলাম। তখন কতই বা বয়স? ছেলেমানুষ। অত বুঝিনি।
কোর্ট তো ছিল। কোর্টে যাওনি?
গিয়েছিলাম। চাচার হাত ধরে।
কোর্ট কিছু বলেনি?
চাচাই তো বলল। হুজুর সম্পত্তির ও কি বুঝবে? ওর বাবার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দেখভাল করবার জন্য ও নিজেই আমার নামে সব লিখে দিয়েছে। এই দেখুন সব কাগজে ওর সই আছে। চাচা কোর্টের কাগজগুলো দেখালেন। আমি কাগজগুলোর মর্ম কিছুই বুঝিনি। চুপ করে রইলাম।
সর্বনাশ।
টিটু কপাল টোকা দিয়ে বলল, কপাল।
তারপর?
ক্রমে ক্রমে টের পেলাম পৃথিবী বড় কঠিন ঠাঁই। চাচা চাচী আমাকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। উৎপীড়ন চলছিলই। সহ্য করতে না পেরে একদিন বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।
সে কী! ওই বয়সে?
বয়স তখন আঠার। জগৎ সংসার সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই নেই। চিটাগাং টাউনে কোনও কাজ জুটল না। মাথা গোজবার আশ্রয় পর্যন্ত পেলাম না। একদিন হঠাৎ দেখা চাচার ছেলে ওই মৃদুলের সঙ্গে। অবাক হয়ে বললাম, তুই? মৃদুল যা বলল তার সারমর্ম এই, সে আবার পরীক্ষায় ফেল করেছিল বলে ওর মা নাকি ঝাঁটা মেরেছিল। বের হ বাড়ি থেকে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন ছেলের মুখ আমি দেখতে চাই না। সেই অভিমানে বাড়ি থেকে চলে এসেছে মৃদুল। দুজনের তখন একই অবস্থা। আমি বললাম কী করা যায় বলতো? মৃদুল বলল, ভাবছি ভেসে পড়ব।

কোথায়?

আরে চল না।

সমুদ্রপথে মোটামুটি দীর্ঘ পাড়ি বলা যায়। পাঁচশ তেত্রিশ কিলোমিটার পাড়ি দিলাম জাহাজে। জানতাম মাসে দুবার যাতায়াত করে জাহাজ চিটাগাং থেকে স্বপ্নদ্বীপ আর স্বপ্নদ্বীপ থেকে চিটাগাং। ভাড়া বাঙ্কে উনসত্তর টাকা। অত টাকা পাব কোথায়? মৃদুল তুখোড় ছেলে। আমাকে নিয়ে যাত্রীদের ভিড়ে ঢুকে বেরিয়ে গেল হাসিমুখে। নামলাম স্বপ্নদ্বীপে। আবার সেই চিন্তা। স্বপ্নদ্বীপে এসে আমি যখন হিমসিম খাচ্ছি চাচার ওই দুরন্ত ছেলে মৃদুল একাই পাড়ি দিলো অন্য আশ্রয়ের খোঁজে। এবং পেয়েও গেল। আমি পড়ে গেলাম মহাফাপরে। মুটেগিরি করলাম দিনকতক। তারপর এই রেস্টুরেন্টে বেয়ারার কাজ। পছন্দ হল না। একটু ফাঁক পেলেই এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতাম। ভাল রাস্তাঘাট তৈরির কাজ তখন চলছিল দ্বীপে। ওই ধরনের কাজের সুযোগ পেয়ে গেলাম। জঙ্গল সাফ করা আর মাটি কাটা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদীদের সঙ্গে লেগে গেলাম ওই কাজে। পরিশ্রমী কাজ। তবে ভাল লেগে গেল। সেই শুরু। তবে উন্নতি বিশেষ হয়নি। এখন রোডমেট মানে লেবারদের সর্দার আর কি।

টিটু হো হো করে হেসে উঠল।

ছোট জাহাজ।

এই একটিমাত্র জাহাজ মধ্যে ও উত্তর স্বপ্নদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ভিড় এই কারণে বেশি। সপ্তাহে একবার যাওয়া আসা করে জাহাজ।

টিটু বলল, ভাবী আগেই বলে রাখছি এই জাহাজে কিন্তু গোসলের ব্যবস্থা নেই।

শুনে আঁতকে উঠল বাসন্তী। তাহলে?

জাহাজ যেখানে যেখানে থামবে দড়ি বাঁধা বালতি ডুবিয়ে মাথায় জল ঢালে অনেকে। গোসলের ইচ্ছে হলে তাদের দেখাদেখি আপনিও করে নেবেন।

বাসন্তী নাক সিটকে বলল, না না ওভাবে গোসল করতে আমি পারব না। দশজনের সামনে ভিজে কাপড়ে, ছি!

লিলি বলল, সোনাপুর আসলে কতদূর?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দূরত্ব কিন্তু কম নয়।
বাব্বা এতদূর পথ যেতে হবে এই ছোট জাহাজে!
কত লোক যাচ্ছে।
দূরের এক দ্বীপ দেখিয়ে বাসন্তী বলল, ওটা কোন দ্বীপ?
টিটু বলল, ওটা হচ্ছে ফুলদ্বীপ। এখনও জেটি হয়নি দ্বীপে। জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে জলে। ছোট ছোট ফেরিবোট আসে জাহাজের কাছে। যাত্রী ওঠানামা করে। এই কারণে জাহাজ ছাড়তে দেরি হয়।
সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। পান্না সবুজ জলে রঙের কী বাহার এখন! ছোট জাহাজ জল তরঙ্গে দুলছে আর রঙ ভেঙে ভেঙে পড়ছে জাহাজের দুপাশে। লিলি উঁকি মেরে জলের রঙ দেখাছিল।
টিটু পাশে এসে বাসন্তীকে বলল, নামবেন নাকি?
না ইচ্ছা করছে না।
লিলি বলল, আমি একটু ঘুরে আসব?
বাসন্তী বলল, যা কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরিস।
লিলিকে হাত ধরে নামাল টিটু। নেমে লিলি যেন একেবারে ঝলমল করে উঠল। জাহাজের ভেতরকার ভ্যাপসা গরম থেকে বেরিয়ে সে যেন মুক্তির স্বাদ পেল। বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গেছে।
ফুলদ্বীপের রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতন। মাথাগুলো অন্ধকার। সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া লেগে ডালপালায় শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন দৈত্যরা দাঁত কিড়িমিড়ি করছে। আচমকা কেমন ভয় হল লিলির। নিজের অজান্তেই টিটুর হাত চেপে ধরল সে।
টিটু বলল, ভয় নেই। আমি আছি।
লিলি বলল, আমার গা ছমছম করছে।
আমি যখন এদিকে কাজে এসেছিলাম তখন লোকবসতি প্রায় ছিলই না। রাতেরবেলা গভীর অন্ধকারে থাকত দ্বীপ। অন্ধকারেই থেকে গিয়েছি মাসের পর মাস। অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে। কত সাপ যে চলে গেছে গায়ের ওপর দিয়ে!
সাপের কথা শুনে লিলি আরও জোরে চেপে ধরল টিটুর হাত।
তোমার কী সাহস!
সাহস না থাকলে তোমাকে নিয়ে এই দ্বীপে নামি?
বারে আমি তো নিজেই নামলাম।
এটাই আমার সৌভাগ্য।
হাঁটতে হাঁটতে একটা হোটেল মতো দেখতে পেল ওরা।
লিলি বলল; ওটা কি হোটেল?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিটু বলল, হোটেল নয় হোটেলের মত। খাবর জিনিস সব পাওয়া যায়। খাবে? চল। জাহাজে শুধু চিড়ে বিস্কুট চানাচুর এসব খেতে হয়েছে। হোটেলে মাছ ভাত খেয়ে শরীরটা ঝরঝরে লাগছিল লিলির।

টিটু এবং লিলি জাহাজে ফিরে এসে দেখে বাসন্তী চিড়ের কৌটো খুলে বসেছে। জলে ভিজিয়ে চিনি মেখে খাবে। ওদের দেখে আরও চিড়ে ভেজাতে যাচ্ছিল, টিটু বলল, আমরা ভাত খেয়ে এসেছি। আপনি গেলেন না, আমরা কী সুন্দর মাছ ভাত খেয়ে এলাম।

বাসন্তী কটমট করে ওদের দিকে তাকাল। এখানে মাছ ভাত পাওয়া যায়? আমার সঙ্গে চালাকি করো না।

চালাকি না, সত্যি পাওয়া যায়। আপনি গেলে খুব আনন্দ হত।

দরকার নেই ভাতের। আমার এই চিড়ে মুড়িই ভাল।

বাসন্তী গম্ভীরভাবে চিড়ের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খেতে লাগল।

কিছু যাত্রী নেমে যাওয়ায় খানিক জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। টিটু তবু নিজের জায়গা ছেড়ে দিল যাতে ওরা স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পারে।

তখন রাত বাড়ছিল। একটু যেন শীত শীত করছে। গভীর সমুদ্রের হু হু হাওয়া আসছে খোলা জানালা দিয়ে। টিটু পর্দাগুলো নামিয়ে দিল। উষ্ণ হয়ে উঠল রুমের ভেতরটা।

সারা রাত টিটু আর ভেতরে ঢোকেনি। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রেলিঙ ধরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে নিল খানিকটা। এভাবে ঘুমোনোর অভ্যেস আছে।

সমুদ্রে ভোর হাচ্ছিল। সূর্য উঠছিল। সূর্যের রঙের কী আশ্চর্য সমারোহ! আকাশও যেন ভরে গেছে রঙে রঙে। সাগর জলে পড়েছে তার প্রতিফলন। জাহাজ চলছে দুলে দুলে। তরঙ্গের অভিঘাতে ছিটকে ছিটকে পড়ছে জল। কী অপরূপ দৃশ্য।

কোন ফাঁকে লিলি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে টিটুর পাশে। সেও দেখছিল এই আশ্চার্য ভোর। সমুদ্র জলে জাহাজের আগে আগে ঝাঁক বেঁধে চলেছে ডলফিন। ভারি সুন্দর ওদের চলাচল।

এই রকম ডলফিনের খেলা আগেও লিলি একবার দেখেছে। তখন পাশে ছিল সেলিম আর এখন টিটু। দুজনেই পুরুষ। কে ভাল কে মন্দ বোঝা মুশকিল! যে সাগরে ডলফিন আছে সে সাগরে হাঙ্গরও তো আছে!

লিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিটু বলল,দেখছ কী লম্বা লাফ দিল উড়ুক্কু মাছটা!

লিলি বলল, লাফ দিয়েছে কী সাধে! সীগাল কী করম ছোঁক ছোঁক করছে দেখেছ।

এই ধরা ছোঁয়াটা জীব জগতের এক মস্ত বড় আর্ট। কেউ ধরা পড়ে কেউবা ছোঁয়াটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট।

লিলি উদাস স্বরে বলল, কী জানি।

তারপর টিটু একসময় আচমকা বলল, বাসন্তী ভাবীর কাছে। তোমার কথা কিছু শুনেছি বাসন্তী ভাবী তোমাকে ঠিক সহ্য করতে পারেন না।

কী করে বুঝলে?

ভাবীর কথাবার্তায়।

তারপর একটু থেমে যেন নিজের কাছে বলছে এমন স্বরে টিটু বলল, মানুষের আসল পরিচয় পাওয়া খুব কঠিন।

আমারও তাই মনে হয়।

জাহাজ জল কাটছে; দুলছে, রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে কোন ফাঁকে। সাগরের জল চিকচিক করছে হীরক খন্ডের মতন। জলের রঙ বদলে যাচ্ছে।

লিলি বলল, বেলা হয়ে গেছে। চল রুমে যাই। বাসন্তী ভাবী নিশ্চয় অপেক্ষা করছেন। আমাদের জন্য হয়ত চা খাওয়া হচ্ছে না তার।

ঠিকই বলেছ। চল।

ওরা রুমে ফিরল।

মুখ দেখা বোঝা গেল কোনও না কোনও কারণে বাসন্তী খুব বিরক্ত। চা খেতে খেতে বলল, এমন জানলে কে আসত। এ তো দেখি মহা শাস্তি! টিটু আর কতদূর?

টিটু বলল, অস্থির হবেন না। প্রায় এসে গেছি। মাত্র একরাত। তারপরই সোনাপুর।

এখনও একরাত?

বাসন্তী তারপর হঠাৎ কেমন ক্ষেপে উঠল। তোমার ভাইয়ার আক্কেলটা দেখলে? নিজে আরামছে অফিস করছেন আর ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হোটেলে গিলছেন আর ছেলেমেয়েদের গেলাচ্ছেন। রান্নার কোনও বালাই নেই। ঝাড়া হাত পা। আর এই সোনাপুর না জাহান্নামে আসার বেলায় আমি। নিজে আসতে পারত না? স্বার্থপর, বুঝলে পুরুষ জাতটা হাড়ে হাড়ে স্বার্থপর।

টিটু নিরীহের মতন হাত জোড় করে দাঁড়াল। ওরকম পুরুষদের মধ্যে আমিও কী পড়ি? তুমি! হ্যাঁ তুমিও এক নম্বর স্বার্থপর। তোমাকে সঙ্গে এনে ভুল করেছি আমি। জানি, আমি সব জানি। লিলিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছ। হোটেলে গিয়ে মাছ ভাত খাচ্ছ। বুঝি সব বুঝি। তোমরা পুরুষরা সবাই একসূত্রে বাঁধা। মেয়েমানুষ দেখলেই ছোঁক ছোঁক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসব কথা শুনে লিলির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে কোনও দিকে তাকাল না। মাথা নিচু করে বসে রইল।

টিটু সহ্য করতে পারল না। আচমকা বলল, লিলিকে আমার ভাল লাগে।

বাসন্তী বলল, তা তো লাগবেই। হতচ্ছাড়ি যেখানে যায় সেখানটাই ছারখার করে দেয়। টিটু তুমি যে ওকে পছন্দ করছ তা আমি জানি। হয়ত বিয়েও করতে চাইবে। কর ভাল কথা। কিন্তু ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছ? স্বপ্নদ্বীপের দাগী মেয়েমানুষের চেয়েও ওর চরিত্র.....।

চুপ করুন, চুপ করুন। এভাবে ওকে অপমান করতে পারবেন না। চরিত্র! এ সমাজে কার চরিত্র কেমন তা জানতে আমার বাকি নেই। ওকে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে কতকগুলো কুচরিত্র কামুক পুরুষ। না পেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আপনিও তো ওকে সহানুভূতি জানিয়ে কাছে টেনে নিতে পারতেন। পারেননি কেন তাও আমি জানি। আপনার মনে ঈর্ষা ছিল। ভয় ছিল। ওই সুস্বাস্থ্য সুন্দরী মেয়েটির কাছে আপনি অভিনয় দক্ষতায় পরাস্ত হয়েছেন এই ঈর্ষা। আর ভয়? আপনার অনুগত স্বামী দেবতাটি পাছে ওর কবলে পড়ে যায়!

বাসন্তী রাগে অপমানে চিৎকার করে উঠল। ছোটলোক অভদ্র ইতর।

তারপর হাউমাউ করে কান্না শুরু করল।

পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠবে লিলি ভাবতে পারেনি। তার শরীর কাঁপছিল। রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। মুখ টকটকে লাল। বাসন্তী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। লিলির মনে হল তার চোখ থেকে বুঝি আগুন ছিটকে বেরুচ্ছে। লিলি চোখ ফিরিয়ে নিল। চুপচাপ তাকিয়ে রইল সাগর জলের দিকে। এই জলে এখনই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কতবার এ চেষ্টা সে করেছে। একবারও পারেনি।

এবারও পারল না। কেবলি আটকে যায় পা। কে যেন টেনে ধরে পেছন থেকে।

লিলির কান্না পাচ্ছিল। সে চোখে আঁচল চাপা দিল।

দুপুরের পরে জাহাজ ভিড়ল এক বন্দরে। প্রচুর লোক ওঠানামা করল। নামল বেশি উঠল কম। টিটু নেমে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, চটপট নেমে আসুন। আশ্রয় পাওয়া গেছে। রাতটা ভালভাবে কাটাতে পারবেন। আসুন।

ছেলেটার ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না। যেমন হাসিখুশি তেমন প্রাণবন্ত। ছোট এই জাহাজে দুরাত কাটিয়ে শরীর একেবারে কাহিল বাসন্তীর। কাঠের ওপর শতরঞ্চি পেতে শুয়ে আরাম পাওয়া যায়? হাড়গোড় যেন একাকার হয়ে গেছে।

বাসন্তী আড়মোড়া ভাঙল। উঠে দাঁড়াল। লিলির দিকে তাকিয়ে বলল, আয় লিলি।

জেটি বলতে বাঁশ আর কাঠের পাটাতন। বেশ দীর্ঘ। তবু ভালভাবেই পার হয়ে এল বাসন্তী আর টিটু। লিলি পেছনে।

জেটির অপর প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল এক যুবক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিটু বলল, আমার চাচার ছেলে মানে আমার চাচাত ভাই মৃদুল এখানে বেশ জমিয়ে বসেছে।

হাঁটতে কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। পরিস্কার রাস্তা। কিছুদূর আসার পরই কাঠের দোতলা বাড়ি।

ঘরে ঢুকেই মৃদুল চিৎকার করে ডাকল, জলি জলি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল একটি বাইশ তেইশ বছরের যুবতী। কালো কিন্তু সুঠাম দেহ। কপালে বড় একটি টিপ। গলায় ঝিনুকের মালা। হলুদ রঙের শাড়ি পরনে, ভরাট বুকের ওপর শাড়ির প্রান্ত টেনে রাখা। ভেতরে জামা নেই। বাসন্তী আগেও খেয়াল করে দেখেছে ভেতরের জামা পরার অভ্যেস এখানকার মেয়েদের কারও নেই। তবে জলির চোখ দুটি ভারি স্নিগ্ধ।

নারকেল গাছের মাথায় অন্ধকার জড় হয়েছে। বন্দর দ্বীপ এখন অন্ধকারে ডুবে আছে। সমুদ্রের শো শো হাওয়া এতদূর অবধি শোনা যায়।

খাবার টেবিলে বসে ওদের চক্ষু স্থির। এ কী কান্ড! ডিস ভর্তি খাবার। বেশ গরম আছে এখনও। দারুণ সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। এখানে বিরিয়ানি পাওয়া যায় নাকি?

মৃদুল বলল, সবই পাওয়া যায়। জলি কই? এই জলি এস।

জলি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ঘাড় নাড়ল। সে এখন খাবে না।

খেতে খেতে গল্প করছিল মৃদুল। এখানে এসে সে তার বাবার এক বন্ধুর দেখা পায়। ছোট একটা রেস্টুরেন্টের মালিক তিনি। নিঃসন্তান। মৃদুলকে তিনি ছেলের মতো করে কাছে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর রেস্টুরেন্ট আসে মৃদুলের দখলে। ভদ্রলোক লিখে দিয়ে যান তাকে। সেই রেস্টুরেন্ট বুদ্ধিবলে আর পরিশ্রমে বন্দরের সেরা রেস্টুরেন্ট হিসেবে দাঁড় করিয়েছে মৃদুল।

মৃদুল বলল, আমার রেস্টুরেন্টের খাবার আপনারা খাচ্ছেন। কেমন হয়েছে বলুন?

লিলি বলল, চমৎকার।

খাওয়া দাওয়ার পর এক ঘরে ওরা তিনজন, বাসন্তী লিলি আর জলি। মৃদুল আর টিটু তখনও ফেরেনি। খাওয়া দাওয়ার পর দোকানে চলে গিয়েছিল। ঘরের বাতি নেভানো, রাস্তার আলো এসে পড়েছে সামান্য। আবছা পরিবেশ। বাসন্তীর ইচ্ছা ছিল গল্প করে। কিন্তু জলি শুধু হু হ্যাঁ করে যাচ্ছে আর যখন কথা বলছে বাসন্তী একবর্ণ বুঝতে পারছে না। এভাবে গল্প জমে না।

বাসন্তীর চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। সে হাই তুলল। লিলি আর জলি উঠে বাইরে এল।

নারকেল গাছের মাথা ঝড়ো হাওয়ায় দুলছে, শীত শীত করছিল। ওরা গায়ে চাদর জড়িয়ে নিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাষা না বুঝলেও লিলি বুঝতে পারল, জলি নিগৃহীতা তরুণী। সমাজ পরিত্যক্তা। কোথাও আশ্রয় পায়নি। ক্লেদাক্ত জীবনই বেছে নেবে কিনা যখন ভাবছে তখনই দেখা মৃদুলের সঙ্গে। রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়েছিল জড়সড় হয়ে। কেউ তাকে ইংগিতে ডেকে নেবে। পয়সা দেবে। ভাগ্য বলতে হবে। কেউ তাকে ডাকেনি। দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে আসছিল মৃদুল। তাকে দেখতে পায়। কথা বলে। আবার দোকান খোলে। খেতে দেয়। নানান কথা জিজ্ঞেস করে মৃদুল তখুনি জলিকে নিয়ে আসে বাড়িতে। থাকতে দেয়। সেই থেকে এই বাড়িতেই সে আছে।

নিজের কাহিনী বলতে চাইছিল কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মৃদুল আর টিটু উঠে আসছে।

মৃদুল বলল, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছ? ঘুম পায়নি?

লিলি বলল, আমরা গল্প করছিলাম।

লিলি, আপনার কথা সব শুনেছি। টিটু ভাই বলেছে। যদি কখনও বিপাকে পড়েন আমাকে স্মরণ করবেন। জলি শুনে রাখ লিলি আমার ভাইয়ার.....।

মৃদুলের কথা শুনে লিলির বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

টিটুর সঙ্গে লিলির মেলামেশা বাড়ল সোনাপুরে।

অন্যান্য দ্বীপে যেমন সোনাপুরেও তেমনি গভীর জঙ্গল আর উঁচু ঢিবির মত ছোট ছোট পাহাড়। সোজা পথ নেই, সবই প্রায় আঁকাবাঁকা। আর সমুদ্রতীর ম্যানগ্রোভ গাছে ভর্তি।

টিটুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে লিলি একদিন বলল, এত ম্যানগ্রোভ গাছ কেন বল তো?

টিটু বলল, গাছগুলোর শেকড় বালি আর পাথরে গাঁথা। ফলগুলো দেখ সজনে ডাটার মতন লম্বা। এই ডাটাগুলো নিচে পড়ে জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে এক সময় চড়ায় গেঁথে যায় আর তা থেকে আপনা আপনি গজিয়ে ওঠে অন্য গাছ।

তারপর সামান্য গলা খাঁকাড়ি দিয়ে টিটু বলল, লিলি, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। লিলি তখন উদাস হয়ে সমুদ্রজলের দিকে তাকিয়ে আছে। টিটুর কথা শুনেও তার দিকে মুখ ফেরাল না। আনমনা গলায় বলল, পরে বল।

কেন? এখন অসুবিধা কী?

এখন কারও কোনও কথা শুনতেই আমার ভাল লাগবে না।

টিটু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। খানিক চুপ করে থেকে বলল, তাহলে থাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসন্তী ঘর ছেড়ে বেরয় না। সে শুয়ে বসে থাকতেই ভালবাসে। শোভার সদ্যো বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে কিংবা ঘুমোয়।

শোভা ডেভেলপমেন্ট অফিসার। নাম আসলে শোভন। কাননরা সংক্ষেপে শোভা করেছে। ফলে নাম শুনে হঠাৎ করে বোঝা যায় না শোভা মেয়ে না ছেলে। যাহোক অল্প বয়েসে প্রচুর উন্নতি করেছে সে, খুবই করিৎকর্মা ছেলে। দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে। বিশেষত এই অনুন্নত দ্বীপসমূহে গ্রাম থেকে গ্রামের দূরত্ব কম নয়। চার থেকে আট কিলোমিটার কোনও কোনও ক্ষেত্রে। এসব গ্রামে উন্নতির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা, সমস্যাগুলো জানা, সমাধানের চেষ্টা করা এই হচ্ছে শোভার কাজ। ফলে ঘোরাঘুরি তার লেগেই আছে।

কোনও কোনও দিন সকালে বেরয় ফিরে আসে সন্ধ্যার পর।

সকাল বেলা গল্প করতে করতে শোভার স্ত্রী লতাকে বাসন্তী বলল, এখানে ভাল লাগছে তোর?

লতা হাসিমুখে বলল, বা আমি তো এখানকারই মেয়ে। কবে চলে এসেছি, আমার তখন জন্মই হয়নি। কী জঙ্গল যে ছিল তখন! বাবা আর দশজনে মিলে ওই গ্রামের পত্তন করেন। বিরামনগর। এখান থেকে খুব দূর নয়।

যাই বল তোর বিয়েটা কিন্তু শাদামাটা হয়েছে।

এখানে সব জিনিস তো পাওয়া যায় না।

শোভা চিটাগাং গেলেই পারত।

লতা বলল, কাজের নেশা। তাছাড়া ছুটিও কম। কাল তো আপনারা চলে যাবেন। আজ তাই ছুটি নিয়েছে। তৈরি হোন।

বাসন্তী অবাক। কোথায় যাব।

বেড়াতে। এই দ্বীপে কয়েকটা জিপ গাড়ি আছে। ও এখুনি একটা নিয়ে আসবে।

সত্যি সত্যি কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা জিপ এসে দাঁড়াল বাড়ির দরজায়। শোভা নেমে এল। তাড়াতাড়ি চলুন ভাবী। আপনাদের একটু ঘুরিয়ে আনি।

ওরা বেরুল।

মনোরাম এক সকাল আজ। সোনাপুর যেন উদ্ভাসিত হয়ে আছে সকাল বেলার আলোয়। জিপের সামনের সিটে শোভা ও টিটু পেছনের ওরা তিনজন বাসন্তী লতা আর লিলি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লতা বলল, এখন আমরা যে গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি তার নামের সঙ্গে আপনার নামের ভারি মিল ভাবী, বসন্তপুর।

বাসন্তী হাসল। তাই নাকি!

বাবা চাচারা এখানে আসার পর ধীরে ধীরে যে সব বসতি গড়ে উঠছিল সেই সব গ্রামের নাম কিন্তু মূল ভূখন্ডের পরিচিত জায়গার নামে। পথে যেতে পড়বে কাশিগঞ্জ কদমরসূল সেনারগাঁ মধুপুর।

শোভা বলল, পরিবার পিছু চাষের জন্য জমি দেয়া হত পনের বিঘা আর সেই পরিমাণ জঙ্গল। মোট তিরিশ বিঘা। এই ঘন জঙ্গল সাফ করে তাদের বসত করতে হয়েছে। মাটিও উর্বর। ফসল হয় প্রচুর। জমি থেকে ধান আর জল থেকে মাছ। ওদের খাওয়া থাকার সমস্যা মিটেছে।

বাসন্তী জিজ্ঞেস করল, দুধ পাওয়া যায়?

সব জায়গায় পাওয়া যায় না। দুর্লভই বলা চলে। তবে চেষ্টা চলছে যাতে গরু বলদ আনা যায়।

বলার সঙ্গে সঙ্গে জিপ যেন দুলতে লাগল। চড়াই উৎরাই রাস্তা বলে দুলুনি একটু ছিলই হঠাৎ মনে হল দুলুনি যেন বেড়ে গেছে। জিপ যেন নাগরদোলা। বাসন্তরি মুখ শুকিয়ে গেছে। এ কী রে বাবা।

শোভা বলল, এখানে ভুমিকম্প হয় না? নার্ভাস হচ্ছেন কেন? রিপোর্টে দেখেছি ১৯৬২ সালের শেষ দিকে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছে ২১৩ বার।

বাসন্তীর চোখ বড় বড় হয়। বল কী গো।

আমি কী বলেছি? বলেছে সরকারী রিপোর্ট। রিপোর্টে আরও কী বলেছে জানেন? এ অঞ্চলে নাকি একটা গুপ্ত আগ্নেয়গিরি থাকতে পারে। সেটি ঘন ঘন মাথা নাড়ায়। সোনাপুর অঞ্চলটি প্রায় ৫০ কিলোমিটার বর্গমাইল জুড়ে। এলাকাটা কত বড় বুঝতে পারছেন? এই সমগ্র অঞ্চলটি বসে আছে আগ্নেয়গিরির চুড়োয়। মানুষ তবু এখানে বাস করছে।

এত ঝুঁকি নিয়ে?

শোভ হেসে বলল, মানুষ এমনই এক প্রাণী তারা শত্রুর সাথে করে গলাগলি মৃত্যুর সাথে ধরে পাঞ্জ।

টিটু বলল, মানুষ ছাড়া এখানে আরেকটা বস্তু আছে গর্ব করার মতন। পর্বতশৃঙ্গ বনছক।

ঠিকই। গর্ব করার মতনই। হবে ৪৫০২ ফুট। আগাগোড়া সবুজ অরণ্যে ঢাকা, যেন সবুজ জাজিম দিয়ে মোড়া। এই বনছকের পেছন থেকে যখন চাঁদ ওঠে আহা সে কী অপূর্ব দৃশ্য!

জিপ চলছিল ধীরে, ঝাঁকুনি বাঁচিয়ে। হঠাৎ থেমে গেল।

বাসন্তী বলল, কী হল?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উত্তর দিতে হল না। দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল মস্ত একটা সাপ রাস্তা পার হচ্ছে একেবেঁকে। রোদ লেগে তার গায়ের চামড়া চিকচিক করছে। লকলকে জিব যেন বিশ্বভুবন চেটে খাবে।

আর্তনাদ করে উঠল বাসন্তী, ওরে বাবা!

শোভা বলল, ঘাবড়ে গেলেন? কিছুই হবে না। এখানকার জঙ্গলে নানা জাতের নানা আকারের সাপ আছে। অধিকাংশ সাপই নির্বিষ। এইমাত্র যে সাপটি রাস্তা পার হল গায়ে গতরে ভারিক্কি বটে তবে বিষ আছে কিনা সন্দেহ।

লতা বলল, তুমি সব সাপের ছোবল খেয়ে দেখেছ?

শোভা নিরীহস্বরে বলল, সব সাপের খাইনি। একটি সাপের খেয়েছি। সেই একটি সাপের ছোবল খুবই মিষ্টি।

লতা বলল, ফাজিল!

তারপর বাসন্তী এবং লিলির দিকে তাকিয়ে বলল, জানেন আপা এখানে পাখি খুব। ওই দেখুন না একঝাঁক টিয়া।

ঝাঁক বাঁধা টিয়া স্বপ্নদ্বীপে বড় একটা দেখা যায় না। ওখানে পাখি নেই বলা যায়।

পাখি দেখে বাসন্তী মুগ্ধ হল কী হল না বলা যায় না তবে লিলি খুবই মুগ্ধ হল। আপলক চোখে টিয়ে পাখির ঝাঁক দেখতে লাগল সে। মনের ভেতর লিলির নড়েচড়ে উঠল ছোট বেলাকার কোনও না কোনও মধুর স্মৃতি।

সব গ্রামই প্রায় এরকম। কাঠের ছোট ছোট কাঠের ঘরের সমারোহ। কোনওটা একতলা কোনওটা দোতলা। এরকম কতকগুলো ঘর নিয়ে এক একখানি গ্রাম।

যাবার সময় বিরামনগরে নামা হয়নি ফেরার পথে লতা জোর করে ওদের নামাল। লতার বাপের বাড়ি। দোতলা। এই বাড়ি থেকেই লতার বিয়ে হয়েছে। সম্পন্ন পরিবার। আদর যত্ন করল খুব।

লিলি দেখতে পাচ্ছিল লতাদের পাশ দিয়ে চলেছে এক স্রোতস্বিনী নদী। ওটা কী নদী?

লতা বলল, শালদা নদী। কোথা থেকে বেরিয়েছে বলতে পারি না তবে মিশেছে সাগরে।

কী সুন্দর জল! টলটল করছে।

দেখতে সুন্দর। ঠিক যেন নীল চাদর গায়ে এক সুদর্শন পুরুষ।

লিলি মুগ্ধ হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

পরদিন জাহাজ এল না।

এটাই দ্বীপবাসীদের নিয়তি। তারা তৈরি হয়ে বসে থাকে, জাহাজ আসে না। সময় নষ্ট হয়।

ঘরে চুপ করে বসে থাকা টিটুর চরিত্রে নেই। সে ছটফট করছিল। শোভা বলল, আমি অফিসে গিয়ে জিপটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আর এক চক্কর ঘুরে আসতে পার।

বাসন্তী উঠলই না। সে চোখ বড় বড় করে বলল, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই।

লতা বলল, আমারও তো বার বার দেখা।

টিটু লিলির দিকে তাকাল। তুমি কী বল!

লিলি বাসন্তীর দিকে তাকাল।

বাসন্তী বলল, যাও। আর তো আসা হবে না। যাও ঘুরে এস তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

শালদা নদীর তীরে জিপ দাঁড় করিয়ে ওরা পাশাপাশি হাঁটল কিছুক্ষণ। ছেলেমানুষের মতন ছুটোছুটি করল। টিয়ার ঝাঁক দেখে হাততালি দিল লিলি।

এখানে এসে লিলি যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। আনন্দ উচ্ছলতায় যেন ঝলমল করছে। শালদার দুতীরে এত সবুজ রঙ যে চোখ যেন আপনা থেকে ভরে ওঠে। লিলি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল।

অনেকক্ষণ ধরে লিলিকে দেখছিল টিটু। এক সময় গভীর গলায় ডাকল, লিলি।

নদীজল থেকে টিটুর দিকে মুখ ফেরাল লিলি। বল।

বিষয়টি নিয়ে তুমি যে কোনও কথা বলছ না।

কোন বিষয়টি নিয়ে?

বুঝেও কেন না বোঝার ভান করছ।

আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না।

সেই যে মৃদুল সেদিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে থেমে গিয়েছিল। কী বলতে চেয়েছিল সে নিশ্চয় তুমি তা বুঝেছিলে।

না আমি বুঝিনি। তুমি আমাকে বুঝিয়ে বল।

মৃদুল বলতে চেয়েছিল তুমি আমার বউ হতে যাচ্ছ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু একথা মৃদুল বলে কী করে?

আমি মৃদুলের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম।

মানে?

মৃদুল এক ফাঁকে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল আমি কি এভাবেই জীবন কাটাব কী না, বিয়ে শাদি করব কী না। আমি তখন তোমার কথা বলেছি।

কী বলেছ?

বলেছি তোমাকে আমার পছন্দ। তোমাকে আমি বিয়ে করব।

লিলি হাসল। আমার সঙ্গে কথা না বলেই মৃদুলকে তুমি একথা কীভাবে বললে?

আমার মনে হয়েছে, মানে তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে বোধহয় আমাকে তোমার খারাপ লাগে না। আমি যা চাইব তুমিও তা চাইবে।

তোমাকে আমার খারাপ লাগে না, একথা ঠিক। কিন্তু তোমাকে আমি বিয়ে করব না।

টিটু কেমন চমকাল। কেন? আমি কি তোমার উপযুক্ত নই।

উপযুক্ত আনোপযুক্তর প্রশ্ন নয়।

তাহলে কী?

বিয়ে আমি এই জীবনে আর করব না।

কেন? আমি যতদূর জানি বিয়ে তো তুমি বার বার করতে চেয়েছ। মাতাল স্বামী ছেড়ে দেবরের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলে তুমি। তুমি চেয়েছ সে তোমাকে বিয়ে করুক। এমন কি সজলের সঙ্গে যেন তোমার বিয়ে হয় একটা সময়ে তাও তুমি চেয়েছ।

লিলি বেশ চমকাল। এসব কথা তোমাকে কে বলেছে?

সজল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কবে বলল?

দিন তারিখ তো মনে রাখিনি। বোধহয় তুমি কানন ভাইর বাড়ি চলে যাওয়ার সময়। এমন কি তোমার স্বপ্নের কথাটাও বলেছ। তুমি চাও তোমার বিয়ের রাতে বাসরঘরে আসুক তোমার স্বপ্নের রাজপুত্র।

তারপর দুহাতে লিলির একটা হাত আঁকড়ে ধরল টিটু। লিলি, এই পৃথিবীতে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। আমরা দুজন একা মানুষ এক হয়ে যেতে পারি না। আমি হতে পারি না তোমার স্বপ্নের সেই রাজপুত্র? তুমি যেভাবে চাও আমি ঠিক সেভাবেই তোমার কাছে আসব।

সেই স্নিগ্ধ নদীজলের দিকে তাকিয়ে উদাস বিষণ্ণ গলায় লিলি বলল, আসলে আমি আর এখন চাই না অমন করে সত্যি সত্যি কেউ আসুক আমার জীবনে। সত্যি সত্যি কারও আসার চে ওই স্বপ্ন দেখাটা আমার কাছে অনেক মূল্যবান। কেউ যদি সত্যি সত্যি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসে, স্বপ্নটা নষ্ট হয়ে যাবে আমার। স্বপ্ন দেখাটা শেষ হয়ে যাবে। আমি তা চাই না। এ জীবন সত্যিকার অর্থে কিছুই দেয়নি আমাকে, আবার অনেক কিছু দিয়েছে। যেমন আমার স্বপ্ন। অমন মধুর একখানা স্বপ্ন যার থাকে এই জীবনে অন্য কিছুর আর প্রয়োজন হয় না তার। জীবনের কাছে এখন আর কিছুই চাওয়ার নেই আমার। আমি অনেক পেয়েছি। বাংলাদেশের কোন নিভৃত গ্রামের এক মেয়ে জীবনস্রোতে ভাসতে ভাসতে কত নদীজল অতিক্রম করে, কত সমুদ্র অতিক্রম করে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাচ্ছে, কত মানুষ দেখছে, ঈশ্বরের সৃষ্টি মহান সব সৌন্দর্য দেখছে, এত পাওয়ার পর একজন মানুষের আর কিছু চাওয়ার থাকে না। আমার আসলে চাওয়ার এখন একটি। আবার স্বপ্নদ্বীপে ফিরে যাব আমি। কোনও কোনও মনোরম বিকেলে মনটা যখন অকারণে বিষণ্ন হবে, উদাস হবে, আমি গিয়ে দাঁড়াব বিশাল সমুদ্রের নির্জন কোনও তীরে। আমার পায়ের কাছে, বালিয়াড়িতে এসে ভেঙে পড়বে বিদ্যুৎ চমকের মতো শাদা ঢেউ, দূর সমুদ্র থেকে আসবে উতল হাওয়া, সেই জল হাওয়ার স্পর্শে আমি জেগে জেগেই দেখব আমার আজন্মের প্রিয় সেই স্বপ্ন। স্বপ্ন বাস্তব হওয়ার দরকার নেই। স্বপ্ন থেকে যাক স্বপ্নে। স্বপ্নমানুষের বাস্তবে ধরা দেয়ার দরকার কী! নাই বা সে এল!

❐

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG